সরস
সার কথা

(রবীন্দ্র যুগ ।। ১৮৬১-১৯০০)

সম্পাদনা

কুমারেশ ঘোষ
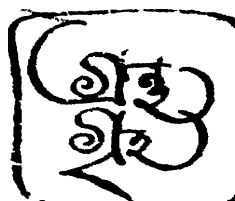
৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২
২৮।৩।৩।আব, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলিকাতা-৫৪

সরস সার কথা

(পুরোন যুগ ।। ৮ম শতক—১৭৬১)

দাম ৫-০০

দু'খণ্ড একসঙ্গে ১০-০০

দাম ছয় টাকা

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৫৩ সাল

চন্দন ঘোষ কর্তৃক ৪৫এ, গড়পার রোড, কলিকাতা ৯

ঠিকানায় মন্মথ মুদ্রণী থেকে মুদ্রিত ও গ্রন্থগৃহ

৮৭, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

থেকে প্রকাশিত।

বক্তব্য

ইতিপূর্বে আমরা সেকালীন 'সরস সার কথা'র গুচ্ছ বাঁধিয়াছিলাম। এইবার বাঁধিলাম রবীন্দ্রযুগের 'সরস সার কথা'র গুচ্ছ। রবীন্দ্রযুগের বা এযুগের যাঁহারা এখনও বাণীমন্দিরের নিয়মিত পূজারী, তাঁহাদের উদ্ধৃতিযোগ্য রচনায় বাংলা সাহিত্য ভবিষ্যতে আরও সুসমৃদ্ধ হইবে—কাজেই সেগুলির সংকলনের সময় এখনও আসে নাই—এবং যত দেরিতে আসে ততই মঙ্গল। সেকারণে রবীন্দ্রযুগের যেসব প্রখ্যাত, অখ্যাত ও অজ্ঞাত কবি-সাহিত্যিক স্বর্গত হইয়াছেন এবং ১৯০০ সাল পর্যন্ত যাঁহাদের জন্ম—তাঁহাদের সরস রচনার সিন্ধু হইতে এই মুক্তাসন্ধান ''বিন্দু বিন্যাস !'

সাহিত্যের এই অভিনব 'রিসার্চ ওয়ার্ক' বা এই 'উকুন বাছা'র কাজে যাঁহারা উকুন বাছিয়া, কপি করিয়া, বই দিয়া, খবর দিয়া, উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহাদের কৃতিত্বই বেশি এবং তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না গুপ্তা, শ্রীমতী বাণী বসু, সর্বশ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বপন বসু, অমলেন্দু ঘোষ, অনিল ভট্টাচার্য, ডাঃ অমল ভট্টাচার্য, মৃগাঙ্কশেখর বসু, প্রতীপকুমার বসু, দীপংকর বসু, হেমন্ত ঘোষ, জ্যোতিঃপ্রকাশ দে, চন্দন ঘোষ, সৌরভ ঘোষ প্রভৃতি—

এবং বই ও তথ্যের ব্যাপারে জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী, সারস্বত লাইব্রেরী এবং রচনার ব্যাপারে লেখকদের আত্মীয়বর্গ, সকলকেই জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

'সবে মিলি' এই কাজ করিয়াছি। তথাকথিত 'সম্পূর্ণ-উপন্যাস'-প্লাবিত বাংলাদেশে এই সৎকর্মটির জন্য হয়তো গল্প-গিলিয়েরা গাল দিবে—তবে রসিকজন ইহাকে বুকে তুলিয়া লইবেন এই আশা ও আনন্দেই আমরা মসগুল্।

— কুমারেশ ঘোষ

সূচীপত্র

সূচীপত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

[মানসী]

বাঙালি বড়ো চতুর, তাই
আপনি বড় হইয়া যাই,
অথচ কোন কষ্ট নাই
চেষ্টা নাই তার।
হোথায় দেশ খাটিয়া মরে
দেশে বিদেশে ছড়ায়ে পড়ে,
জীবন দেয় ধরার তরে
ম্লেচ্ছ সংসার।
ফুকারো তবে উচ্চরবে বাঁধিয়া এক সার—
মহৎ মোরা বঙ্গবাসী আর্যপরিবার। (দেশের উন্নতি)

•

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম
আমরা যে ছোটো সেটা ভারি ভ্রম ;
আকার প্রকার রকমসকম
এতেই যা কিছু ভেদ।
যাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে
করি কতমতো গুরুমারা টীকে,
লেখনীর ঘুচে খেদ। (বঙ্গবীর)

[চিত্রা]

এই জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি-ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। (দুই বিঘা জমি)

[চৈতালি]

সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ-জননী,
রেখেছ বাঙালি ক'রে, মানুষ কর নি ॥ (বঙ্গমাতা)

[কণিকা]

কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা ;
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা ॥ (কুটুম্বিতা)

০

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী। (ভক্তিভাজন)

০

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে ॥ (অকৃতজ্ঞ)

০

নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস—
ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ও পার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—
কহে, যাহা-কিছু সুখ সকলি ওপারে ॥ (মোহ)

[লক্ষ্মীর পরীক্ষা]

টাকা যদি পাই বাকস ভরে,
আমার গলাও গলাবে তোরে।

যষ্টি-মধু

'বাপু' বললেই মিলবে স্বর্গ
'বাছা' বললেই বলবি 'ধর গো'।
মনে ঠিক জেনো আসল মিষ্টি
কথার সঙ্গে রুপোর বৃষ্টি।

•

এ সংসারের ওই তো প্রথা,
দেওয়া নেওয়া ছাড়া নেইকো কথা।

•

উপকার যেন মধুর পাত্র,
হজম করতে জ্বলে যে গাত্র,
তাই সাথে চাই ঝালের চাটনি
নিন্দে বান্দা কান্না কাটনি।
যার খেয়ে মশা উঠেন ফুলে,
জ্বালান তারেই গোপন হুলে।

•

গরিব লোকের দয়ামায়া রোগ,
সেটা যে একটা ভারি দুর্ভোগ।

•

মরা পাখিরেও শিকার করে
তবে তো বিড়াল মুখেতে পোরে।
সহজেই পাই, তবু দিয়ে ফাঁকি
স্বভাবটাকে যে শান দিয়ে রাখি।
বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে
প্রয়োজনকালে ঠিক সে থাকে।

•

অল্পস্বল্প যাদের আছে
দানে যশ পায় লোকের কাছে;

ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে,
যত দেও তত পেট বেড়ে চলে—
কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ,
ভাবে, আরো ঢের দিতে যে পারত।
অতএব বাছা, হবি সাবধান,
বেশি আছে বলে করিস নে দান।

[ক্ষণিকা]

এখন যাঁরা বর্তমানে আছেন মর্তলোকে
মন্দ তাঁরা লাগতো না কেউ কালিদাসের চোখে;
পরেন বটে জুতো মোজা—চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা অন্য দেশীর চালে—
কিন্তু দেখো সেই কটাক্ষ আঁখির কোণে দিচ্চে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে! (সেকাল)

০

পাড়ার যত জ্ঞানী গুণীর সাথে, নষ্ট হলো দিনের পরে দিন,
অনেক শিখে পক্ক হলো মাথা, অনেক দেখে দৃষ্টি হলো ক্ষীণ! (মাতাল)

[গীতাঞ্জলি]

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥ (অপমানিত)

[খাপছাড়া]

সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে
সহজ করে যায় না লেখা সহজে।

যষ্টি-মধু

লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো!

০

নিজের হাতে উপার্জনে
সাধনা নেই সহিষ্ণুতার।
পরের কাছে হাত পেতে খাই
বাহাদুরি তারি গুঁতার॥

০

সর্দিকে সোজাসুজি
সর্দি বলেই বুঝি,
মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে;
ডাক্তার দেয় শিষ
টাকা নিয়ে পঁয়ত্রিশ,
ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে কাশিকে।

০

বটে আমি উদ্ধত,
নই তবু ক্রুদ্ধ তো,
শুধু ঘরে মেয়েদের সাথে মোর যুদ্ধ তো।
যেই দেখি গুণ্ডায়
ক্ষমি হেঁট মুণ্ডায়,
দুর্জন মানুষেরে ক্ষমেছেন বুদ্ধ তো।
পাড়ায় দারোগা এলে দ্বার করি রুদ্ধ তো।
সাত্ত্বিক সাধনের এ আচার শুদ্ধ তো।

০

বাংলা দেশের মানুষ হয়ে ছুটিতে ধাও চিতোরে,
কাঁচড়াপাড়ার জলহাওয়াটা লাগল এতই তিতো রে।
মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার,
পালাস ভয়ে ম্যালেরিয়ার,
হায় রে ভীরু রাজপুতানার ভূত পেয়েছে কী তোরে।
লড়াই ভালোবাসিস, সে তো আছেই ঘরের ভিতরে॥

০

গিন্নীর কানে শোনা ঘটে অতি সহজেই
'গিনি সোনা এনে দেব' কানে কানে কহ যেই।
না হলে তোমারি কানে দুগ্রহ টেনে আনে
অনেক কঠিন শোনা চুপ করে রহ যেই।

০

ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ঘোড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকুলবাবু বলে, ঘাস খাওয়া ধরা চাই
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যাস করা চাই—
বৃথাই খরচ করে চাষ করা শস্য।

[গল্পসল্প]

বিধাতা পরিয়ে দিল আজ
নারদ মুনির এই সাজ
তাইতো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।

[প্রহাসিনী]

অসংকোচে করিবে কক্ষে ভোজন রসভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ

যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
না হয় হবে পেটের গোলযোগ। (ভোজনবীর)

০

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি।
বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে
নয়নের জলে
'দাতা বটে ষোলো আনা'। (গৌড়ী রীতি)

০

এত বুড়ো কোনকালে হবো নাকি আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাবলামি।

[জীবনস্মৃতি]

তখন সামান্য যাহা কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জ্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।

০

মনে আছে, তখন দৈবাৎ যে দুই একজনমাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন, তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত। এখন যদি শুনি,

কোনো স্ত্রীলোক কবিতা লেখেন না, তবে সেইটাই এমন অসম্ভব বোধ হয় যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না।

০

যে জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিক্ষার জন্য ভাল কাব্য পড়াইলে তরবারি দিয়া ক্ষৌরি করাইবার মত হয়—তরবারির তো অমর্য্যাদা হয়ই গণ্ডদেশেরও বড়ো দুর্গতি ঘটে।

০

বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখ বিবরের মধ্যে ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাক-করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়।

০

শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয়, ছাত্রদের তত নহে।

০

এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলে ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না।

০

যাঁহারা মজলিসি মানুষ ছিলেন তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসে কিন্তু মজলিস করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে-ঘনিষ্ঠতা নাই।

লেদের সাহস মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, লজ্জা অনেক বেশী।

পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম, সংসারের ধর্মই এই—বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায়—শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্ত ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে।

[আত্মপরিচয়]

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

০

যে মানুষ অনেককাল বেঁচে আছে সে অতীতেরই সামিল।

০

মানুষের হাতে দেশের জল যদি শুকিয়ে যায়, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে, মারী-বীজে শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

০

হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশানের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমনি রীতির বদল।

[য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র]

এখানকার বিবিরা দর্জিশ্রেণীর জীবিকা, ফ্যাশান রাজ্যের বিধাতা ও যুবক-দলের খেলানা স্বরূপ।... পুরুষদের মন ভোলানোই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত। যদি একজন পুরুষের মন ভোলাতে পারেন তবে মনে করলেন জীবনের একটা মহান্ লক্ষ্য সিদ্ধ হল, পূর্ব জন্মের অনেক তপস্যা সার্থক হল। মন-ভোলানো যজ্ঞে তাঁদের নিজের সুখ স্বাস্থ্য বলিদান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন, কোমর এঁটে এঁটে তাঁরা বেলতার মতো কোমর করে তুলবেন—তার জন্যে তাঁরা সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করতে ও সকল প্রকার রোগ সঞ্চয় করতেও রাজি আছেন। বাহারে কাপড় পরে মাথায় গোটাকতক পালক গুঁজে দিন রাত্তির তাঁরা পুতুলটি সেজে আছেন,

অভিনয় করে করে এমন তাঁদের অভ্যেস হয়ে গেছে যে অস্বাভাবিকও তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

০

ক্ষুদ্র যখনি মহান পদ পায় তখনি সে চোখ রাঙিয়ে, বুক ফুলিয়ে মহত্ত্বের একটা আড়ম্বর আস্ফালন করতে থাকে। এর অর্থ আর কিছু নয়—তারা মহত্ত্বের শিক্ষা পায়নি।

০

বিলাতী বাঙালির চেয়ে নতুন দ্রব্য বিলেতে খুব কম আছে।

০

ইঙ্গ-বঙ্গদের ভালো করে চিনতে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সুমুখে কিরকম ব্যবহার করেন, বাঙালিদের সুমুখে কিরকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গ-বঙ্গদের সুমুখে কিরকম ব্যবহার করেন।

০

বাঙালিরা ইংরাজদের কাছে যত আপনাদের দেশের লোকের ও আচার-ব্যবহারের নিন্দে করেন এমন একজন ঘোর ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো-ইনডিয়ান করেন না।

০

এখন সমস্ত জাতিকে রক্ষা করতে হবে, কেবল টিকি এবং পৈতেটুকুকে নয়।

০

কতকগুলি পরিচিত অপরিচিত নরনারী জুড়ি জুড়ি জড়াজড়ি করে লাটিমের মত অর্থহীন অন্ধবেগে ঘুর খাওয়াকে খুব একটা সুখ মনে করছে। একটু লজ্জা নেই, সংযম নেই, চিন্তা নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা শোভন অন্তরাল নেই। আমার কাছে এই উন্মত্ত বর্বরতা লেশমাত্র সুন্দর ঠেকে না।

[পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি]

যেখানে ট্রামের লাইন বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশা করা মিথ্যে।

০

গাড়ির চলাটা হ'চ্ছে একটা সাধারণ কর্তব্য—কিন্তু ঘোরতর প্রয়োজনের

সময়েও ঘোড়া যদি বলে আমি সারথির কর্তব্য ক'র্‌বো, বা চাকা বলে ঘোড়ার কর্তব্য ক'র্‌বো, তবে সেই কর্তব্যই ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে।

০

আমাদের আগন্তুকবর্গ অভিমন্যুর মতো অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ ক'র্‌তে জানেন, কিন্তু নির্গমনের পথ যে তাঁরা জানেন, সে তাঁদের ব্যবহারে বোঝা যায় না।

সন্দেশকে যদি কুইনীনের বড়ির মতো টপ ক'রে গেলা যায় তা হ'লে বস্তুটাকে পাওয়া যায়, বস্তুর রস পাওয়া যায় না।

[জাভা-যাত্রীর পত্র]

দু'চার জন মানুষ স্পর্ধা ক'রে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে কাটাতে পারে, কিন্তু সব মানুষই যদি এই পন্থা নেয় তাহ'লে বৈরাগ্য নিয়েই পরস্পর লড়াই বেধে যাবে।

[চারিত্রপূজা]

আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমান আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সেই চায়, যাহার দধি নাই

বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না।

০

আমাদের বুদ্ধি ঘোড়াদৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো ; কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না।

[বিচিত্র প্রবন্ধ]

বস্তুত নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কী থাকিত ? একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না—সে ভালো কাজের দাম কী ? একটা ভালো কি লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই, ভালো গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্মান্তিক অনাদর কী হতে পারে। জীবনকে ধর্মচর্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোন লোক তাহার মধ্যে গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল। (পরনিন্দা)

কাব্য পড়িবার সময়ও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি কী লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয়, তবে স্বীকার করিব মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনো মানুষ ছিল এবং তখনো আষাঢ়ে প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

(বাজে কথা)

[আত্মশক্তি]

আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর ; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না ? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোন আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না ? (স্বদেশী সমাজ)

পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, তাঁহারা এই রাজ-প্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়েও তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। (স্বদেশী সমাজ)

০

এই কনফারেন্স ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের জিনিস বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই—কিন্তু আশ্চর্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথি সৎকারের ভাবটাই সুপরিস্ফুট। যেন বরযাত্রিদল গিয়াছে—আহার বিহার আরাম-আমোদের জন্য দাবি ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বান-কর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাঁহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই—এত চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয়, শয়নাসন, এত লেমনেড সোডা-ওয়াটার, গাড়িঘোড়া, এত রসদের দায় আমাদের 'পরে কেন—তবে কথাটা অন্যায় হইত না। (স্বদেশী সমাজ)

০

শনের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য। আমরা একটা বড়ো রকমের যাত্রার দল—গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজসরঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি। (ভারতবর্ষীয় সমাজ)

[ভারতবর্ষ]

আমাদের দেশে আধুনিক কালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে, বারোয়ারির স্মৃতিপালন চেষ্টার মধ্যে গভীর শূন্যতা দেখিয়া আমরা পদে পদে ক্ষুব্ধ হই। নিজের দেবতাকে কোন্ প্রাণে এমন কৃত্রিম সভায় উপস্থিত করিয়া পূজার অভিনয় করা

হয়, বুঝিতে পারি না। (বারোয়ারি-মঙ্গল)

০

'গোলে হরিবোল' ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। (বারোয়ারি মঙ্গল)

০

দল বাঁধিলে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া খাড়া করিয়া রাখে, কিন্তু দলের বাহিরে নামিয়া পড়িতে হয়। (বারোয়ারি মঙ্গল)

[শিক্ষা]

ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না।

০

ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরাণিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

০

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময়ে ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা

বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন ; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

০

শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না, এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোট কাজ শুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে।

[চিঠি পত্র]

আমাকে বড়ো চৌকি দেয় নাই অতএব এ সভায় আমি থাকিব না, আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে নাই অতএব ও কাজে আমি হাত দিতে পারি না, সে সমাজের সেক্রেটারি অমুক অতএব সে সমাজে আমার থাকা শোভা পায় না— আমরা কেবল এই ভাবিয়াই মরি।

০

যদি দেখি কোনো এক ব্যক্তি টাকাকড়ির দিকে খুব বেশি মনোযোগ না দিয়া খানিকটা করিয়া সময় দেশের কাজে ব্যয় করে, তবে তাহাকে বলি 'হুজুকে'। আমাদের স্ফীত ক্ষুদ্রত্বের নিকট বড়ো কাজ একটা হুজুক বই আর কিছুই নয়।

০

আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান, কোনো বিষয়ে পাগলামি নাই। আমরা পাশ করিব, রোজগার করিব, ও তামাক খাইব। আমরা এগাইব না, অনুসরণ করিব ; কাজ করিব না, পরামর্শ দিব ; দাঙ্গাহাঙ্গামাতে নাই, কিন্তু মকদ্দমা-মামলা ও দলাদলিতে আছি।

০

অনেক বুড়ো আছে বটে, তাহারা পৃথিবী হইতে যৌবনতাপ লোপ করিতে চায়, তাহাদের নিজ হৃদয়ের শৈত্য সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত হয় এই তাহাদের ইচ্ছা।··· অর্থাৎ পৃথিবী হইতে কাঁচা চুল আগাগোড়া উৎপাটন করিয়া তাহার পরিবর্তে

তাহারা পাকা চুল বুনানি করিতে চায়।...যৌবনের গান শুনিয়া তাহারা কানে আঙুল দেয়, যৌবনের কাজ দেখিয়া তাহারা মনে করে পৃথিবীতে কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

০

যে দেশের আবহাওয়ায় বেশি মশা জন্মায়, সেখানে বাড়া জাতি জন্মিতে পারে না।

[পঞ্চভূত]

সাত-ফুটা-ওয়ালা বাঁশি বাদ্যযন্ত্রের হিসাবে ভালো, ফুংকারমাত্রে বাজিয়া ওঠে, কিন্তু ছিদ্রহীন পাকা বাঁশের লাঠি সংসারপথের পক্ষে ভালো, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়। (পরিচয়)

০

পদ্যটা না কি আধুনিক সৃষ্টি, সেইজন্য সে হঠাৎ নবাবের মতো সর্বদাই পেখম তুলিয়া নাচিয়া বেড়ায়। (গদ্য ও পদ্য)

০

সৌন্দর্যের অপেক্ষা ধূলি সত্য, স্নেহের অপেক্ষা স্বার্থ সত্য, প্রেমের অপেক্ষা ক্ষুধা সত্য। (সৌন্দর্যের সম্বন্ধ)

০

বাংলা দেশে দেখা যায়, পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জভাবে আস্ফালন করে। যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশি। আজকাল স্ত্রীদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনো বাক্যে লাগিয়াছেন। আজকাল নৈবেদ্যের পরিমান কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে। কিন্তু পত্নীদিগকে পূজা করিতে শিখানো অপেক্ষা পতিদিগকে দেবতা হইতে শিখাইলে কাজে লাগিত। (নরনারী)

০

আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। (নরনারী)

আমাদের আধুনিক হিন্দু জাতটা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে জ্যাঠা জাত, অত্যন্ত বেশি মাত্রায় পাকামি করিয়া থাকে, অথচ নানান বিষয়ে কাঁচা। জ্যাঠা ছেলের এবং জ্যাঠা জাতির উন্নতি হওয়া বড় দুরূহ; কারণ, তাহার মধ্যে নম্রতা নাই। (গদ্য ও পদ্য)

০

আমাদের বাংলা ভাষায় কি খবরের কাগজে কি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে সরলতা এবং অপ্রমত্ততার অভাব দেখা যায়—সকলেই অধিক করিয়া চীৎকার করিয়া এবং ভঙ্গিমা করিয়া বলিতে ভালোবাসে, বিনা আড়ম্বরে সত্য কথাটি পরিষ্কার বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। (প্রাঞ্জলতা)

০

মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ ব্যতীত কায হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে। (কৌতুকহাস্য)

আমাদের মতে কৌতুকে আমোদ অনুভব করা নিতান্ত অযৌক্তিক। উহা ছেলে মানুষেরই উপযুক্ত। এই জন্য কৌতুকরসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছ্যাবলামি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। (কৌতুকহাস্য)

০

নারীহাস্যে পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থপাত করে তাহার মধ্যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশও একটি। (কৌতুকহাস্যের মাত্রা)

০

গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। (কৌতুকহাস্যের মাত্রা)

[ব্যঙ্গকৌতুক]

এখন যে-সকল অসার, ম্লেচ্ছ ভাবসংস্পর্শদূষিত গ্রন্থ বাহির হইতেছে তাহা পাঠ

করিয়া বাবুরা সাহেব এবং ঘরের গৃহিণীরা বিবি হইতেছেন। বঙ্গসাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদন করিবার মানসে আমি নাটক-উপন্যাসের ছলে কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। (সারবান সাহিত্য)

০

আমার বাড়ির পাশেও একটি কন্সর্টের দল আছে। তাহার মধ্যে একটি ছোকরা নূতন বাঁশি অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে—প্রত্যুষ হইতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সারিগম সাধিতেছে। পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সড়গড় হইয়াছে ; এখন প্রত্যেক সুরে কেবলমাত্র আধসুর সিকিসুর তফাত দিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার চিত্ত উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে—ঘরে আর কিছুতেই মন টেঁকে না। বুঝিতে পারিতেছি রাধিকা কেন বলিয়াছিলেন 'বারণ কর্ লো, সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না।' শ্যাম বোধ করি তখন নূতন সারিগম সাধিতেছিলেন।

(মীমাংসা)

০

পূর্ণিমার সময় যে বেদনা বাড়ে সে তোমার একলার নহে, রোগটার ওই এক লক্ষণ। চাঁদের সহিত বিরহ, বাত, পয়ার এবং জোয়ার ভাঁটার একটা যোগ আছে। (মীমাংসা)

০

শোনা যায় জগতে হরণ-পূরণের একটা নিয়ম আছে। সে নিয়মের অর্থ এই—যাহার একটার অভাব তাহার আর একটার বাহুল্য প্রায়ই থাকে। আপিসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের যেমন বেতন অল্প, তেমনি খাটুনি এবং লাঞ্ছনা অধিক এবং সাহেবের ঠিক তাহার বিপরীত। (পয়সার লাঞ্ছনা)

০

অনবধানবশত যদি হুঁচট খাইয়া থাক, চৌকাঠকে পদাঘাত করিবে। সেই জড় পদার্থের পক্ষে এই একমাত্র সুবিচার। (কথামালার নূতন-প্রকাশিত গল্প)

[সাহিত্য]

ব্যবসদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা

সারস্বতপ্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বাণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মতো মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখনো-কখনো তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু-কিছু ধূলিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধূলামাটি সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন, দেউড়ির দরোয়ানগুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোশাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই। (সাহিত্যের বিচারক)

০

অসাধারণ নির্লজ্জ না হইলে আজকাল বাংলা ভাষার অজ্ঞতা লইয়া আস্ফালন করিতে কেহ সাহস করে না। (বাংলা জাতীয় সাহিত্য)

০

যাঁহারা অনেক ইংরেজি কেতাব পড়িয়াছেন তাঁহারা অনেকেই আধুনিক বাংলা লেখা ও লেখকদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বোধ করি ইতর সাধারণ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া অভিমানে তাঁহারা আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠেন। একটা কথা ভুলিয়া যান যে, পৃথিবীতে বড়ো হওয়া শক্ত কিন্তু আপনাকে বড়ো মনে করা সকলের চেয়ে সহজ।

(বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা)

০

আমার তো মনে হয় বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যতবড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরেজি নভেলিস্টের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেন নি, তাহলে বড় অসহ্য হয়ে উঠত—বিশেষত সমালোচকের পক্ষে। এক-একটা ইংরেজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে, আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্বরতা। সমস্ত রাত্রি ধরে যাত্রাগান

করার মতো। প্রাচীনকালেই ওটা শোভা পেত। তখন ছাপাখানা এবং প্রকাশক-সম্প্রদায় ছিল না, তখন একখানা বই নিয়ে বহুকাল জাওর কাটবার সময় ছিল। (পত্রালাপ)

০

সভাস্থাপন করিয়া প্রীতিস্থাপন হয়, বাংলাদেশে তাহার প্রমাণ তো সর্বদা পাওয়া যায় না, বরঞ্চ উলটা হয়, এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখানো যাইতে পারে।

(সাহিত্য সম্মিলন)

[কর্তার ইচ্ছায় কর্ম]

আমাদের ঘরগড়া কুনো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে।

০

আমরা কিন্তু দুই হাত উলটাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্তার ইচ্ছা কর্ম। সেই কর্তাটিকে—ঘরের বাপ দাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণ রায়, শনি মঙ্গল রাহু কেতু—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

[জাপানযাত্রী]

যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

০

গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে।

[রাশিয়ার চিঠি]

শাক্তশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

০

বারবার মনে হয়, বানপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করিতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।

০

অন্ন নেই, বিদ্যা নেই, বৈদ্য নেই, পানের জল পাওয়া যায় পাঁক ছেঁকে; কিন্তু চৌকিদারের অভাব নেই, আর আছে মোটা মাইনের কর্মচারী।

[পারস্যে]

আমাদেরও ধুতিপরা ঢিলে মন বদল করতে হলে হয়তো বা পোশাক বদলানো দরকার। আমরা বহুকাল ছিলুম বাবু, হঠাৎ হয়েছি খণ্ড্‌ত-ওয়ালা শ্রীযুৎ, অথচ বাবুর দোদুল্যমান বেশই কি চিরকাল থাকবে। ওটাতে যে বসনবাহুল্য আছে সেটা যাই-যাই করছে, হাঁটু পর্যন্ত ছাঁটা পায়জামা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে।

০

বাংলাদেশের মেয়েরা পশ্চিমের মেয়েদের মতো পরবার শাড়িতে রঙের সাধনা করে না, চারিদিকেই রঙ এত সুলভ। বাংলায় দোলাই-কাঁথায় রঙ ফলে ওঠে নি, লতাপাতার রঙিন ছাপওয়ালা ছিট পশ্চিমে। বাড়ির দেয়ালে রং লাগায় মাড়োয়ারি, বাঙালি লাগায় না।

[সাহিত্যের পথে]

মূলধন না থাকিলেও দালালির কাজে নামিতে কাহারও বাধে না, তেমনি সাহিত্যসমালোচনায় কোনোপ্রকার পুঁজির জন্য কেহ সবুর করে না। কেননা, সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ। (বাস্তব)

০

বক ফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল, এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজ্‌নেমঞ্জরি পরতে দ্বিধা করেন, বক ফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে,

টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলংকার-মহলে তাদের দ্বার খোলা—কেননা, পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয় নি। (সাহিত্য ধর্ম)

০

যদি বলি, আমি বড়োকে শ্রদ্ধা করি না, তা হলে শুধু যে বড়োকে আঘাত করি তা নয়, সৃষ্টির শক্তিকে একেবারে নষ্ট করি, সেটা আমাদের পতনের কারণ হয়। (সাহিত্য সমালোচনা)

০

দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না। (সাহিত্য সমালোচনা)

[গোড়ায় গলদ]

তোমরা ওই যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো তার আর সন্দেহ নেই।

[চিরকুমার সভা]

শাস্ত্রে লিখেছে মেয়েমানুষের একটা না একটা কিছু উৎপাত থাকা চাই—হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিষ্টিরিয়া। দেখো না, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি, তাই স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন, আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাকতে হয়।

[শোধবোধ]

যাঁর ঘরকন্নার অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করতে হয়, তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কি। আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিকে অকাট্য বলে কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সৎ পরামর্শ, গোঁয়ার্তমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।

[চোখের বালি]

সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালবাসার স্বাদ থাকে না—তরকারিতে লঙ্কামরিচের মতো।

[নৌকাডুবি]

প্রণয়ীদের জন্য কাব্যে যে সকল আয়োজনের ব্যবস্থা আছে, কলিকাতা শহরে তাহা মেলে না। কোথায় প্রফুল্ল অশোক বকুলের বীথিকা, কোথায় বিকশিত মাধবীর প্রচ্ছন্ন লতাবিতান, কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলি? তবু এই শুষ্ককঠিন সৌন্দর্যহীন আধুনিক নগরে জাদুবিদ্যা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় না। এই গাড়িঘোড়ার বিষম ভিড়ে, এই লৌহ নিগড়বদ্ধ ট্রামের রাস্তায় একটি চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন করিয়া লালপাগড়ি প্রহরীদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত রাত্রে কত দিনে, কত বার কত ঠিকানায় যে আনাগোনা করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে।

[গোরা]

আমাদের শৌখিন পেট্রিয়টদের সত্যকার বিশ্বাস কিছুই নেই, তাই তাঁরা নিজের এবং পরের কাছে কিছুই জোর করে দাবি করতে পারেন না। স্বয়ং কুবের যদি তাঁদের সেধে বর দিতে আসেন তাহলে তাঁরা বোধ হয় লাটসাহেবের চাপরাশির গিলটি-করা তকমাটির চেয়ে বেশি আর কিছু সাহস করে চাইতেই পারেন না। তাঁদের বিশ্বাস নেই, তাই ভরসা নেই।

০

সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ—ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই।

০

নৌকার খোলে যদি ছিদ্র থাকে তবে নৌকার মাস্তুল কখনোই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারবে না, তা তিনি যতই উচ্চে থাকুন-না কেন।

০

একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়, মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কী বলব ?

[চতুরঙ্গ]

যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালবাসে বলিয়া নয়।

[ঘরে বাইরে]

যেখানে দীনতা সেখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ করে নেয়।

০

সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিনীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

০

বুড়ো মানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো, তাতে তাদের মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্ছে, বেচারারা জানতে পারে না তাদের রসনা যেখানে চলছে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চলছে।

[যোগাযোগ]

হাল-আমলের বাবুদের নিজেদের মধ্যে নেই পুণ্য তাই একতরফা সতীত্ব প্রচার করেন। তাঁদের তরফে তেল জোটে না সল্‌তেকে বলেন জ্ব'ল্‌তে—শুক্‌নো প্রাণে জ্ব'ল্‌তে জ্ব'ল্‌তেই ওরা গেলো ছাই হ'য়ে।

০

কাঠুরে গাছকে কাট্‌তেই জানে, সে গাছ পায় না কাঠ পায়। মালী গাছকে রাখ্‌তে জানে, সে পায় ফুল, পায় ফল।

ক্ষমতা জিনিষটা যেখানে প'ড়ে-পাওয়া জিনিষ, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলি হীনতার সৃষ্টি করে।

[শেষের কবিতা]

বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরী হচ্ছে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র।

শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না, আফিনওয়ালী বাঁধেও বটে ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি সয়তানী তার জোগান দেয়।

ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে. হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না বলে বাদ্‌লার দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেছে। বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ-জল পার হওয়ার কথা।

[দুই বোন]

মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।

[চার অধ্যায়]

মেয়েদের হাজার বছরের হাতকড়ি-লাগানো মন; তারা মানবে, প্রশ্ন করবে না,—এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বকশিশ পেয়েছে, সেইজন্যে মানাটা যত বেশি অন্ধ হয় তার দাম তাদের কাছে তত বড়ো হয়ে ওঠে।

০

মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং।

০

মেয়েদের পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেই পঞ্চাশটাই অত্যাবশ্যক।

নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙালি মেয়েরা নিজেদেরই প্রশংসায় মুখরা, দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে।

০

নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম রাখবার শক্তি নেই যাদের সেই নাবালকদের কখনোই কি বিয়ে করবার বয়স হয়? যখন হয় তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে।

পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে য. বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকা। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়।

[গল্পগুচ্ছ]

যথার্থ ভালো জিনিসকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। (সম্পাদক)

০

সাধারণত স্ত্রীজাতি, কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে।

(মণিহারা)

০

নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার; সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শাণ দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র অগ্নিবাণ ও নাগপাশ বন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়। (মণিহারা)

০

অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং চব্বিশ ঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার

কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে। (মণিহারা)

০

বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে, পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে। (মণিহারা)

০

পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেঁকে না। (মণিহারা)

০

কুলীনের মেয়ের সতিন যত বেশী হয়, তাহার স্বামীর গৌরব ততই বাড়ে।…রোগী তো ডাক্তারের হাতে পড়িলেই মরে, মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না, কিন্তু বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মরণ নাই এবং সে যতদিন বাঁচে ততদিনই স্বামীর লাভ। (দৃষ্টিদান)

০

চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের'পরেই তার লোভ। (স্ত্রীর পত্র)

০

বাংলাদেশে পিলে অম্লশূল এবং কর্ণের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না; তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না। (স্ত্রীর পত্র)

০

স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশকুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গবেষ্টিত মহাদেশের নাম 'হইলে-হইতে-পারিত'। (প্রায়শ্চিত্ত)

অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে—এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তনিশীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে 'ওগো, একবার চাবিটা দাও দেখি' ! তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি, তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধুর্য নাই—তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। (মানভঞ্জন)

০

বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন। (অতিথি)

[তিন সঙ্গী]

মেয়েদের কাছে মুখচোরা হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো পুরুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়, ছিদ্র পেলেই টেম্পারেচার চড়িয়ে দেয় হু হু করে। (ল্যাবরেটরী)

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

(১৮৬১-১৯০৭)

[বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি]

তোমরা বিলাতগামী সন্ন্যাসীর রূপ বোধহয় কখনও দেখ নাই। সাধারণতঃ মাথা গোঁফ দাড়ি সব মুড়ানো—রেশমের পাগড়ি রেশমের আলখাল্লা—পায়ে বিলাতী বুট—হাতে ছড়ি মুখে চুরুট—সঙ্গে পোর্টম্যাণ্ট গ্ল্যাডস্টন-ব্যাগ ষ্ট্র্যাপ-বাঁধা বিলাতী-কম্বল-জড়ানো বিছানা—গলায় টাকা-মোহর-ভরা কুরিয়ার ব্যাগ। আহা মরি সেজেছে ভাল।

০

কেন যে আমরা দেশ ও নগরগুলিকে ইংরেজের মতন বিকৃত কোরে বলি তা ত বুঝিতে পারি না।

ইংরেজের অনুকরণ করিলে ফিরিঙ্গি ছাড়া আর কিছু হওয়া যায় না।

[বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি]

আমাদের দেশে কালোয় ধলোয় মিল উচ্চ অঙ্গের মিল—যথা রাধা-কৃষ্ণ—গঙ্গা-যমুনা। কিন্তু সভ্যতার নতুন বাজারে কালোয়-ধলোয় মিশ খাবে না, খাবে না।

০

আমার আলোকে কাজ নাই—আমার রং ঢং-এ কাজ নাই। আমাদের অসভ্য দেশ অসভ্যই থাক্। শান্তি আমাদেরই ইষ্টদেবতা—ঠেলাঠেলি মারামারিতে আমাদের কাজ নাই। জমীযার কাড়াকাড়ি হোতে ভগবান্ রক্ষা করো।

০

এখনকার লোকেরা প্রণয়ের সূতো পাকানকে একটা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করে। যাহাদের বিবাহ স্থির হোয়ে গেছে তারা অত ঘোরাঘুরি করে না। কিন্তু বিবাহ স্থির কি অস্থির—সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই পুরুষপ্রকৃতি কুঞ্জপুঞ্জের বিরলতা খোঁজে। ইহা ভাল কি মন্দ—তার বিচার আবশ্যক নাই। তবে আমাদের দেশে এই প্রণয়ের করপীড়ন বা উৎপীড়ন যাতে না রপ্তানী হয়—সেইদিকে দৃষ্টি থাকিলেই ভাল।

০

চারিদিক একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রকৃতিকে ছেঁটেছুঁটে দোরস্ত কোরে যেন সাজানো হোয়েছে। প্রথমটা দেখিলে বড় ভাল লাগে। তার পরে কিন্তু মনে হয়—খোদার উপর কিছু বেশি মাত্রায় খোদকারী করা হোয়েছে। স্বভাবের স্বাভাবিক শোভাটা লোপ পেয়েছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে কত না বন-জঙ্গল। কিন্তু তাতে একটা পরমানন্দের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়—যেন সৌন্দর্য্যের মেলা লেগেছে—শ্রীনিবাস যজ্ঞি ফেঁদে বোসেছেন—ফেলাফেলি ছড়াছড়ি। আর এখানে যেন হিসাব কোরে গুণে-গেঁথে ফুল-ফল-শস্য-গাছপালা আমদানী করা হোয়েছে।

০

সব সওয়া যায়, কিন্তু যারা নিজের দেশের উপর চটা—যে দেশেরই তারা হোক

না কেন—তাহাদিগকে সওয়া যায় না।

০

আমরা দীনহীন জাতি—আমাদের বাঁচা-মরা শালগ্রামের শোয়া বসার মতন দুই সমান। জগৎকে মায়াময় মিথ্যা বলিতে আমরা কুন্ঠিত নহি কিন্তু ইংরেজের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই জগৎ মিথ্যা—ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা মনে হয়। অনেক মারপেচ কোরে বুঝাতে হয়। সহজে তারা ঘাড় পাতে না। কিন্তু অবশেষে ঘাড় পাতিতেই হবে। আমাদিগকে পরাজয় কোরে তারা সম্রাট হয়েছে। ঐ সাম্রাজ্য মায়ার ফাঁকি আর কিছুই নয়—এই স্বীকার কোরে একদিন তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের পদানত হোতে হবে ও জ্ঞানের জয় ও বলের পরাজয় ঘোষণা করতে হবে।

•

য়ুরোপীয় গৃহস্থের ঘরে খুঁটিনাটি সামগ্রার আদি-অন্ত নাই—সসাগরা পৃথিবী সেই ক্ষুদ্র নরদেবতাকে যেন করপ্রদান করিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সামগ্রী গৃহস্বামীকে প্রয়োজনের রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখে। যা না ব্যবহার করিলেও চলে এমন বস্তু বড় একটা দেখা যায় না। সমস্তই কাজের তালিকায় লেখা। তথায় বাহুল্যের হিসাবে পেটিকায় পুঁজি করিবার অবসর অতি অল্পই আছে। য়ুরোপীয়ের ঘরে দেবাসুর-বিজয়ী পঞ্চভূত অশেষ প্রকার রূপ ধরিয়া দাসত্ব করে বটে কিন্তু প্রকৃতির কোষাগার হইতে তাহাদের পাওনা-গণ্ডা সুদে-আসলে আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে না। প্রকৃতি যেমন ইংরেজের দাস, আসলে সাহেবও তদ্রূপ প্রকৃতির দাস।

০

সত্যি কথা বলিতে কি—বিলিতি সভ্যতার আড়ম্বর আমার একেবারে ভাল লাগে না। প্রকৃতিকে নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি আমার দুচক্ষের বিষ। হোতে পারে আমার স্বভাব একঘেয়ে হোয়ে গেছে, তাই বুঝি মধুও পান্‌সে পান্‌সে লাগে। প্রকৃতিকে একেবারেই ছুঁতে নেই, তবে না ছুঁলে চলে না—তাই বিধিনিষেধের অধীন হোয়ে ওষুধ গেলার মত স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এখানে বিধিও নাই, নিষেধও নাই—রাস্তা খোলা। আর এড়াবারও জো নেই। প্রকৃতি গায়ে এসে পড়ে। সম্ভোগবহুল সভ্যতার আবর্তে এসে পড়েছি। খুব ঘুরপাক নাকানি-

চোবানি খাচ্ছি। ঘুরপাকে মজা যে নাই তা বলিতে পারি না।

০

সূর্যের কিরণকে রৌদ্র বলে—কিন্তু এখানে একেবারে রুদ্রভাব নেই। দা-কাটা কড়া তামাকে আর বাবু মহলের ভ্যালসায় যত তফাৎ আমাদের দেশের এবং এখানকার রোদে তত তফাৎ।

[বিলাত-ফেরৎ সন্ন্যাসীর চিঠি]

সজ্‌নে—বাস্তবিকই তুমি বিপন্নের বন্ধু। আবার লাউডগা-ভাতে,—কচুর শাক, মোচার ঘণ্ট ও কচি আমড়ার টক খেয়ে মনে করেছি যে পারতপক্ষে বঙ্গমাতার কোল ছেড়ে আর কোথাও যাব না।

০

হা হতভাগ্য ইংরেজ, তোমার কপালে রসগোল্লা নেই, তাই ভেবে ভেবে আমার ঘুম হয় না। তুমি হিন্দু দর্শন পড়িবে স্বীকার করেছ। কিন্তু তোমার আড়ষ্ট জিভ যদি কোনদিন জামাই-তত্ত্ব রসগোল্লার রসে সাঁতার দেয়—তুমি বুঝতে পারবে যে আর্যজাতি কত মহৎ এবং কত রসিক।

[রথ-যাত্রা]

ইংরেজী পড়িয়া কি বিপদই হইয়াছে। সমস্ত রসকষ শুকাইয়া গিয়াছে। এখন আর রথ দোল ভাল লাগে না। ফুটবল ব্যাটবল থিয়েটার—এই সব ভাল লাগে, আর পালপর্বমেলা সব অশিক্ষিত ছোটলোকের কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

[৺কোজাগর লক্ষ্মীপূজা]

সংসারটা ঠিক পাশাখেলা। এই ঘুঁটি পাকে পাকে, আর অমনি মারা যায়। আর এক চাল, তাহা হইলেই জিত—ওমা! কোথা থেকে আমার টক্‌টকে পাকা ঘুঁটিটি গাদে পড়িল, আর খেলা কাঁচিয়া গেল। একেবারে মুখে কালি চুণ। আবার ওদিকে কখন বা কেবল পোহাবারো আর আঠারো—দেখিতে না দেখিতে বাজিমাৎ।

০

সংসারে কেবল জিত হয় না—হার-জিত আছেই আছে। আবার বাড়া ভাতে ছাইও পড়ে। চঞ্চল আশা—সুখদুঃখের বাসা—সংসারটা যেন পাশার তামাশা।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(১৮৬১-১৯৪৪)

[প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী]

'আমি কিছুই করিতে পারি না, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না, মায়ের কাছে জোড়া মহিষ মানিব, পীর পৈগম্বরের দরগায় সোয়া পাঁচ আনার সিন্নি দিব, আর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,' ইত্যাকার বিশ্বাস আসিয়া দুর্বলচিত্ত মানবকেই আশ্রয় করে।

০

ব্যবসায় বাণিজ্যে বিদ্যাধ্যায়ীর ন্যায় না শিখলে কখনও কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা যায় না। ইহা এমনই বিষয় যে, হাতে করিয়া না দেখিলে ও না শিখলে কখনও সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।

০

আমাদের মৃতকল্প স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণ—কেবল এক্জামিনের পর এক্জামিন পাশ করিয়া যাইতেছে—বাস্তবিক, এক্জামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এমন হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তিও আর কোন দেশে নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চার কাল আরম্ভ হয়।

০

এখন একটা Capital-এর (মূলধনের) কান্না শোনা যায়। কিন্তু পাশকরা ছেলের পক্ষে এটা শোভা পায় না। কারণ এম্-এ-তে ফার্ষ্টক্লাস পেয়ে রিসার্চ

করছেন এমন কোন যুবককে দশহাজার টাকার তোড়া দিলে ছ-মাসে তা খরচ ক'রে আর দশহাজার টাকা ধার ক'রে বসবেন। তাই বলছি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রধান জিনিস প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা, কোন অসুবিধাতেই দমে না যাওয়া এবং অল্প বেতন বা বিনা বেতনে কোন চলতি কারবারে শিক্ষানবিশী করা।

•

আলস্য ও বিলাস ছাড়তে হবে। প্রথম ব্যবসায় আরম্ভ করে মাড়োয়ারী কাপড়ের বস্তা পিঠে নিয়ে ফিরি করেন, গাছতলায় বিশ্রাম করেন। তাঁরা রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীতে চড়েন, পাঁচলক্ষ টাকা না হ'লে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেন না। কিন্তু আমরা—বাবুরা, 'দেড়া কেরায়াকা' গাড়ীতে উঠি, এদিকে পেটে অন্ন নাই।

•

অপ্রিয় সত্য তোমাদের কাছে খুব স্পষ্ট করেই বলছি। 'মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—ঠিক কথা নয়। রোগ ঢাকলে চলবে না। রোগ নির্ণয় ক'রে বিধিমত ঔষধের ব্যবস্থা করলে তবেই আমরা বাঁচতে পারব।

•

আমরা চাকরার জন্য ডিগ্রীর চেষ্টা করি, আবার ডিগ্রীর জন্য এক টাকা মূল্যের পুস্তকের পাঁচ টাকা মূল্যের নানারকম নোট কিনে থাকি। এ যেন সেই বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। কেবল নোট মুখস্থ আর গৎ আওড়ান। কাজেই বিদ্যা আমাদের পুথিগত। ডিগ্রীলাভের এইরূপ চেষ্টায় মৌলিকতা নষ্ট হয় এবং প্রতিভার স্ফূরণ হয় না। পাশকরা ছেলে কার্যক্ষেত্রে নেমে হাতড়ে বেড়ায়—কোথাও কূল পায়না।

•

ছাত্রদের জ্ঞানলাভে তেমন কোন আগ্রহ নেই—কোনরকমে নোট মুখস্থ ও পার্সেন্টেজ রক্ষা ক'রে ডিগ্রী পেলেই ব্যস, খুসী। তারা কলেজের পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত কোন বই পড়বে না, কারণ পাশ করবার জন্যে সে সকল পাঠ করবার কোন আবশ্যক নেই।

•

আমাদের ছেলে হলে চার বৎসর বয়স হতে বি-এল্-এ রে আরম্ভ হয় আর চব্বিশে চর্বণ শেষ। কিন্তু এতে যে পরিমাণ যোগ্যতা লাভ হয় সঙ্কটপূর্ণ সংসার পথে চলবার পক্ষে তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। যে-কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যায় যে, সে চায় পাশ করতে, জ্ঞানলাভ করতে নয়।

০

যাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মণ ধান ও পাট উৎপন্ন হয় ও সেই উৎপন্ন দ্রব্য একহাত থেকে আর একহাতে তুলে নিয়ে মাড়োয়ারী প্রভৃতি বণিকগণ মাঝে থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন আর সেই দেশের যুবকেরা 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' ক'রে কেঁদে বেড়ান, ধিক্ তাদের লেখাপড়াকে! ধিক্ তাদের ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীকে!

০

বাঙালী যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ তার অন্য কারণও আছে। আমাদের সুজলা সুফলা বাংলা দেশ—তারপর আবার আমাদের ছেলেরা পাখীর ডাকে ঘুমোয় আর পাখীর ডাকে উঠে। বাঙলার স্যাঁৎস্তেতে হাওয়ার জন্যে মেকলে বলেছিলেন, এদেশে ভাপরা তাপের (Vapour bath) মধ্যে থাকতে হয়। দেশের হাওয়ার দোষ।

০

এই 'পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাওয়া' কথাটি এখনও এদেশে চরম সুখের পরিচায়ক। কিন্তু সবাই মিলে ব'সে খেতে চাইলে চলবে কেন? যেমন য়ুরোপের কলকারখানা এসে আমাদের জোরে ধাক্কা দিল অমনই ব'সে খাবার সুখ ঘুচে গেল, আর ব'সে খাওয়ার প্রবৃত্তিজনিত অলসতা আমাদের সর্বনাশ করলে। আবার যাঁদের টাকা জমেছে তাঁরা বংশানুক্রমে তা ভোগ করবে, এছাড়া টাকা খাটাবার অন্য কোন মতলব নেই। বাঙালীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়নি।

০

এখানেও অনেক ছাত্র রসায়নে এম-এ বা এম-এস-সি পাশ ক'রে য়ুরোপীয়ানদের কারখানায় চাকরী নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আফিসে যেমন বাবু-কুলী থাকে, এঁরাও তেমনি কেমিক্যাল-কুলী—দেশ থেকে অর্থ শোষণ ক'রে নিতে য়ুরোপীয়ানদের সাহায্য করছেন। তাই বলছিলাম—আমাদের কারখানা খুলতে হবে। ফলিত বিজ্ঞানের (Applied Science) সাহায্যে আমাদের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

খাড়া ক'রে তুলতে হবে।

•

মাড়োয়ারী এক পয়সার ছাতু খেয়ে পিঠে কাপড়ের বস্তা ফেলে ব্যবসায়ে প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করে। পরে তারাই লক্ষপতি হয়ে দাঁড়ায়। আর একটা দোকান করতে গেলেই তোমাদের প্রথমে চাই বড় বড় আলমারি টেবিল। ২৭।২৮ বৎসর পূর্বে আমি যখন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি তখন কুলীর মত খেটেছিলাম। কয়েক বৎসরের মাহিনা থেকে ৮০০৲ টাকা জমিয়ে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি—আজ তার মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা।

•

বাঙালী কখনও অংশীদারীতে কাজ করতে পারে না। বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে, যদি সে অংশীদার নিয়ে কাজ আরম্ভ করে তবে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়—কাজ শিখে নিয়ে অংশীদার পালায়। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে যৌথ কারবারেও বাঙালীর চেষ্টা সফল হয় না। এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় দোষ।

•

আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে টাকার অভাব তত নয় যত উপযুক্ত মানুষের অভাব। কোনো সভাসমিতিতে ভলান্টিয়ারের অভাব হয় না—কিন্তু যথার্থ কষ্টস্বীকার ক'রে যেখানে কাজ করতে হয় সেইখানেই আমরা লোকাভাব দেখি! আমাদের উৎসাহ খড়ের আগুনের মত দপ ক'রে জ্বলে ওঠে, কিন্তু আবার গপ ক'রে নিভে যায়।

•

আমাদের এখন আত্মবিশ্বাস চাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস চাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপযুক্ত হওয়া চাই। আমাদের চরিত্রে গলদ কোথায় খুঁজে বার করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে একটি দোষ পরিহার ক'রে তার স্থলে গুণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের এখন শ্রমশীল হওয়া চাই। নচেৎ ফিন্‌ফিনে ধুতিপরা, পাঞ্জাবী আস্তিন গায়ে, থলথলে গোলগাল নাদুসনুদুস নন্দদুলাল—এই ধরণের অকেজো পুতুল নিয়ে এই সঙ্কটকালে আমরা কি করব?

•

আমরা আমাদের যুগে যুগে সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। মনু মহাশয়

ব্যবস্থা দিলেন, সমুদ্রযাত্রা করিলে পতিত হইতে হইবে। কাজেই বাড়ী থেকে বাহির হওয়া আমাদের ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু আমরাই সিংহল, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি জায়গায় বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি। তারপর, হাঁচি টিকটিকি প্রভৃতির উপদ্রবে যেমন মন আমাদের সঙ্কুচিত হইল, অমনি কর্মচেষ্টা, উদ্যম, উদ্যোগ প্রভৃতি হারাইয়া বসিলাম।

০

অদৃষ্টক্রমে উচ্চবংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমস্ত সুবিধা একচেটিয়া করিয়া লইবেন আর লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিবেন ইহা কি ধর্মানুমোদিত, না ইহাতে দেশের উন্নতি হইবে? নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকিলে আমাদের পতন অনিবার্য।

আমাদের পুথিতে বিত্ত: একরূপ, আর সমাজগত ব্যবহার ভিন্নপ্রকার। এরূপ কপটতায় আমরা অতি অল্প বয়স থেকে অভ্যস্ত হয়ে আসছি ব'লে অন্তরকে ফাঁকি দিয়ে বাহিরে ঠাট বজায় রাখতে আমাদের কেমন ঠেকে না—দ্বিধাবোধ হয় না।

আজকাল সংবাদপত্রের মারফতে পাত্র পাত্রীর সন্ধান লওয়া হয়। আজকার কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;—"২ইজন বাৎস্যগোত্র বারেন্দ্র যুবকের জন্য সুন্দরী ও গুণসম্পন্না পাত্রী আবশ্যক। (সুন্দরী পাত্রী ত সকলেই চাহেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা সুন্দরী কন্যা চাহেন তাঁহারা কি সকলেই কন্দর্পবিনিন্দিত?)

০

যে বই কেনে সে পড়ে না, আর যার পড়বার ইচ্ছে আছে তার কেনবার পয়সা জোটে না। তারপর বই চেয়ে নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয় না—ওজর দেখায় অমুক নিয়ে গেছে। এই রকমে দিন কতক কাটিয়ে দিয়ে শেষে বইখানার অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে দেয়।

০

বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, চাঁদনীতে নানা ফ্যাসানের কাপড় কিনবে, নানা রকম বিলাসে পয়সা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়।

একটি বাঙালী বিহারে অথবা অন্য কোন প্রদেশে ৫০ বা ৬০ টাকার একটি চাকরি পাইলে সংবাদপত্রে ও ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাঙালীর শ্রমবিমুখতা, অপটুতা ও আলস্যই ইহার একমাত্র কারণ।

০

৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে সকল কার্যে রাজসরকারের দপ্তরখানায় ও ব্যবসায়ের হৌসে সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ স্থান বাঙালী অধিকার করিয়া থাকিত। বাঙালী বুদ্ধিমান, বাঙালী চতুর, ইহাই শুনিতে পাই। কিন্তু যত চতুর তত ফতুর। তাই ধনসম্পদে বাঙালী আজ ফতুর হইয়াছে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

(১৮৬১-১৯৪২)

[হেঁয়ালি]

জন্ম-পরিগ্রহের পরে খেয়ে পরে' বেড়ে ওঠা,
ঠেলাঠেলি মারামারি করে' দুটি পয়সা লোটা,
মাঝে মাঝে রোগে ভোগা এবং শেষে শিঙ্গা ফোঁকা,
সবাকারই ভাগ্যে ঘটে, হোক সে জ্ঞানী কিংবা বোকা।

(গালাকার)

০

গ্রীষ্মে আসে বিসূচিকা, বর্ষা ঋতুর খ্যাতি অতিসারে ;
শরতে হয় বাতের বৃদ্ধি, কটকটানি জাগে প্রতি হাড়ে।
হেমন্তে হয় ম্যালেরিয়া, কাঁপুনিতে বাড়ে সেটা শীতে ;
হায়-বসন্তে ঋতুপতি, ষড় ঋতুর মাঝে গেছেন জিতে।
বার মাসের তের পার্ব্বণ কচ্চি মোরা তবু কপাল ঠুকে ;
আধি ব্যাধি দিয়ে বিধি, সংসারটা চালাচ্চ খুব সুখে।

(ষড় ঋতু)

০

জমিয়ে টাকা Bank-এ
ফেলে যাবে পিছে।
সঙ্গে তাকে নেন্ কে ?
তবেই ওসব মিছে।
অতএব ভোজনেই
ভাল করে' লাগ ;
মেজাজখানার ওজনেই
ঘুমাও এবং জাগো। (ঔষধ)

ঘরে যারা আনে টাকা, ভাবে মহানন্দে
এ সংসারে তারাই কর্মা। ও পথে না চলেন শর্মা !
আহাম্মকেই সোণা কুড়ায় খনির খানা খন্দে।
(কবিতার সন্ধান)

প্রেমে পড়ে মানুষ, যখন থাকে বেজায় অবুঝ ;
রাজার ভাষায় বলতে গেলে লোকটি থাকে 'সবুজ'।
দর্পণেতে দেখে নিজের তোঁড়-কাটা ছবি,
ভাবে কিনা ভুলবে রূপে ভবের যত ভবী। (প্রেমের বয়স)

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

(১৮৬১-১৯৩০)

[মীর কাসিম]

সময় এবং সুযোগের অভাবে যে বন্ধু বন্ধুরূপে করমর্দন করিতেছে, সময় ও সুযোগ পাইবামাত্র সে বন্ধু শত্রুরূপে প্রাণ হরণ করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না।

ইংরাজবণিক বুঝিয়াছিলেন—বাঙ্গালী মানুষ্যত্বহীন ; তাহারা স্বদেশের সর্বনাশ সাধন করিয়াও আত্মোন্নতি সাধন করিবার জন্য লালায়িত।

স্বামী বিবেকানন্দ

(১৮৬২-১৯০২)

[বাংলা ভাষা]

ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।

০

হীরেমতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায় ?

০

যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির তত ক্ষয় হয়, ততই দু' একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপরে সে কি ধূম ! দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর ফুস করে,—রাজা আসীৎ !!! আহাহা ! কি প্যাচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !! ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয় সকল শিল্পেতেই এল। বাড়িটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি, থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতাপাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধূম !! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না ; আবার সে গানের মধ্যে প্যাচের কি ধূম ! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল,—ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব।

[পরিব্রাজক]

তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ ; কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা,

হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে একি সম্বন্ধ! কুসংস্কার কি? হবে!

০

শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশাভক্ত পেলেই ঘাড়ে চড়ে বসেন।

০

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য।

০

হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইট-খোলা গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল তমাল আঁব লিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!

০

তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্রজাত, অমুক ছোটজাত, সরকারের কাছে সব 'নেটিব।' মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সব এক জাত 'নেটিব।' কুলীর আইন, কুলীর যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভের' জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার।

০

এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা।

একটা ডোম বলত, আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্।

০

ধন্য ইংরেজরাজ! তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ তো হয়েছেই, আরও হোক, আরও হোক। কপনি, ধুতির টুকরো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু পায়ে শুধু মাথায় হিল্লি দিল্লি যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল ভাত খাই। দিশি সাহেবত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ। পালা পালা সাহেবীতে কাজ নেই, নেটিভ কবলা।

০

'শিরদার তো সরদার।' মাথা দিতে পারো তো নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই, তাইতে কিছুই হয় না, কেউ মানে না।

০

ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন।

০

তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার ব্যবহার, চাল চলন দেখলে বোধ হয় ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট সব এক সঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভাবষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ-লোপ লুপ্।

ষষ্টি-মধু

[প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]

যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে ; যে জাতটে বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট ! 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।'

•

আমাদের দেশে দাঁতের রোগ, চুলের রোগ খুব কম। এ সব দেশে অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত, আর টাকের ছড়াছড়ি। আমরা নাক ফুঁড়ছি, কান ফুঁড়ছি গহণা পরবার জন্য। এরা এখন ভদ্রলোকে বড় নাক কান ফোঁড়ে না ; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, পিলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট করে শরীরটাকে বিশ্রী করে বসে। 'গড়ন গড়ন' করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দী কাপড়ের উপর গড়ন রাখতে হবে।

•

ইউরোপী বলে যে, শরীর সম্বন্ধী সমস্ত কার্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি তো দূরের কথা ; লোকমধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অভদ্রতা ! খেয়ে আচানো সকলের সামনে অতি লজ্জার কথা, কেন না কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে—ক্রমে দাঁতের সর্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার দুনিয়ার লোকের সামনে বমির নকল করতে করতে মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচানো এটা অত্যাচার। এ সমস্ত কার্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

•

ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয় ; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই। না ছুঁলেই হল। এদিকে যে নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে, তার কি ? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার।

•

হিঁদু ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে ; বিলাতি সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে। হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হোক। বিলাতির

কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতির মেজে কারপেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল!! হিঁদুর পয়োনালী রাস্তার উপর দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না। বিলাতির পয়োনালী রাস্তার নীচে টাইফয়েড ফিভারের বাসা!! হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।

০

ধন (ধনী) হওয়া আর কুঁড়ের বাদশা হওয়া দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগী, সেটা তো হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে আছে। যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে, সেটা মানুষ না কেঁচো? সেধে রোগ অকালমৃত্যু ডেকে আনলে কে কি করবে?

০

যার দু পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা জানোয়ার হবে না তো কি?

০

সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশক্রোশ হেঁটে দিত, দুকুড়ি কইমাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ী চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে; 'কলকেত্তা'ই হওয়ার এই ফল।

০

সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র করত। বাহার করে কলাপাতা কাটত, খাওয়া দাওয়া নানা প্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, শুধু বাক্যিচচ্চড়ি। কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরানো কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসগে। কলকেতার ছুতোর একজোড়া দোর

পর্যন্ত গড়তে পারে না ! দোর কি আগড় বোঝবার জো নেই !!!

০

ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝালি রাম' হল ; ওরা ইউরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহারজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহা-উৎসাহে দেশ দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি 'নলিনীদলগত-জলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্' গাচ্ছি, আর যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে।

[পত্রাবলী]

আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো হে বাপু ! বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান দয়াপ্রেমের পুজো দেশে হোক।

০

মিনমিনে, ভিনভিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক।

০

কাজ আমি চাই dont want any humbug (কোন প্রতারক চাই না) যাদের কাজ করবার ইচ্ছে নেই 'যাদু—এই বেলা পথ দেখ' তারা।

•

হাজারই theoretical knowledge (তাত্ত্বিক জ্ঞান) থাকুক হাতে—হেতড়ে না করলে কোন বিষয় শেখা যায় না।

কুঁড়েমি করতে করতেই লোকে জোচ্চোর হয়।

•

ব্যাক্য যাতনা, শাস্ত্র-ফাস্ত্র, মতামত আমার এ বুড়ো বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজ করবে, সেই আমার মাথার মণি—ইতি নিশ্চিতম্। মিছে বকাবকি চেঁচামেচিতে সময় যাচ্ছে—আয়ুক্ষয় হচ্ছে, লোকহিত একপাও এগোচ্ছে না।

○

আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন ; আর আষাঢ়ে গপ্প-গাপ্পির আর সীমা সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ,—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হল, চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরেজিতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্‌কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার, ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা।

○

যদি ভালো চাও তো ঘণ্টামণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নরনারায়ণের মানবদেহধারী হরেক রকম মানুষের পূজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম, ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে রেখে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন ; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মারা যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি

নাই যে একথা বুঝিস, আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা গারদ দেশময়।...

০

ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা। জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান। ভালা মোর বাপ! এখানে ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলকেও নাই। সর্বভূতেও নাই...এখন ভাতের হাঁড়িতে।

হে ভগবান, হে ভগবান! আরে ভগবান হেন করবেন, তেন করবেন—আর তুমি বসে বসে কি করবে?...তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব করছে; আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন?

০

এক শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ বদমাস দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। 'দেহি দেহি' চুরি বদমাসী—এরা আবার ধর্মের প্রচারক। পয়সা নেবে, সবনাশ করবে, আবার বলে 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা'—আর কাজ তো ভারি—'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?' '১৪ বার হাতে মাটি না করলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ?' এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছেন আজ ২ হাজার বৎসর ধরে। এদিকে one fourth of the people are starving।

০

আমি বাংলা দেশ জানি, ইণ্ডিয়া জানি—লম্বা কথা কইবার একজন, কাজের বেলায় ০ (শূন্য)।

০

পাঁচ জনে মিলে কোনও কাজ করা আমাদের স্বভাব আদতেই নয়, এইজন্যই আমাদের দুর্দশা।

আমরা সকলেই হমবড়া, তাতে কখনও কাজ হয় না।

বড় মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড়-বড় কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? দেশে কি মানুষ আছে? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশবছরের মেয়ে বে করে-করে খরচ হয়ে গেছে।

০

চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না।

০

অনেকে আছেন, যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন; কিন্তু কাজের বেলা তো 'খোঁজ খবর নহি পাওয়ে।'

০

পাহাড়ে জলের অভাব—স্নানের অভাব? তীর্থ এবং সন্ন্যাসী কলিকালের? টাকা খরচ করলে, সত্রওয়ালারা ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া দেয়, স্নানের কা কথা!!

০

ব্রিটিশ রাজ্যে কষ্ট ফকিরের, গৃহস্থের কোন কষ্ট নাই, ইহা আমার experience.

০

রাগ করিবেন না—আপনার একটি স্বভাব এই যে, ক্রমাগত 'বামুনের গরু' খুঁজতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না।

০

আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ জিনিস নয় যে, তাকে 'ওঠ ছুঁড়ী, তোর বে' বলে জাগিয়ে দিলেই হল।

০

দুষ্ট ও চতুর পুরুতরা যত সব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে তাদের শেখায় (কিন্তু মনে রাখবেন যে, এসব দুষ্ট পুরুতগুলো বা তাদের পিতৃপিতামহগণ গত চারশো পুরুষ ধরে এক খণ্ড বেদও দেখেনি); সাধারণ লোকেরা সেগুলি মেনে চলে আর নিজেদের হীন করে ফেলে। কলির

ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের কাছ থেকে ভগবান তাঁদের বাঁচান !

০

আমরা এখন কি হাস্যকর অবস্থাতেই না উপনীত হইয়াছি। ভাঙ্গীরূপে যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সংক্রামক রোগের ন্যায় সকলে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে : কিন্তু যখনই পাদ্রী সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা জামা (যতই ছিন্ন ও জর্জরিত হউক) পরিতে পায়, তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতেও প্রবেশাধিকার পায়।

বলি সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না !

০

শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বলো দিশি ? আর তোমরা এখন করছই বা কি ? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ। ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার কেরাণিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে।

০

উঠে পড়ে লেগে যাও দিকি ! গপ্প মারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য করিতে হইবেক :

০

ওরে হতভাগাগুলো, নেই-নেই বলে কি কুকুর বেরাল হয়ে যাবি নাকি ? কিসের নেই ? কার নেই ? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই-নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে জন্ম গেল। ঐ যে ছুঁচোগিরি, 'দীনাহীনা ভাব'—ও হল ব্যারাম।

০

ওরে হতভাগারা, এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার

বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরি করেন। এই হয়ে আসছে চিরকাল। একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার লোক তার উপর দিয়ে নদী পার হয়।

•

যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুঁৎমার্গ' খালি, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা।' হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বৎসর খালি বিচার করছে, ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান হাতে জল নেব, কি বাম হাতে, এবং ফট ফট স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে—তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে?

হরিদাস হালদার

(১৮৬২-১৯৩৪)

আপনাদের বড় পেট, এই পেটের দায়েই আপনারা পলিটিক্স করেন। আমাদের ছোট পেট, আমরা পেটের দায়ে চুরি করি। আমাদের উভয়ের কার্য একই, তবে বড় আর ছোট। তাই কাংস্যপাত্র ও মৃন্ময় পাত্রের গল্প স্মরণ করিয়া আমরা আপনাদের পলিটিক্স হইতে তফাতে থাকিতে ইচ্ছা করি। রাজনীতির চর্চ্চা আপনাদের একচেটিয়া ব্যবসা হইয়া থাকুক। (বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(১৮৬৩-১৯১৩)

[হাসির গান]

পার ত জন্মো না কেউ,
বিষ্যুৎবারের বারবেলা।
জন্মাও ত সামলাতে পার্বে নাক
তার ঠেলা। (বিষ্যুৎবারের বারবেলা)

•

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলাতি বুলি
আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা'—আর
মুটেদের ডাকি 'কুলি।'...
আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে, রংটা হয় না সাদা
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।...
আমরা সাহেবী রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজী খাঁটি,
কিন্তু বিপদেতে দেই ঐ বাঙালীর মত
চম্পট পরিপাটী। (বিলাত ফের্তা)

০

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্মে অনাসক্ত
খ্রীষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলাম অনুরক্ত ;
বিশ্বাস হল খ্রীষ্টধর্মে—ভজ্‌তে যাচ্ছি খ্রীষ্টে—
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে :
ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
(কোরাস) অমন অবস্থায় পড়লে
সবারই মত বদলায়। (বদলে গেল মতটা)

০

আমাদের ভাষা একটু quaint as you see
এ নয় English কি Bengali,
করি English ও Bengali-র খিচুড়ি বানিয়ে
Conversation-এ use ;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তালে you are an awful goose. (সামাজিক)

তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকে না Future-এর চিন্তা,
থাকে নাক Shame ; তারেই বলে প্রেম।
যখন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ
যখন Past all surgery আর যখন
Past all hope
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি tame
তারেই বলে প্রেম। (প্রেমতত্ত্ব)

•

এস, এস বঁধু এস, আধ করাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি (তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতী নও, ঘোড়া নও,
যে তোমার হয়ে পিঠে চড়ি ;
তুমি চিড়ে নও বঁধু, তুমি চিড়ে নও,
যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে !)
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে। (এস, এস বঁধু)

•

আমরা সব 'রাজভক্ত রাজভক্ত'
ব'লে চেঁচাই উচ্চরবে ;
কারণ যেটার যতই অভাব,
ততই সেটা বল্‌তে হবে ;
—আমাদের ভক্তি যা এ—
মানের, প্রাণের, পেটের দায়ে ;
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পলায় ;
সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায় ! (খুসরোজ)

সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী, ধর্মের চাইতে তন্ত্র।
ভক্তির চাইতে কীর্তন বেশী পূজার চাইতে মন্ত্র ॥
ফুলের চাইতে পত্র বেশী, মণির চাইতে কর্দম ॥
স্বল্প ক্ষান্তির পরেই ভার্যার তর্জন গর্জন দুর্দম ॥
পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল, বলে সর্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধর্লে ছাড়ে তবু, ধর্লে ছাড়ে না স্ত্রী ॥ (সংসার)

ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ'।
—নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।
ছেড়ে কিচিমিচি, আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুমুহু 'হায় উহু উহু',
প্রাণের সার যাহা—কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ হাঃ,
—তা নইলে জীবনটা নাঃ।
(কিছু না)

ঐ যায়—পুরাণ, তন্ত্র, বেদ মন্ত্র, শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে ;
ঐ যায়—গীতামর্ম, ক্রিয়াকর্ম, হিন্দুধর্ম উড়ে' ;
রৈল শুধু—গেটে, শিলার, ডারুইন, মিল, আর—
ছেলের খরচ মেয়ের বিয়া,
রৈল শুধু—ভার্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেণের গন্ধ,
জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।
(যায় যায় যায়)

তোমরা চিরকালটা নারীগণে
রাখ্‌বে পাঁচিল ঘিরে' ?
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা গহনা ঘুষ দিয়ে বশে রাখ্‌বে রমণীরে ?
—তা' সে হবে কেন ?
তোমরা চাও যে তা'রা বদ্ধ থাকুক,
এখন যেমন আছে,
রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে ;
এবং তোমরা নিজে যাবে থিয়েটারে, নাচে ?
—তা' সে হবে কেন !
(তা সে হবে কেন)

০

আমি যদি পিঠে তোর ঐ,
লাথি একটা মারিই রাগে ;
—তোর ত আস্পর্ধা বড়,
পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে ?
আমার পায়ে লাগ্‌লো সেটা—
কিছুই বুঝ নয়কো বেটা !
নিজের জ্বালাই নিজে মরিস,
নিজের কথাই ভাবিস্ আগে !
(আমি যদি পিঠে তোর ঐ)

০

দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব দেখলে দুবৎসরে,
নাইক যবে মাংস আর ধান্য আর মৎস্য রে ;
পাচ্ছ নাক কোথা কিছু খাদ্যনামগন্ধেও,
বাঁচাতে চাও ?—বাঁচ্‌বে সবে,—
নাইক কোন সন্দেহ,—সালসা খাও ।

ছাত্রগুলো রঙ্গালয়ে কচ্ছে 'কোকেন' চর্বনাশ,
চর্চা অভিনেত্রী নিয়ে কচ্ছে—যে সে সর্বনাশ!
বিদ্যালয়ে দিচ্ছে ফাঁকি!—কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছ না,
পুত্র নিয়ে কর্বে যে কি?—
সালসা কেন খাচ্ছ না?—
সাল্‌সা খাও! (সালসা খাও)

০

অসার সংসার, কেবা বল কার—দারা সুত বাপ মা;
এ অসার জগতে যাহা কিছু সার—
সে, ঐ প্রাতে এক পেয়ালা চা। (চা)

[আলেখ্য]

কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে,
গানে গানে ছেয়ে পড়্‌লো দেশটা;
কিছুই বোঝা যাচ্ছে নাক নেড়ে চেড়ে
কি রকম যে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায় সভায়, মাঠে হাটে, গোলেমালে,
বক্তৃতাতে আকাশ পাতাল কাট্‌ছে;
যাদের সময় কাট্‌তো নাক কোন কালে,
তাদের এখন খাসা সময় কাট্‌ছে।
নেতায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভরে' গেল,
সবাই নেতা সবাই উপদেষ্টা,—
চেঁচিয়ে ত সবার গলা ধরে' গেল,
অন্য কিছুর দেখাও যায় না চেষ্টা। (নেতা)

০

ওরে মূর্খ!—জানিস মা মা বলে' সখের
অশ্রু ফেলা বেশী শক্ত নয়;

যে জন চেঁচায় বেশী 'দীনবন্ধু' বলে'
সে জন সত্যই বেশী ভক্ত নয়। (ভক্ত)

•

খাচ্ছ পোলাও তুমি? খাও না; পোলাও খেয়ে
আমার চেয়ে তোমার বাড়েনিক ক্ষুধা;
পোলাও তোমার কাছে নয়ক তেমন স্বাদু,
যেমন এই শাকান্ন আমার কাছে সুধা।
শয়ন কর তুমি 'দুগ্ধফেননিভ'
কোমল শয্যায় যদি পাখার বাতাস খেয়ে;
ছেঁড়া মাদুর পেতে আমি ঘুমাই যদি;
—তোমার নিদ্রা নয়ক গভীর আমার চেয়ে।...
আমি হেঁটে যাচ্ছি নিজের পায়ের জোরে;
তোমার প্রাসাদ ভবন সে ত পরের দেওয়া,
আমার কুঁড়েখানি—নিজের গায়ের জোরে।...
কিসের তবে দর্প? কিসের তবে গর্ব?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো?
তোমার চেয়ে আমি ভাবো কিসে খর্ব,
তোমার কাছে মাথা নীচু কর্তে যাবো! (রাজা)

[মন্দ্র]

মানব সকলে
লজ্জার খাতিরে অতি সহজ অপ্রিয়
সত্য ঘুরাইয়া বলে।
নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি গমনে অনিচ্ছু, কহে—
'পীড়িত দুঃখিত';
'পার্শ্বে পাতে লুচি নাই' কহে বরযাত্রী।
'ত্রুটি মার্জনা বিহিত

করিবেন নিজগুণে'—কহে কর্তা অভ্যাগতে মার্জিত বিনয়ে।
'বড় টানাটানি' কহে কৃপণ, ভিক্ষুকে।—
'বাড়ী নাই' ঋণী কহে।
ইহার কি অর্থ আছে? ইহার সদর্থটুকু বুঝিতে অন্যথা
হয় কি কাহারো কভু?—
শীলতার অন্যনাম 'শুভ্র মিথ্যা কথা'। (সুখমৃত্যু)

০

অতি সত্য কথা বলিয়াছিলে,
হে কবি!—সর্বব্যবসাই
শিক্ষাসাধ্য; আছে একটি ব্যবসা যাহে
শিক্ষা প্রয়োজন নাই;
মূর্খ হইলেও চলে—সে সমালোচনা।
অন্য সুবিধাটি তা'র—
আছে তা'র চিরস্বত্ব, যত ইচ্ছা,
মিথ্যাকথা করিতে প্রচার। (বাইরণের উদ্দেশে)

[ত্র্যহস্পর্শ]

খাও, দাও, নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে থাবিরে ভাই শিঙে ফুঁকে,
এক রকম হচ্ছে যদি, যাক্ না কেটে;
পরে যা হবার হবে, কাজ কি ঘেঁটে?

[প্রায়শ্চিত্ত]

নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো কাটো, কানগুলো ছাঁটো,
পাগুলো সব উঁচু করে' মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো,

কিম্বা চিৎপাত হোয়ে পাগুলো সব ছোঁড়ো ;
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন উটের ওপর চড়ো ;
—নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শীগগির ধুতিচাদর-নিবারণী সভা ;
প্যান্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে ;
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে ;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোষ্ট চপ ধরো ;
—নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো। (প্রস্তাবনা)

[আনন্দ-বিদায়]

আমি একটা উচ্চ কবি—এমনি ধারা উচ্চ,
যে মাইকেল রবি হেমচন্দ্র—আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে টস্‌কে,
জন্মেছি এ বঙ্গদেশে বিধাতার হাত ফস্‌কে।

০

'কৃষ্ণ' মানে যিনি কৃষি কাজ করেন—অর্থাৎ চাষা : আর 'রাধা' মানে যিনি রাঁধেন—অর্থাৎ রাঁধুনি।

০

ছেলেবয়সে যে লোকে বিয়ে করে সে নিজের জন্য, আর বুড়ো বয়সে যে বিয়ে করে সে—এঁ্যা এঁ্যা—পরোপকারায়।—তা পরোপকারায় সত্যংহি জীবনং।

[সোরাব রুস্তম]

মুনিবের দাসত্ব করে দুপয়সা পাওয়া যায়, আর স্ত্রীর দাসত্ব করে যথাসর্বস্ব তাঁকেই আবার দিতে হয়। তার উপরে আসল ধারের উপর সুদের মত ছেলেপিলে-গুলোর সংখ্যা বাড়তেই চলেছে।

০

তর্কের সেরা লাঠির গুঁতো।

[পরপারে]

অনেক মানুষ আছে, যাদের আর পশুদের মধ্যে এই তফাৎ যে, পশুর চারটে পা আর লেজ আছে, আর মানুষের দুটো পা আর লেজ নাই।

[নুরজাহান]

আমি বরাবরই দেখে আসছি, যার জোর বেশী, তর্কে তারই চিরকাল জিত।

•

তামাক তাকিয়া আর স্ত্রী এ তিনটে জিনিষ যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও নিয়ে যেতে নেই। আরাম আর যুদ্ধ, তেল-জলের মত—একেবারে মিশ খায় না।

•

প্রথম বিয়ে কি বিয়ে! সে তো নামতা মুখস্থ করা।...আসল অঙ্ক কষা আসে ঐ দ্বিতীয় বিয়েতে। তারপর যতই বিয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক ততই ভারি শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

•

সংসারে কেউ সেধে বড়লোক হয়, আর কাউকে বা সংসার বড়লোক হতে সাধে।

[মেবার পতন]

আমি চিরকাল দেখে আসছি যে, মাগুলি চিরকাল জন্মায় সত্যযুগে, আর তাদের মেয়েগুলো জন্মায় সব কলিযুগে।

•

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, হাতে হাতে। পদাঘাতের সঙ্গে পৃষ্ঠের বন্ধুত্ব হয় না। জয়ধ্বনির সঙ্গে আর্তনাদের বন্ধুত্ব হয় না।

[সাজাহান]

সিংহের বল দাঁতে, হাতীর বল শুঁড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছনকার পায়ে, বাঙ্গালীর বল পিঠে আর নারীর বল জিভে।

[বিলাতের পত্র]

বিবাহের পূর্বে সকল পুরুষ রমণীর দাস, আর রমণী পুরুষের দাসী ; বিবাহের পরে পরস্পর পরস্পরের প্রভু।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

(১৮৬৩ - ১৯২৭)

[প্রতাপ আদিত্য]

ভীরু, পরদেহলেহী, পরান্নভোজী, সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর বাঙালী কি মনুষ্যযোগ্য কোন কাজই করতে পারে না? স্তন্যপায়ী শিশুর মতন মাতৃভূমির গলগ্রহস্বরূপ হয়ে শুধু কি উদরপূরণের জন্যেই বাঙালী জন্মগ্রহণ করেছে।

•

অন্য জাতির দশে কার্য, বাঙালীর দশে কার্যহানি।

[আলাদিন]

তুই কি আমার জন্যে খাওয়াস না নিজের জন্যে খাওয়াস? মা হয়েছিস, আমার জন্যে তোর প্রাণ কাঁদে, মুখ শুকনো দেখলে আকুল হোস ; আমি কিছু মুখে না দিলে নিজে মুখে তুলতে পারিসনে ; তাই খাওয়াস। এ দুনিয়ায় যে যা কিছু করে মা, সব নিজের সুখের জন্যে। বাঘিনী যে প্রাণীহত্যা না করলে একদিন বাঁচে না, সেও সন্তানকে দুধ খাওয়ায় ; সাপিনী বছরের মধ্যে ছমাস হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু এসব করবার পর বাচ্চাগুলি খেতে না পেলে তার তৃপ্তি হয় না।

[ভূতের বেগার]

আমাগোর দেহে কি আর মানুষ আছে? কতকগুলা নাবালকে দেশ ভইরা গেছে। যা নূতন দেখবেন, অমনি অন্ধ হইয়া তাই কিনিবার লগে ছুটিবেন।

মোট পঞ্চাশ টাকা মাইনে—আট টাকা ছেলের জন্যে আটটা পেট খেতে, তাতে কি আর স্ত্রীর রডিশ চলে? দেনায় চুল বিক্রী।

০

ভূগোল কি সামান্য পদার্থ—তার ভেতরে কত দেশ, কত মহাদেশ—দেশের ভেতর কত জঙ্গল—জঙ্গলে কত বাঘ ভাল্লুক—আমি ভূগোল গিলে ফেলবো।

০

সেখানে কলের জল নেই, ট্রাম নেই, গ্যাস ইলেকট্রিক লাইট নেই—পথ হাঁটতে জুতো চলবে না, চাকরী মিলবে না—কেবল চাষ কর, আর খাও। যত ভূতে বাস করে। ছি ছি! পয়সা থাকতে পাড়াগাঁ!

০

সহর ছেড়ে কেমন করে যাব পাড়াগাঁ।
ঘুরছে মাথা টলছে গা চরণ চলে না॥
সরছে নাকো মন
প্রাণে বাঁধছে নাকো সুর
সেথা নাহিক যে ইস কর্ণওয়ালিস, বাগান আলিপুর,
বুট দিয়ে পায় চলবো কোথায় এক হাঁটু কাদা॥
গ্যাসের আলো নাইকো পার্ক
দিবানিশি কেবল ডার্ক
খেতে হবে ধানে ভাতে হজম হবে না।
পানা পুকুর বুক গুরগুর না নারে বাবা॥

[আলমগীর]

বানর নিজের রূপকে কখনও কুৎসিত দেখে না। গর্দভ নিজের সুরকে কর্কশ মনে করে না। তা যদি করতো, তা হলে বিকট চিৎকারের পরক্ষণেই সে মূর্চ্ছিত হত।

০

বাংলার তোপসে মাছটি পর্যন্ত কবি। থাকে আজন্ম জলে। কিন্তু যেমনি

তাকে তুললে, অমনি সূর্যের দিকে চাইলে, হাঁ করলে, আর চোখ বুজলে। তারপর ভেজে খাও—একখানি কাঁটা।

০

যে বীজটি পুঁতবে, অমনি দেখতে দেখতে সেটি গাছ হবে। বেড়াল পুঁতলে বাঘ হয়, ছেলে পুঁতলে জ্যাঠা হয়।

০

কবিতা শুনতে হবে?…বলবে, দেহ থাকবে দুদিন, কিন্তু কবিতা থাকবে অনন্তকাল।

০

সেই কবিতা নিয়ে আবার দুটো দল হয়। এক দল বলে 'কি চমৎকার করুণ শোক!' আর একদল বলে, 'এ শোক রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য।' একদল বলে 'বাহবা।' আর একদল বলে 'ছ্যা ছ্যা!' শেষে ওই বাহবা আর ছ্যা-ছ্যায় লড়াই বাধে।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[চীনযাত্রী]

আমরা বাঙ্গালী,—গ্রহ, অদৃষ্ট আর কর্মফল, এই তিন লইয়া ঘর করি ও আমাদের সোনার সংসারে লোনা ধরিতে দিই না। বড় বড় আকস্মিক দুর্ঘটনা-গুলি উহাদেরই উপর চাপাইয়া হাল্‌কা হইতে পারি। উহারাই আমাদের —'মুস্কিল আসান।'

বিপদই মানুষের একমাত্র চাবুক; সেটা না থাকিলে বিশ্বটা যে কি এক অদ্ভুত মাংসপিণ্ড বহন করিত তাহা বলা যায় না।

ধন্য অন্নচিন্তা, তুমি করাইতে পার না এমন কিছুই নাই।

•

কোনখানে একটু পোইট্রি—অন্ততঃ একটু সুন্দর হাসি না পেলে, মানুষ বাঁচতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। মেয়েদের কাজ মরদ দিয়ে—শোভনও নয়—সম্ভবও নয়। তা যদি হ'ত ত রেজিমেণ্টগুলোও সংসার নামের দাবী করতে পারত। স্ত্রীলোকদের কি কেউ তালগাছে উঠে তাড়ি পাড়তে বলে? যার যা! আমায় পান দেবে চামৌকী, ব্যজন করবেন কাট্টৌরী, আহার করাবেন—উড়ুম্বর! আরে ছাঃ!

•

যত বিভীষিকার বীজ এই পেটে; পেট খালি থাকলে সে খেলাইবার স্থান পায়।

ভৃত্যরাই বড়লোকেদের হাত-পা। একদিন যদি পাচক, চাকর, দাসী, কোচম্যান, খানসামা, কি মেথর না আসে, ত সংসার অচল, আর বাবুয়ানা কানা হইয়া পড়ে। যুদ্ধাদি অভিযানক্ষেত্রে ফলোয়ারেরাই সেই হাত-পা। যুদ্ধ করাটি ছাড়া অফিসার ও গোরাদের আহারের আয়োজন হইতে আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থাই ইহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা না থাকিলে গোরাদের হাতের হাতিয়ার অচল হইত।

•

ক্লিওপেট্রা মৃত্যুমুহূর্তেও তাঁহার মুকুট না তিলমাত্র স্থানচ্যুত হয় বা বে-মানানভাবে একচুল বাঁকে, সে সম্বন্ধে সম্যক সজাগ ছিলেন। আর আমাদের? পরম আত্মীয় ও সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমই আমাদের শ্রীমুখে খড়ের নুড়ো জ্বালিয়া দিয়া এবং শ্মশান পক্ক পিণ্ড, (যাহা বোধহয় কুকুরেরও অভক্ষ) তাহাই বদনে দিয়া বিদায় করে। নিশ্চয়ই ইহার শাস্ত্রীয় তাৎপর্যের এবং তারিফের অভাব নাই—তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও থাকিতে পারে। মিথ্যা স্বপ্নের আবার এত রোসনাই, এত সৌষ্ঠবসাধন কেন?

কোথাও কোন দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিলে সভ্য শক্তিশালী প্রবল জাতিরা অনুগ্রহ করিয়া—নয় সালিশীরূপে, না হয় সাক্ষীরূপে অযাচিত ভাবেই, শান্তিরক্ষার্থে আসিয়া উপস্থিত হন। পরে কষ্ট স্বীকার, সময় নষ্ট, প্রভৃতি খাতে কিঞ্চিৎ লাভ বা খরচা আদায় না করিয়া ফেরেন না। ইহার নাকি একটা মস্ত উপকারিতা আছে;—কোন যুদ্ধমান পক্ষ বে-আইনী বা অন্যায় কিছু করতে সাহস পান না। এই দয়ার কাজের জন্য পাঁচ হাজার পাল্লা মারা অল্প উদারতা নহে, ত্যাগস্বীকারটাও অত্যোধিক।

•

আজ দেখিতেছি বঙ্গ সাহিত্য সঙ্গীন সমস্যার সম্মুখীন! যেমনি হউক না কেন রঙ্গিন চিত্র-চাকচিক্যে—সিল্কের মলাট মোড়া বই বাহির হইলেই, তাহার বাহাদুরীর বিজ্ঞাপনে বিশেষণের যেরূপ বৃষোৎসর্গ আরম্ভ হইয়াছে, যথার্থ একখানি ভাল বইয়ের ভাগ্যে যে কি জুটিবে, তাহা সত্যি ভাবনার কথা।

•

আজকাল বঙ্গ-কবি-কুঞ্জে বিষয়ের বড়ই অভাব;—ললিত-লবঙ্গলতা থেকে পাহাড়ী ময়না,—স্থলপদ্ম থেকে জলহস্তি,—সবই তাঁরা ফুরিয়ে ফেলেচেন! প্রেমের পান্ দেওয়া আলনা আলমারী আলতা পর্যন্ত তাঁদের খাতায় পাওয়া যাবে। দেশটা প্রেমের পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট। মুড়ি-মুড়কির কবিতাতেও ময়রাণীর মুখে মধুর আলাপ গুঁজে দিয়ে কবিরা প্রেমের পরোয়ানা জারি করেন।

•

ভদ্রলোকের সম্ভ্রম ব'লে জিনিষটে বজায় রেখে চলবার মিথ্যেটাই বোধ হয় সেরা আশ্রয়।

•

বাংলা দেশটা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার 'ডিপো', সেটা চিরকালই অজীর্ণের আড়ৎ;—বদ্‌হজমের বদ্‌নাম তার বুকে-পিঠে। পাহাড়ী-কুঞ্জের কথা ছেড়ে দিলেও,—বাবুরা পশ্চিমে মধুপুর থেকে আরম্ভ করে ডিহিরি, মায় মসুরী, দক্ষিণে পুরী থেকে ওয়ালটেয়ার প্রভৃতির হাওয়া খেয়ে চোঁয়া ঢেঁকুর চাপা দিতে যান। কিন্তু আমাদের এই কেরাণী ক্লাসটি—হজমের হারকিউলিস্, এরা বড় বড় বিলিতী

জিনিষ অবলীলাক্রমে হজম করে থাকে ;—নীলকণ্ঠও সে গরল গিলতে পারতেন না।

•

বাঙ্গালী 'ঘরকুণো' অপবাদটার বিপক্ষে আজকাল কেহ কেহ ব্রিফ লইয়াছেন দেখিতেছি। ভালমন্দ জানিনা, তবে বাঙ্গালী যে 'ছায়-ঢাকা কোকিল-ডাকা' দেশে মায়ার শরীর লইয়া জন্মায়, আর চণ্ডীমণ্ডপের চৌকাঠ ছাড়িতে বেদনায় নিঃশ্বাস ফেলে, সে-কথাটা অস্বীকার করা কঠিন।

•

জাতটা জন্ম-ভাবুক,—ভাবতে আর ভাঁজতে জন্ম কেটে যায়। কোন কিছু না ক'রে, কেবল ব'সে ব'সে ভাব-ভেঁজে এত কান্না আর কোন জাত কাঁদে নি। Imagination-কে (কল্পনাকে) এমন সূক্ষ্মতম সীমায় টানিয়া লইয়া যাইতে, আর শরীরে ও মনে তার প্রভাব বা ফলভোগ করিতে, জগতে এমন আর একটি জাতি আছে কিনা জানি না।

[আই হ্যাভ]

বেহারে যার বাড়ীতে চাল আছে তার বন্দুকের চালও থাকা চাই, এটা সম্ভ্রমের সরঞ্জাম। কোথাও যেতে হলে অপ্রয়োজনেও বন্দুকের বাক্সটা সঙ্গে থাকা চাই এবং বলাও চাই—'শিকারকা শওখ।' অবশ্য ব্যবহার হয় কেবল পাখীর আর মাছের প্রাণ নিতে আর বিবাহে পটহ পীড়নে। দুর্বলের লজ্জাকর দম্ভের দোশর।

•

সাহিত্যিকদের যা কিছু দৌড়, তা প্রায়ই লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজের 'ক'য়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই,—কল্পনাবিলাসমাত্র। কাজেই সাহিত্যিকদের আমরা বিশেষ অপকারী জীব বলে গণ্য করি না, অকেজো বলেই ধরি।

•

এখন সব ম্যাকেসর মাখেন, হোয়াইট রোজ শোঁকেন, ওভালটিন খান, টমেটো টাকনা দেন।

•

'অসদুপায়ে উপার্জনের টাকা,—তাই আজো দাঁড়িয়ে আছি। কুচো বংশধরেরা

ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে কি মাসে all wool সোয়েটার, মোজা আর ক্যাপ কিনতেই ফতুর করলে। হঠাৎ দেখলে সেগুলোকে ভেড়ার বাচ্চা বলেই মনে হয়।

০

হোমিওপ্যাথিক, অবধৌতিক, সাহিত্যিক—ওর একটায় মন দাও; নিজের ও দেশের উপকার হবে। এর বেশি আমার বলবার কিছু নেই। সাহিত্যে যার ঝোঁক ধরেছে সে দুনিয়ার বার, এটা ভুগে শেখা। নিজের ক্ষতি করে আনন্দ পেতে চাও তো, ও কাজ মন্দ নয়! সংসার চালাতে চাও তো প্রথম দুটি নিয়ে থেকো।

০

এ সব কি ছেলে? রত্ন। আমরা ও বয়সে চলন্ত মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলুম, কিছুই বুঝতুম না; বয়ো-জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মুখ তুলে কথাই কইতে পারতুম না। সায়েব দেখলে বাঁশবনে গায়েব হয়ে যেতুম। কেউ কোন মুখো বাড়ী জিজ্ঞাসা করলে তখন হাঁ করে ভাবতে হোত কোন দিকে সূর্য ওঠে। এরা অন্যের বাড়ীর কটা জানলা তা বলে দিতে পারে। সিঁড়ির কটা ধাপ, ঘরে কখানা বরগা এদের কণ্ঠস্থ। কি প্রখর দৃষ্টি, কি অযাচিত অনুসন্ধিৎসা। এতদিন কেবল বেঁচেই রইলুম—ভেতরে ভেতরে দেশটা কি এগিয়েই গেছে। ব্রাহ্মণের ছেলে চণ্ডীপাঠ করি—তাতেও উদ্দেশ্য বার করে,—বা। কী তীক্ষ্ণ ধী।

[পাওনা]

ঠিক বেঁচে থাকাটা আমাদের জাতের নাই। সকলে নিজে না করিলেও অধিকাংশ আমরা—শরীর বহন করি বটে; ভাগ্যবানেদের সে বালাইও নাই,—তাঁহাদের শরীর বহন করে মোটর, চেয়ার, সোফা। যাঁহারা বনিয়াদী গদিয়ান, গদিই তাঁহাদের বাহন।

০

কলি যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং তাঁর কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে গ্রামে প্রবীণদের সন্দেহ ছিল না। কারণ মা গঙ্গার জল কমিতে আরম্ভ হইয়াছে,—ঘাটে আর পূর্বের মত জল থাকে না, ভাঁটার সময় তিনি সোপান

ছাড়িয়া গর্ভস্থ হন। কুটিওলাবাবুদের জুতা হাতে করিয়া, কাদা পায়ে বাড়ি ফিরিতে হয়।

০

তিনি পুকুরজল খান না ; বলেন, পুকুরে মাছ থাকে, আঁশ জল খাবো ?

০

তখনকার ব্রাহ্মণেরা ত্রিসন্ধ্যা বাদ দিতেন না,—আহ্নিক পূজাদি না করিয়া জলগ্রহণও করিতেন না। অল্লাধিক জপও চলিত। আচার পালনে—স্ত্রীপুরুষ কাহারো ঔদাস্য ছিল না, সেটাই ছিল গৃহধর্মের বড় কথা। তাহাতে পরোক্ষে সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা আয়ত্ত হইত, স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পেও তাহা সাহায্য করিত।

কিন্তু স্বীকার করিতে লজ্জা হয়, সেই সব ধর্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারিদের মধ্যে অনেকেরই বেড়া সরানো অভ্যাস বা বেড়া বাড়াইয়া নিঃশব্দ-লব্ধ ভূমি সংগ্রহ করা একটা উপভোগ্য দুর্বলতা ছিল।

[হিসাব নিকেশ]

গরীবেরা জন্মায় কেন, জন্মায় তো তাড়াতাড়ি মরে না কেন ? এদের বাঁচবার মহাপাপ নেবে কে ? এ কষ্ট দেখার চেয়ে সব সাফ করে ফেলাই ভাল। না ঘরের চাল চুলো, না পেটে এক মুঠো দেবার চাল। ভাল ডাক্তারের উচিত এদের শেষ করে দেওয়া। এ দেশে ডাক্তারদের ওই একটি করবার মত পুণ্য কর্ম আছে।

•

টেক্সো একবার বাড়লে কমতে শুনেছ কি ?

০

এখন তো আর কনে-বউ আসে না—গৃহিণীই হয়ে আসেন, তাঁদের গিন্নীদের মত শ্রদ্ধায় রাখতে হয়।

০

এই যে আমরা রুগীদের বলে আসি—Total Rest নিতে। ওর চেয়ে অর্থহীন কথা আছে কি ? গরীবের মাথায় তখন মুদির পাওনা ঘুরছে। বাড়িতে লিলিটে লাউ-ডগার মত নিত্য বাড়ছে। বেতনের বাড়, বছরে দরাজ দু'টাকা।

আপিসের মিষ্টার মিলারের 'কিলারের' মত মূর্তি দাঁড়িয়েছে। নিজের ১০৩ ডিগ্রি জ্বর। কত ছুটিইবা দেবে! তার ইত্যাদি চিন্তা কি কথায় রুকবে!—Total Rest, বিশ্রাম তার মৃত্যুর পূর্বে নেই। ওটা jest ছাড়া আর কিছু নয়।

•

যারা দুধে-ভাতে মানুষ, তাদের সহজ-লভ্য এডুকেশন আর উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট্‌গুলো অলঙ্কারের মত প্রায়ই ঝঙ্কার আর টঙ্কার দেয়, যেন যাত্রায় রাণী কৈকেয়ীর অঙ্গে মুখর I mean খসখসে বেনারসী। বেমানান বলছি না, তবে পরের বেড়ার বা বুদ্ধির মধ্যে বন্দী। মন্থরার কথা,—শিল্পী-চাতুর্যেই সে সফল।

•

বেহারে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পাঞ্জাবে এখনো পূর্ব সংস্রবে আপিসে কয়েকজন করে বাঙালিও আছেন এবং উচ্চস্থান অধিকার করেও আছেন—সময় হলেই যাবেন। কিন্তু নতুন লোকের যখন দরকার হয়, সকলেই নিজের নিজের জাত ঢোকাবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস পেয়ে থাকেন—সেটা অস্বাভাবিকও নয়। কেবল লক্ষ্য করবার কথাটা এই, তাতে সকলেরি স্থান আছে, নাই কেবল বাঙালির। বাঙালি বড়বাবু থাকলে তিনি খিঁচিয়ে ওঠেন—বলেন—'এখানে কেন? তোমাকে কে আসতে বলেছে? আমার চাকরি খেতে এসেছ!'

[ভাদুড়ী মশাই]

ডায়ারী। ও যে ভারী দরকারী জিনিষ। ডায়ারী রাখাটা—একটি অত্যাবশ্যকীয় অভ্যাস। ওইটি না থাকাতেই ত আমরা মাথা তুলতে পারলুম না—আমাদের প্রকৃত ইতিহাসই বেরুলো না। ভগীরথ কোন্ পথ দে কবে কি করে স্বর্গে উঠলেন আর কোন পথ দে গঙ্গাকে নিয়ে নামলেন, তার ডায়ারী থাকলে আজ ভাবনা কি! সায়েন্সের সপ্ততাল ভেদ হয়ে যেত। ভানুমতীর জন্ম-মৃত্যুর তারিখই মিলনো না। মন্থরা বংশ রেখে গেছেন বটে, তা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর মূল্যবান ব্যবসাও বজায় আছে, কিন্তু তিনি যে কোন বস্তির বাস্তু ছিলেন, তার পাত্তা লাগে না। এই সে দিনের কথা—আশানন্দেরই কি ডায়ারী আছে! ছেলেগুলো ঢেঁকি

ঘুরিয়ে বাঁচতো, 'স্যাণ্ডো' কি 'মুলার মুলার' করে মরত না। দুর্ভাগ্য! ওঃ ডায়ারী,—ভারী জিনিষ মশাই, ভারী জিনিষ।

[কোষ্ঠীর ফলাফল]

পঠদ্দশায় একবার জিওগ্রাফির প্রশ্ন ছিল—'মম্বাসা কোথায় অবস্থিত?' আমি অনেক চিন্তার পর লিখিয়াছিলাম,—'গোদাবরী নদীর উপর।' অবশ্য কারণ ছিল,—এমন হৃষ্ট-পুষ্ট নাম, গোদাবরীর সান্নিধ্যেই থাকা সম্ভব; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চতন্ত্রের অনেক পাখীই গোদাবরী তীরস্থ শাল্মলী তরুতে বাসা বাঁধিত, সুতরাং মম্বাসা গোদাবরী তীরেই সম্ভব।

০

দেশের লোকের সহানুভূতি সরিয়া গিয়াছে,—কেহ আপন বলিয়া কাছে আসে না। সাধিয়া কথা কহিলে কথা কয়,—সে-কথার সুরে আন্তরিকতা নাই বরং এড়াইবার ঝোঁকই বেশী।

০

এখানে সভ্যতার শয়তানীর ঠাঁই নাই,—তাহার জ্বালা-যন্ত্রণার সরঞ্জাম নাই। মোটারের মদগর্ব, টাকার টঙ্কার, অট্টালিকার অহঙ্কার, বিষয়ের বিষদাহ, খেতাবের খোয়েবন্ধন, আজিও নির্মল আনন্দটুকু নষ্ট করিবার প্রবেশ-পথ পায় নাই। হায় রে সভ্যতা,—তোমাকে সাত সেলাম্!

০

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি,—উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে য তিষ্ঠতি স বান্ধব! জানিনা কি কারণে প্রবাস-তীর্থের পাণ্ডারা বান্ধবের কোটা হইতে বাদ পড়িয়াছেন। চাণক্য বোধহয় দূর বিদেশের তীর্থের ধার ধারিতেন না। অধুনা 'উৎসব' ত' প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে; 'ব্যসনের' মধ্যে প্রধান দেখিতেছি ঘোড়-দৌড়, স্বয়ং সরকার তার স্বপক্ষে, সুতরাং কোন বালাই নাই; 'দুর্ভিক্ষ' অভ্যাসের মধ্যে absorbed, একবেলা চা খাইয়া বেশ চলে।

আলস্য আর অবসাদের আড্ডা, হাত-পায়ে যেন পাথর বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া রাখে। হচ্চে-হবে-থাক্,—এই ভাব। কাজেই লোক বিজ্ঞ হইতে বাধ্য; কারণ 'কি হবে?' 'কি লাভ?' অর্থাৎ সব তাতেই লাভের দিক দিয়া কিছু হওয়াটা চাই, এবং সেটা কাজের পূর্বেই চাই; নচেৎ নড়াচড়াটা সেরেফ্ নির্বুদ্ধিতা। ফল কথা, মাটির গুণ, জলবায়ুর প্রভাব।

০

দেখি, তরুণ, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নিজের নিজের দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বের অণু-পরমাণু হইতে জীব-জগৎ এ কাজটিতে ভুল করে না; তাহারে জাতি বা শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিতে হয় না, আপনারাই খুঁজিয়া লয় ও দানা বাঁধে। সম্প্রতি কেবল আমরাই এই শাশ্বত নিয়ম ভাঙ্গিয়া এক করিতে বসিয়াছি। তেলে জলে এক করিয়া বোধহয় 'তেজলো' হইতে পারিব। দেখা যাউক। এ মনোরথে রথ যদি চলে ত' অমত নাই।

০

যাঁহাকে মাঠের উপর বলিয়া সন্দেহ হয়, তাঁহা বে, এমন সাফ্ শেভিং (কামানো) যে একটু ফুঁপি পর্যন্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে, ব্রাহ্ম বলিলে হয়, আছেন নিশ্চয়ই কিন্তু অগোচর! ফ্যাসাদ্ এই, আবার সভ্যেত বলে নাকি, বয়স আর বেতন জিজ্ঞাসা করাটা অসভ্যতার চরম!

০

গড়ের মাঠে নূতন ঘোড়ার আমদানী হইলে আজকাল খোঁড়াও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছোটে, 'পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্!' এ সব ভগবৎ কৃপা-সাপেক্ষ।

০

বেশ আছি, বয়সে ব্রাহ্মণী ক্রমশই ব্যাধিমন্দির বানাইতেছেন,—নিজে বাতের সংবাদ পাইতেছি; বিষয়-চিন্তা কোনদিনই ছিল না—আজো নাই। পুত্র-সন্তান না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়রূপ হাতীর খোরাক যোগাইতে হয় না, এবং ছেলের বিবাহ ব্যপদেশে ব্রহ্মহত্যার পাতকও স্পর্শ করিবে না। বাক্স আছে চাবি নাই—বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা হয়।

জীবনে, বিশেষ করিয়া যৌবনে, অনেক তরঙ্গই আসে। কখনও ব্যায়াম, কখনও কন্‌সার্ট, কখনও থিয়েটার, কখনও লেক্‌চার, কখনো সমাজ-সংস্কার, কখনো দেশোন্নতি, কখনো হঠযোগ, ইত্যাদি !

•

কেরাণী জাতের মুখ হেঁট্ করি নাই। চল্লিশ টাকা বেতনে, ষাট টাকার স্যুট্ বানিয়েছি, ভাল খেয়েছি, ভাল পরেছি, ভাল থেকেছি,—অবশ্য স্ত্রী-পুরুষে। নির্ভীকের মত দেনা করেছি,—কেউ কাপুরুষ বলতে পারবে না ! টাকায় তিন্‌টে ন্যাংড়া, দেড়টাকা-সের পটোল, সাতসিকের একটা ইলিস, একটাকা পুঁজি এগুাওলা-তোপ্‌সে, চায়ের সঙ্গে Lady's Afternoonbiscuit (বিস্কুট) খেয়েছি। ফার্ষ্ট-ক্লাস এসেন্স্ মেখেছি, বাউটি-ঘড়ি (wrist watch), সোনার চশমা, পরেছি। একটা গ্রামোফোনও কিনেছি ! আর কি করতে বলো ?

০

সকল সৌধের ফটকেই কর্তাদের নামাঙ্কিত প্রস্তর বা ধাতুফলক দেখিলাম। নামের সহিত সংযুক্ত কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, আবাস, নিবাস, নিকেতন, উদ্যান, আশ্রম, সৌধ, ধাম, ভবন, কুটীর, মন্দির, সদন, সবই পাইলাম, পাইলাম না কেবল 'ঘর আর বাড়ী'—সুতরাং সংসার-ছাড়া জিনিস।

০

গরীবেরা বেশ নিয়মিত ভাবে মরচে আর কমচে ; আর রাজা মহারাজা বচরে দু'তিন বার জন্মাচ্চেন। এ হারে জন্মালে, দিনকতক পরে এই গরীবের দেশটা রাজার দেশ দাঁড়িয়ে যাবে ; সঙ্গে সঙ্গে সব দুঃখের অবসান !

০

ফিট্, অজীর্ণ, আর অম্বল, এই তিন সম্বলে বাঙ্গালীর সংসার। সোণার গয়না আর সোণালী-মোড়া জরদা সংযোগে 'সোণার-সংসার'ও বল্‌তে পারেন।

০

ভদ্র বাঙ্গালী যুবকদের মনিহারী দোকান করাটা ধাতে সয় ভাল ; কারণ, তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের বালাই নাই বলিলেই হয় ; দোকান সাজানো আর নিজে সাজা দুই-ই চলে ; নাড়াচাড়া কেবল ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে সুগন্ধী আর সৌখীন

জিনিস। খরচের মধ্যে মিষ্ট কথা আর হাসি মুখ, বড় জোর সিগারেট সেবন। খাতায় আঁক পাড়িতে হয় না।

০

অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, দেবতাকে তাঁহার বিশ্ব হইতে বে-দখল করিয়া, এক নিভৃত প্রান্তে কোণ-ঠাসা করিয়া রাখা হইয়াছে! সেটা যেন, ছেলেদের সর্বস্ব উইল করিয়া দিবার পর, বিরক্তিকর দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বাপের অন্যায় বাঁচিয়া থাকার সাজা ভোগ!

০

বাপ, মা, সমাজ, ডাক্তার, বৈদ্যে যখন কুলায় না, তখন সে দেবতার শরণ লয়, তিনিই তাহাকে শাস্তি দেন। সাধারণ মানুষের এইটিই 'হাই-কোর্ট'। এখানে হার হইলে তাহার দুঃখের তীব্রতা অজ্ঞাতেই হ্রাস হইয়া যায়। তখন সে শান্ত ভাবে বলে, 'আমরা কতটুকুই বা বুঝি দেবতা যা ভাল বুঝেছেন তাই করেচেন।'

০

হায় রে মধ্যবিত্ত ভদ্র কেরাণি! তোমার মত দুঃখী জগতে নাই। তোমার মত দুর্ভাবনাবাহী চিরসহিষ্ণু বীরও জগতে নাই। ধনী তোমাকে চেনে না, উচ্চ-শিক্ষিতে বোঝে না; লেখক বক্তারা আত্ম-মর্যাদা রক্ষার্থে বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। সম্মুখে তোমার পেষণ-যন্ত্র,—আপিস, পশ্চাতে তোমার গুরুভার—সংসার, দুই পার্শ্বে পাওনাদারের তাগাদা! বিনয় কাতরোক্তি মিথ্যা উদ্ভাবন ভিন্ন তোমার উপায়ান্তর নাই। তাহারাই তোমার রক্ষা কবচ! ৪০।৫০ টাকায় সাতটি মুখে অন্ন, সাতটি দেহে আবরণ, ইস্কুলের মাইনে, পড়ার বই, দুর্গোৎসবের যথা-কর্তব্য, লোক-লৌকিকতা রক্ষা, কন্যার বিবাহ, তত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি! জগতের বড় বড় আশ্চর্য-গুলি ইহার কাছে কত তুচ্ছ!

০

শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভদ্র বেহারীরা বাঙালীকে চান না বটে, কিন্তু বাঙালীর পোষাক আর চালচলনটা চান।

উকীলের কাছে মামলা পড়ে; ডাক্তার-বদ্দির হাতে জান্ পড়ে; মাষ্টার প্রফেসারের হাতে ছেলে পড়ে; বেকারের হাতে অন্ধকারের সুযোগ পড়ে; U. G. (Under-Graduate)-দের হাতে ছেলের টিউসনী পড়ে।

০

চা জিনিসটি চীনের তুলসী পাতা,—পারমার্থিক জ্ঞানেই পাত্র গ্রহণ করা। শরীরের অণুপরমাণু পর্যন্ত হরি-সুধায় saturated (সিক্ত) হয়ে থাকবে।

০

এই আমি ত তিন চারখানা বাড়ী তুল্লুম, পাঁচ সাত হাজার টাকার গয়না গড়ালুম, ধর্মকর্ম আর কা'কে বলে! মিস্ত্রী মজুর, স্যেকরা ছুতোর, ইট্‌ওলা কাট্‌ওলা চুণওলাকে কত টাকা দিলুম মুটো মুটো হে! ধর্ম নয়?—

০

বাগান করেছি, মরসুমে দেড় হাজার টাকার ল্যাংড়া বেচি, কম্‌সে কম্ নিজেও তিরিশটে খাই, দাগি আর খেঁদোগুলো যা মিষ্টি! আত্মার তৃপ্তি—ধর্ম নয়? যাদের বেচি, তাদের আত্মাকেও তৃপ্তি দেওয়া হয়,—ধর্ম নয়? আমি, ও ঢের ভেবে দেখেছি। আগে রোজগার, তারপর ধর্ম আপ্‌সে চলে!

০

পৃথিবীটার তিনভাগ লোহা হ'ত, কেয়া মজাই হ'ত! কেন যে হল না! পুরীতে গিয়ে দেখি—কূলকিনারা নেই, কেবল জল আর জল! কোন্ কাজে যে আসে! আকাশের দিকে চাইলেও—ঐ অ-কেজো ফাঁকটা দেখে এমন আপশোস হয়! হয় না?

০

গ্রামে গ্রামে ম্যালোরিয়ার পাঁচন বিলিয়ে বেড়াবার মাথাব্যথা তোমাদের কেন? যার গরজ সে চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেন্‌সরি খুঁজে নিতে পারে না কি? সরকার বাহাদুর সবই তো করে রেখেছেন। পরের পুকুরের পানা পরিষ্কার করে বেড়ানো কি ভদ্রসন্তানের কাজ? এর তো একটাতেও এক পয়সা আমদানী নেই, বিনা রোজগারে লোকের ক'দিন কাটে! তার চেয়ে দেশে তো কন্যাদায়গ্রস্তের অভাব নেই, তাদের উপকার করলেই তো হয়!

আপনার কবিতা লেখার ঝোঁক আছে বুঝি? ও যে জোঁকের মত ধরে, আর একটা না পেলে ছাড়ে কে! ওর আনন্দ যে একবার পেয়েছে তার কি আর ইহকাল পরকাল থাকে ভাই? সে বাপের সঙ্গে সাপ, ধর্মের সঙ্গে চর্ম, না হয় 'অধর্ম' পর্যন্ত জুটিয়ে দেয়! ও ঢের ভুগেছি দাদা!

[আমরা কি ও কে]

ঊনোপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আজকাল দেখতে পাই কেবল—দমকা-হাওয়া, ঝড়ো-হাওয়া, পাগল-হাওয়া, উতল-হাওয়া, এই ক'টাই লেখকদের কাছে বেশী রকম যাওয়া আসা করছে। মলয় সমীর, মৃদু বায়, মন্দ মারুত্‌টা মন্দা পড়ে এসেছে।

(আমরা কি ও কে)

০

টেক্সো ন্যায় না! আমরা যে নড়ি-চড়ি—ব্যাটাদের ভাগ্যি! নিজের হাতে ভাত তুলে খাই, বেইমানদের লজ্জা করে না! আবার কথা কয়! ভগবান্‌ আছেন, বুঝবে ব্যাটারা! (আমরা কি ও কে)

০

দেশ কাল পাত্র বুঝে পা ফেলতে শিখলেই আপ্‌সে এগিয়ে যাবে। কোথায় ভ্রূকুটি দরকার, কোথায় খিচুটি ব্যবস্থা, কোথায় শিষ্টটি সাজতে হয়, কোথায় টুঁটি টেপা চাই, কোথায় কান্‌দুটিই যথেষ্ট. আবার কোথায় পা দু'টি ধরতে হয়—এ সব চাই হে চাই—সবই চাই। ঐ যা বলেছি—দেশ কাল পাত্র। রাজটীকা লাভ করবার রাজপথই ওই। তা কে তোমার কি আমার। (ভগবতীর পলায়ন)

০

এখন জোর গলায় দু'টো বক্তৃতা করতে পারলেই আমরা—'বখ্‌তিয়ার'; কাজে বিয়ে—'খিল্‌জি,' পাগড়ি দেখলেই 'খিল্‌-দি!' (ভগবতীর পলায়ন)

০

গেঞ্জি আর গল্প টানলেই বাড়ে; আর গল্পকে টেনে বাড়ালেই উপন্যাস।

(আমাদের সনডে সভা)

সব জিনিষের অভিজ্ঞতাটা ল্যাবরেটরিতে গিয়ে অর্জন ক'রে লায়েক হতে হয় না। উর্বশীর রূপ বা পারস্য সম্রাটের অন্দর-মহল কি আর দেখে এসে বর্ণনা করতে হয়! লেখকদের ও-সব বিষয়ে ছাড়পত্র আছে ; তাঁরা যা লিখবেন—পাঠক তা পড়তে বাধ্য। (আমাদের সন্ডে সভা)

[উড়ো খৈ]

সে—পুঁটি মাছের মত ছ্যাল বলছি ওরে সত্যি
তার—পোনা মাছের মত হাঁ-টি ছ্যালরে এক রত্তি।
চোক্ ছ্যাল তার চাঁদা ঝ্যান—বলব কিরে দাদা
আঙ্গুলগুলি ছ্যাল যেন মউরলা এক গাদা।...
সে—চলে ঝেত মনে হোত পির্‌তিমে একখানা
মুচ্‌কে কখন হাস্‌ত ওরে ঝরত' সোনাদানা।
চোকের সামনি ভাসত ঝেন লৈন্তন জেলেডিঙ্গি
আড়লয়ানে চাইত ঝখন হান্‌ত ঝেন সিঙি।...
তার পায়ের গোছে পোড়্‌তরে চুল, কেউটের মত কালো
ঝখন মেলিয়ে দিত জালের মত' ভুবন হ'ত আলো।...
কি পাপেতে কোতা হতে এসে ওলাউটো—
জাল্ ভরা মাছ ছিনিয়ে নিলে বুকটা করে ফুটো।
ওরে—কার আমি কি করে ছেনু তাইত পেনু সাজা
ঝ্যাস্তে আমি হচ্চিরে ভাই কইয়ের মতো ভাজা!...
অন্তিম্ কালে জলভরা চোক্ চাইলে আমার ভিতে
হেদয় মাঝে বর্‌সী ঝেন রেখে গেল' গিঁতে! (বিপত্নীক জেলে)

০

তিন ছেলেতে কুঞ্জ যখন দিলে আমায় খুব আক্কেল—
ঢুকিয়ে দিলুম তিরিশ টাকায়—ভাগ্যে দেশে ছিল রেল'।
(বউ যে পাওয়া)

বটন্‌-হোলে' গুঁজতুম ফুল,
দশানা ছ'-আনা চুল
এখন আবার রাখিয়ে দেছ টিকি।
ফুরিয়ে দেছ ক্রিকেট টেনিস্‌
বাতে এখন করাও মালিস্‌
হাঁপানিটে মারচে বেজায় ঝিঁকি!
(নববর্ষের প্রতি

৭

'এমন পোড়ার মুখো ধোপা—
হারিয়ে কাপড় করে চোপা!
(অশেষ সঙ্গীত)

মানকুমারী বসু
(১৮৬৩ - ১৯৪৭)

[কাব্যকুসুমাঞ্জলি]

'মলয়জ-শীতলা' সে আমাদের দেশ,
আমাদের দেশী লোক, বুক ভরা কত শোক,
নাই সুখ, নাই যেন আরামের লেশ!
সদা ভোগে কর্ম্মভোগ, দেহে ভরা নানা রোগ,
বয়স না হ'তে কুড়ি, আগে পাকে কেশ!···
চারু কান্তি সুকুমার, গায়ে মাখে ল্যাবেণ্ডার,
চুলে করে 'আলবর্ট' মাধুরী অশেষ;
কোট শার্ট শোভে গায়, 'ডসনের বুট' পা'য়,
হাতে ছড়ি বুকে ঘড়ি দেখা যায় বেশ!···

আমাদের দেশে নারী বিচিত্র-মূরতি,
লক্ষ্মীরূপা হয় কেহ, কেহ অলক্ষ্মীর গেহ,
কারো বা স্বপক্ষ কারো বিপক্ষ ভারতী ;
জ্ঞানে অন্ধ ধর্ম্মে কাণা, তর্কহীন যুক্তি নানা,
উপধর্ম্মে রত সদা অকর্ম্মে ডকাতি ;...
কেউ হন 'মিসট্রেস', কেউ বা শ্রীমতী-বেশ,
কারো বা গাউন, কারো শাড়ীতেই গতি ;
কেউ বা স্বাধীনা হয়, কারো বা 'অসভ্য' কয়,
কেউ বা কোণের বউ—যা করেন পতি ;...
আমাদের দেশ ভাই ! পার কি চিনিতে ?
'সব ছোট আমি বড়, 'আমারেই পূজা কর'—
এই কথা সেই গানে পাইবে শুনিতে ;...
শুনিলে 'উচিত কথা' বড় গালি পাড়ে তথা,
'ভুল' দেখাইতে গেলে আইসে মারিতে !
পৈতৃক রতন গুলি দেয় পর-করে তুলি,
প্রতিদানে ছাই লয় হাসিতে হাসিতে। (আমাদের দেশ)

০

শুভমস্তু—নমঃ প্রজাপতি,
পরাপরে সহস্র প্রণতি।
মেয়ের বাজার বড় সস্তা বাঙ্গালায়,
এত সুবিধার দিন ছাড়া নাহি যায় ॥ (ঘটকালি)

০

'আমরা কারা ?—
সভার সমক্ষে বলি
'হণ্টারের' বংশাবলি,
জানিনে দাদার নাম কি গোত্র তাঁরা,
কি কব লাজের কথা—আমরা কারা ! (আমরা কারা)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(১৮৬৪ - ১৯১৯)

[মায়া-পুরী]

মোটের উপর জীবন-যাত্রার প্রণালী এই যে, সুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে ও দুঃখকে পরিহার করিতে হইবে। এই শিক্ষা আমরা প্রকৃতি দেবীর পাঠশালায় লাভ করিয়াছি।

যাহাদের এই প্রবৃত্তি নাই, যাহারা লঙ্কা আর নিমের পাতা পেট ভরিয়া খায়, আর লুচিমণ্ডায় সঙ্কোচ বোধ করে, প্রকৃতিদেবী তাহাদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন, তাহাদের ভিটা পর্যন্ত উচ্ছিন্ন হয় ; তাহাদের বংশে বাতি দিতে কেহ থাকে না। কাজেই যাহাদের সুখলাভের ও দুঃখ-পরিহারের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই প্রকৃতির পাঠশালা হইতে পাস করিয়া আসিয়াছে।...মাষ্টার মহাশয় আমাদের কল্যাণের জন্য বেত মারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষোভ হয় ; কিন্তু এই নিষ্ঠুর লেডী-মাষ্টার যে মন্দ ছেলেদের একেবারে গলা টিপিয়া দেন, তজ্জন্য আমরা ক্ষুব্ধ হই না।

০

সূর্য যদি প্রত্যহ পূর্বে না উঠিতেন ; দোকান হইতে চাল কিনিয়া ঘরে আসিয়া যদি দেখা যাইত—তাহার অর্ধেক নাই ; খাইতে বসিয়া যদি কোন দিন দেখা যাইত—যত খাই, তত ক্ষুধা বাড়ে ; লুচি ভাজিতে গিয়া যদি দেখা যাইত—কড়াইয়ের ঘি হঠাৎ কেরোসিন হইয়া গিয়াছে ; তাহা হইলে বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান-চর্চা ছাড়িয়া দিতে হইত এবং মনুষ্যকেও জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িতে হইত। সুখের বিষয়, প্রকৃতিদেবীর এইরূপ খেয়াল নাই। প্রকৃতিতে একটা শৃঙ্খলা আছে, সঙ্গতি আছে।

[বৈরাগ্য]

সংসারের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দুই একটা লাঠির ঘা পাইবামাত্র ভাগ্যহীন দারা-সুতকে অন্যের করুণায় ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিলে বিধাতার

দয়াময়ত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস দেখান হয় সন্দেহ নাই ও তৎসঙ্গে আত্মানং সততং রক্ষেৎ, এই নীতির প্রতি সম্মানেরও সম্যক পরিচয় দেওয়া হয়। তথাপি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সংসারতাপক্লিষ্ট বিশাল মানব-জাতির অধিকাংশই অদ্যাপি এমন সোজা কথাটা বুঝিল না; অধিকাংশই এখনও পুত্র-কলত্রের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করিতেছে।

[আচার]

আহার-নিদ্রাদি নিত্যানুষ্ঠেয় ব্যাপার সম্পাদনের সময়ও সমাজের হুকুম বাহির হয়—এমনই করিয়া খাও,—এমনই করিয়া শয্যা রচনা কর। অথচ আমাকে অন্নাভাবে উপবাসী থাকিতে হইলে, পৃথিবীর দেড়শত কোটি লোকের মধ্যে একজনেরও মাথাব্যথা হয় না; এবং আমাকে শয়নের জন্য হট্টমন্দির অনুসন্ধান করিতে হইলেও আমার কোন প্রতিবেশীর সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

০

প্রণয়ী আপনার বাঞ্ছিতের সহিত জীবনব্যাপী সম্বন্ধে মিলিত হইবে; সমাজ তখনই চাপরাসও ইউনিফর্ম লাগাইয়া খাতাপত্র বগলে লইয়া সম্মুখে উপস্থিত। সংসারযাতনায় আকুল হইয়া একবার বিজনে বিধাতাকে ডাকিতে চাহিব; সমাজ অমনই প্রার্থনার ফারম্ পূরণের জন্য কালিকলম লইয়া হাজির। এও কি সহ্য হয়?

০

সবলের চরণ দুর্বলের পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ বেগের সহিত প্রযুক্ত হইলে দুর্বলের শরীরের ভারকেন্দ্র আপনা হইতেই ভূতল অন্বেষণে তৎপর হয়, ইহা পদার্থবিজ্ঞানসম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম।

০

বাস্তবিক পশুসমাজে যেমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, মনুষ্য-সমাজে তাহার কিছুই নাই। পশুসমাজের সদস্যগণ কোনরূপ কৃত্রিম আচারের দাস নহে। এ বিষয় তাহাদিগকে ষোলআনা প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতে পারে। লোকাচার ও দেশাচারের যত কিছু খুঁটি-নাটি, যত কিছু বন্ধন, সমস্তই এই মনুষ্য-সমাজেই বর্তমান।

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

আমাদের স্নেহময়ী গর্ভমেণ্ট-জননীর অনুগ্রহের মাত্রা ও আমাদেরও আবদারের মাত্রা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর আমরা সেই আরামের পালঙ্ক ও তুলির দুধ সহজে ছাড়িতে চাহিতেছি না এবং আমাদের স্বাচ্ছন্দতার অণুমাত্র ত্রুটি ঘটিলেই, শৈশবসুলভ সানুনাসিক কণ্ঠধ্বনি বাহির করিয়া জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। বাস্তবিকই আমাদের মত সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

[যজ্ঞ—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র]

এ-কালে পাশ করা ছেলের বিবাহের বাজারদর বেশী; সে-কালে ছেলে পাশ করিয়া আসিতে না পারিলে বিবাহে অধিকারই পাইত না। আমাদের ধর্মশাস্ত্র প্রাচীনকালে যে থিয়োরি খাড়া করিয়াছিল, এ-কালে তাহার বাঁধাবাঁধি নাই; তথাপি ব্রাহ্মণের ছেলে গলায় একগাছা পৈতা দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পায় না। পৈতাগাছটায় বলিয়া দেয় যে, সে যতই মূর্খ হউক অন্ততঃ বেদের গায়ত্রী মন্ত্রটি, বেদ-বিদ্যার যাহা সার মন্ত্র, সেই গায়ত্রী মন্ত্রটি অভ্যাস করিয়াছে।

[ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম]

আমরা শিখিয়াছি অনেক ও পাইয়াছি অনেক; কিন্তু তাহাতে আমাদের বাহ্যব্যতীত আভ্যন্তরিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই। আমাদের মজ্জা ব শোণিত শোধিত হয় নাই; আমাদের শরীরে বল জন্মায় নাই; আমাদের আত্মার পুষ্টি হয় নাই। এ যেন অস্থিচর্মসার চিররোগীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অথবা গলিতনখদন্ত বৃদ্ধকে পরচুলা, রং ও কৃত্রিমদন্তের সাহায্যে যুবা সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে নামান হইয়াছে। জীর্ণ, কণ্ঠাগতপ্রাণ রোগীকে ফোঁটাকতক ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া কিয়ৎকাল তাহার শরীরে অস্বাভাবিক বল সঞ্চয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে বা তাহার হৃৎস্পন্দন পুনরানয়ন করিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য হিম অঙ্গে উষ্ণতার সঞ্চার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী লাভ কিছুই হয় না।

আমাদিগকে না চালাইলে আমরা চলিতে পারি না; আমাদিগকে পথ না দেখাইয়া দিলে আমরা পথ চিনিয়া লইতে পারি না; আমাদের নিজের হাত পায়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব নাই; আমাদের জীবনীশক্তির মাত্রা শূন্য। আমরা সোনার সিপাই; তার টানিলে আমাদের হাতের ঢাল তলোয়ার নড়িতে থাকে; আমরা ছেলেদের খেলানার ব্যাঙ; পেট টিপিলে আমরা বক্ বক্ করি।

০

আমরা বালকের হাতে কর্দম; কাঠিন্যমাত্র বর্জিত। আমাদিগকে লইয়া যাহা গড়িবে, আমরা তাহাতেই পরিণত হইবে। আমরা একদিনের মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা ভাঙ্গিয়া একেশ্বরবাদী বা নাস্তিবাদী হইয়া দাড়াই, আবার এক বক্তৃতায় আমাদিগকে থিয়সফিষ্ট করিয়া তুলে। আমরা হাতচালা ও ভূত নামান গল্প শুনিয়া উৎকট হাস্যে গৃহপ্রাকার ধ্বনিত করি, আবার পরমুহূর্তে টেলিপ্যাথি বা সাইকিক ফোর্স শুনিলেই আত্মহারা হইয়া গলিয়া যাই।

০

আমরা এক লম্ফে সাগর পার হইতে চাই, সেতু-বন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহিরিবা মাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ভবের দেরী সহে না। উদ্যমও নাই, অধ্যবসায়ও নাই।

০

পাদরি সাহেব জাতিভেদের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি, আবার রিস্‌লি সাহেব নাক মাপিয়া জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন স্নায়ুহীন পেশীহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের শতধা উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে স্বীকার করিতে পারি না।

০

গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগে নিয়োগার্থ বিলাত হইতে যে সকল মূর্তি আমদানি করেন, অনেক স্থলে তাঁহাদের দ্বিপদত্বে সন্দেহ জন্মে। কৃষিকার্যের জন্য এদেশে গরু ও বিলাতে ঘোড়া ব্যবহৃত হয়। বিলাত হইতে ঘোড়া আমদানি করিয়া চাষে

লাগাইলে হয় ত এখানে লাভ ঘটিতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া বিলাতী গাধা কি হিসাবে দেশী গরুকে পদচ্যুত করিবে, বুঝিতে পারি না।

[অরণ্যে রোদন]

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার লইয়া যে কোলাহল সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে, সেই কোলাহলের অর্থ বুঝিবার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় জন্তুটা কিরূপ, বুঝিবার একবার চেষ্টা করা উচিৎ। কেহ বলেন, উহা মাংসাশী, উহা কেবল বালকবৃন্দের রক্ত খায় ও হাড় চিবায় ; কেহ বা বলেন—না, উহা উদ্ভিজ্জাশী ও তৃণভোজী, উহার বাঁটে দুধ পাওয়া যায়, উহার শিঙে ভেঁপু হয় ও উহার হাডে আত্মারাম সরকারের প্রেতপুরুষ চমকিত হয়।

০

আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের গায়ে মোটা হরপে খোদা আছে 'Advancement of Learning' অর্থাৎ বিদ্যার উন্নতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই উন্নতিসাধনে কতটা সফল হইয়াছে তাহা অনেকেই সন্দেহ করেন।

০

আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা সাহিত্য চাহে না, দর্শন চাহে না, তাহারা চাহে কেবল উদরান্ন। পৃথিবী গোলই হউক আর ত্রিকোণই হউক, পৃথিবী স্থিরই থাকুক আর বন্‌বন্‌ করিয়াই ঘুরুক, চন্দ্র মৃতপিণ্ড হউন বা সুধাভাণ্ড হউন, ম্যাকবেথের রচনাকর্তা সেকস্‌পীয়র হউন আর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি হউন, পলাশী-যুদ্ধের বিজেতা ক্লাইবই হউন আর চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদকই হউন—তাহাদের তাহাতে কিছুই যায় আসে না ; তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রত্যাশায় দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য যাহাই গলাধঃকরণ করিতে বলিবে, তাহারা তাহাই করিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে।....এবং আমরা তাহাদিগকে কিছুতেই দোষ দিতে পারি না।

রজনীকান্ত সেন

(১৮৬৫ - ১৯১০)

[বাণী]

(আমি) যাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা ;
যাহা লিখি—মহাকাব্য ;
(আর) সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-অনুপ্রাণিত—
দর্শন—যাহা ভাবব ।···
(আমি) চেঁচিয়ে যা বলি, গান তাই
তাতে পূরো অথারিটি বান্দাই
(আর) কত্তে হয় না ওজন সেটাকে ·
নিজ হাতে যেটা মাপ্‌ব ।···
(আমি) যেটা বলে যাব মিথ্যে
(তুমি) যতই ফলাও বিদ্যে
(দেখো) কক্ষনো সেটা সত্যি হবে না
তর্কই হবে লভ্য । (তিনকড়ি শর্মা)

০

মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পূরো পাঁচ হাত লম্বা ;
সাধু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় রম্ভা !
ধার্মিক বটে সেই, যে দিন রাত ফোঁটা তিলক কাটে,
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাঁটে ।
সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদটা আসটা টানে ;
নিষ্ঠাবান, যে কুক্কুট মাংসের মধুর আস্বাদ জানে ।
রসিক সেই, যার ষাট বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকা যার উপলক্ষ ।

(জেনে রাখো)

আমি পার হতে চাই, ওরা আমায় দেয় না
পারের কড়ি ;
আমি বলি লিখ্‌ব, ওরা দেয় না হাতে খড়ি,
কিছু হল না।
ওরা খায় ক্ষীর নবনী, আমি বল্‌কা দুধ
আমি করি তেজারতি ওরা খায় সুদ ;
কিছু হল না।
আমার গাছে ফল ধরে, ওরা সবি খায় পেড়ে
আমি একটি হাতে কল্লেই, এসে নিয়ে যায় কেড়ে।
(কিছু হল না)

০

ধৈর্য্য আর কদিন টেকে ? সাদা রং বজায় রেখে !
গোয়ালা মনের সুখে জল ঢেলে দুধ করে ঘোল,
করে নিত্য গুরুদেবের বিয়ে,
(আবার) আদায় করে সুদ আসল ! (হিসেব ক'রে)

কাপুড়ে সাল্লে দফা, দামের নাই আপস রফা
টাকায় টাকা মুনাফা, মুখে বলেন 'হরি বোল্'
(আবার) সাঁচ্চা ঝুঁট যায় না বোঝা,
হায়রে কি বজ্‌নিশ নকল।
(কার সাধ্য চিনে ?)
(বিদায়)

০

হয়নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না,
ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে।
যেহেতু, যেগুলি রুচিত না আগে,
এখন সেগুলো রুচ্‌ছে।

কেন-না, আমাদের বেড়ে মাথা সাফ
'গ্যানো' খুলে পড়ছি 'বিদ্যুৎ' 'আলো' 'তাপ'
মাপছি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ
(আর) মনের অন্ধকার ঘুচছে।
যেহেতু বুঝেছি বিস্কুট কেমন মধুর
কুক্কুট অস্থি কেমন স্বাদু
(আর) ক্রমে মদিরায় যার মতি যায়
কেমনে সে হয় সাধু !
(জাতীয় উন্নতি)

[কল্যাণী]

দুদিনের জলের বিম্ব,
বুঝিস তো অশ্ব ডিম্ব ;
তুই আবার ভারি পণ্ডিত,
শেষে তোর দীর্ঘ প্রস্থ। (বৃথা দর্প)

০

সেই, সুরু থেকে সূয্যিঠাকুর উদয় হন পূবে,
আবার সন্ধ্যাবেলা রোজ যেতে হয় পশ্চিমে ডুবে,
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ উঠে না, ভাই রে,—
তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি ক্ষয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই সুরু থেকে ক'চ্ছে ধরা সূর্য প্রদক্ষিণ,
আবার, মেরুদণ্ডের উপর ঘুরে ক'চ্ছে রাত্রি দিন ;
তাইতে, বার মাস আর ছ'টা ঋতু, ভাই রে,—
দেখ, ঘুরে ফিরে আসে যায়। (সেই সুরু থেকে)···
সেই, সুরু থেকে আগুন গরম, সাগর-জল লোনা,
আবার, রূপো সাদা, লোহা কাল, হলুদ রং সোণা ;
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে না, ভাই রে—

আর, কোকিল শুধু কুহু কয়। (সেই সুরু থেকে)
যা ছিল না, হয় না ত' আর, যা আছে তাই আছে ;
এই, পাঁচ ভেঙ্গে, দশ রকম হ'চ্চে, মিশছে গিয়ে পাঁচে ;
এ সব, ব্যাপার দেখে দিন দুনিয়ার, ভাই রে,—
সেই মালিক দেখতে ইচ্ছা হয়! (সেই আইন কর্তা)

(চির শৃঙ্খলা)

৯

সে কি তোমার মত আমার মত রামার মত শ্যামার মত,
ডালা কুলো ধামার মত, যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে ?
সেকি কলা মূলো কুমড়ো কাঁকুড় বেগুন শশা বেলের মত?
পেয়ারা আতা তাল কি কাঁঠাল আম জাম নারকেলের মত?
সেকি রে মন, মুড়কী মুড়ী মণ্ডা জিলিপী কচুরী ?
সে, তাম্রখণ্ডে খরিদ হ'য়ে, উদরস্থ হয়ে যাবে ?
সে তো হাট বাজারে বিকায় না রে, থাকে না তো গাছে ফ'লে,
দিল্লী লাহোর নয়, যে রাস্তা করিম-চাচা দেবে ব'লে ;
মামলাতে চলে না দাওয়া, ওয়ারিশ-সূত্রে যায় না পাওয়া
সে যে নয় মলয়া হাওয়া, যে বাহার দিয়ে বেড়িয়ে খাবে !...
সে যে যোগী-ঋষির সাধনের ধন, ভক্তিমূলে বিকিয়ে থাকে'
সে পায়, 'সর্ব্বং সমর্পিতমস্তু' ব'লে যে জন ডাকে .

(সাধনার ধন)

৫

আছ ত' বেশ মনের সুখে !
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঠুকে !...
যত যা ক'রে গেলে, সেইখানে সব উঠবে ঠেলে
তুমি তা টের কি পেলে ?
নাম উঠেছে যে 'Black Book'-এ।

(আছ ত' বেশ)

পার হলি পঞ্চাশের কোঠা।
আর দু'দিন বাদে মন রে আমার
ফুল ঝ'রে যাবে থাকবে বোঁটা।...
তুই পাকা চুলে করিস্ টেড়ি
যখন বাঁধতে হয় রে জটা :
তুই পান ছেঁচে খাস্, হায় রে দশা,
প'ড়ে গেছে দন্ত ক'টা।
তোর খাওয়া পরা ঢের হয়েছে
এখন পারের কড়ি জোটা ;
(আর কেন ?)

০

যমের বাড়ী নাই কোন পাঁজি ;
তার নাইক দিন বাছাবাছি ;
সে তো মানে না রে বারবেলা দিকশূল,
গ্রহগুলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্‌কুল
অমাবস্যা ত্র্যহস্পর্শ কিছুতে নয় গরবাজি।
(এখনও)

০

তুই লোকটা ত ভারি মস্ত !
দু'শ বার কর্ না জরিপ, ঐ সাড়ে তিন হস্ত।
(তার বেশী নয়)
হাজার, কি লক্ষ, অযুত
করেছিস কষ্টে মজুত
অমনি তোর পায়া বেড়ে হলি খুব পদস্থ !...
তোর ভারি পক্ক মাথা
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা
চন্দ্রলোকে যাবার রাস্তা ক'রেছিস প্রশস্ত।

(তুই) নাম ক'রেছিস্ ভারি জবর
ক'টা তারার রাখিস খবর ?
কবে কোথায় কোন্‌টার উদয় ?
কোনটা কোথায় যাচ্ছে অস্ত ?
(বল তো দেখি ?)
(বৃথা দর্প)

০

এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই ;
এতে ভাল জিনিস একটি নাই !
পদ্ম চক্ষু, নাসা তিলের ফল !
কুন্দ-দন্ত বিম্ব অধর মেঘের মতন চল,
(কামের) ধনু ভুরু, রম্ভা উরু
রং সোণা, কও আর কি চাই ?
(এটা তো) অস্থি চর্ম মাংস মজ্জা মেদ,
মূত্র বিষ্ঠা পিত্ত শ্লেষ্মা দুর্গন্ধময় ক্লেদ ?—
এটা পুঁতে রাখে, পুড়িয়ে ফেলে
(না হয়) অগ্নি ফেলে দেয় রে ভাই !
(দেহাভিমান)

০

আমাদের ব্যবসা পৌরোহিত্য ;
আমরা অতীব সরল-চিত্ত
হিত যাহা করি, জানেন গোসাঞী
(তবে) হরি যজমান-বিত্ত ।...
সাঁঝে, এক পাড়া থেকে ধরি
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি
বাড়ী-বাড়ী দু'টো ফুল ফেলে দিয়ে
দু'শো কালীপুজো করি ।·

আমরা-'ধর্মদাস দেবশর্ম'
আমরা বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম
কিন্তু নিজের বেলায় খাঁটি জেনো. নেই
অকরণীয় কুকর্ম। (পুরোহিত)

o

দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত Public Movement-এ Leader,
আর Conscience to us
is a marketable thing
(Which) we sell to the highest bidder.
(উকিল)

o

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী
কালা পাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি
এসব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।
আকবর সাহা কাছা দিত কিনা
নূরজাহানের কটা ছিল বীণা
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।
(পুরাতত্ত্ববিৎ)

o

যদি, কুমড়োর মত, চালে ধ'র ব'ত
পানতোয়া শত শত :
আর, সরষের মত, হ'ত মিহিদানা,
বুদিয়া বুটের মত !
(প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফ'লত গো) ;

(আমি তুলে রাখিতাম) ;...
যেমন, সরোবর মাঝে কমলের বনে
কত শত পদ্ম-পাতা,
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে শত শত লুচি
যদি রেখে দিত ধাতা !
(আমি নেমে যে যেতাম), (ক্ষীর-সরোবর-ঘন জলে আমি
নেমে যে যেতাম) ; (গামছা প'রে নেমে যে যেতাম) ;
(একটু চিনি যে নিতাম), (সেই চিনি ফেলে দিয়ে
ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম). (ঔদরিক)

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৬৬-১৯২৩)

তুমি চাও যত সস্তায় পারি কন্যা পাত্রসাৎ করি ; পুত্রের পিতা চাহে যত পারি গামোছা-নিঙড়ানর মত কন্যার পিতার নিকট হইতে টাকা আদায় করি। ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে কোন মতেই আত্মীয়তা স্থাপন হইতে পারে না. জামাইকে দেখিলেই কন্যার বাপ ভয়ে কাঁপেন। আবার ইংরেজীনবীস জামাই বাবুরা পত্নীকে লইয়া কেবল নায়িকার সাধ মিটান, নভেলী লভের মক্স করেন।

(জামাইষষ্ঠী)

০

স্মৃতি-সভা বা স্মারক সভা এখন ফ্যাশান হইয়াছে। যখন বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজ ছিল, মৃতের তখন রীতিমত শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া কাঙ্গালী বিদায় করিয়া স্মৃতিটা জগাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইত। এখন ইংরেজী সভ্যতার গুণে সব সস্তায় সারিবার চেষ্টা। পাচ সিকাতে টি-পার্টি বা সান্ধ্য সম্মিলন হয়, দশ পনর টাকা খরচ করিলেই স্মৃতি-সভা হয়। কলিকাতার বাঁধা আসরের জন কয়েক বাঁধা গাইয়ে এবং নাচিয়ে আছে, তাহারাই শুষ্ক মুখে খালি পেটে হাত-পা

নাড়িয়া খানিকটা বকে—সে বকুনির মাথামুণ্ড নাই, আগাগোড়া নাই, আর ছেলের পাল হাততালি দেয় হাসে মাতে কথা কয়। বস্, সভা ভঙ্গ হয়, স্মৃতি-সভা শেষ হইয়া যায়। (স্মৃতি-সভা)

০

বাঙ্গালীর কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স সম্মিলন সম্মেলন স্মৃতি-সভা শোক-সভা—সবই অভিনয় মাত্র; কেবল থিয়েটার কেবল রঙ্গ। এই রঙ্গে কেহ ছোট হয় কেহ বড় হয়, কেহ পতি সাজে কেহ বক্তা সাজে, কেহ সম্পাদক কেহ উপপাদক। এই রঙ্গেতে ছোট বড়র বিচার লইয়া মানাপমানের যাচাই হয়, মনীষা মেধার ওজন করা হয়। যে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হইল, সম্মেলনের পতি হইল, সে-ই দেশনায়ক পুরুষ, সে-ই পেট্রিয়ট, সে-ই বক্তা ও বড়লোক। (স্মৃতি-সভা)

০

আজকালকার সামাজিক বাবুরা আর অল্পে তুষ্ট নহেন; তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে বাদশাহী খোরাক না তৈয়ারী করিতে পারিলে তাঁহারা আইসেন না। দশ জনে মিশিতে হইলে যে দশ জনকে একটু একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। ফলে আনন্দময়—উৎসবময় বাঙ্গালা দেশ এখন নিরানন্দ এবং উৎসবহীন হইয়াছে। (বসন্তপঞ্চমী)

০

মাটি নিবি গো—সাবান-পমেটম ভুলিয়া—মাটি নিবি গো! বিদেশের প্রসাধন-উপাদানসকলকে মাটিতে ফেলিয়া মাটি নিবি গো! ইয়োরোপের পাউডার-ভস্ম ফুৎকারে উড়াইয়া—মাটি নিবি গো! এক বার দাঁড়াও, কোঠা-বালাখানা ত্যাগ করিয়া মর্ম্মরকুটীরকে বর্জন করিয়া নগরের সৌধশুষ্কতাকে পরিহার করিয়া নিত্য স্নিগ্ধ নিত্য শ্যামল বাঙ্গালার মাটির উপর দাঁড়াও। (মাটি নিবি গো)

০

ইংরেজী শিক্ষার অতি-প্রচারের প্রভাবে ইংরেজী ভাব সমাজে অনেকটা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই এখন কিছু অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী বর্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যের কতকটা রসাস্বাদন করিতে পারিতেছেন। কিন্তু সে রসাস্বাদন উচ্চাঙ্গের নহে; ডিটেকটিভ গল্প, আদিরসপ্রধান উপন্যাস এবং চুটকি গল্পের

উপভোগেই সে আস্বাদনের পর্যাবসান হয়। ফলে, আমাদের প্রত্নতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতন অনেকের রুচিকর হয় না; আমাদের কাব্যগুচ্ছ দুর্বোধ্যহেতু অনেকের পাঠ্য নহে; আমাদের সন্দর্ভ-নিবন্ধসকলও তদ্বৎ পরিহার্য। খবরের কাগজে চটকদার লেখা না হইলে তাহা বিকায় না, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, মাসিক পত্রে চুটকি গল্পের এবং বিচিত্র চিত্রাঙ্কনে আদিরস গড়াইয়া না পড়িলে তাহা তেমন রোচক হয় না। সুতরাং বলিতে হয় যে, আমাদের এ সখের সাহিত্য আপাততঃ দেশের হীন সখের পুষ্টি করিতেছে। (সম্মেলনের সখ)

০

এখন আমাদের নিজের কিছুই নাই, সাধারণ ব্যবহারের সকল সামগ্রী নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এখন ইউরোপ হইতে আমদানি হইতেছে। ইউরোপ হইতে সামগ্রী না আসিলে রোগীর পথ্য জুটে না, ঔষধের ব্যবস্থা হয় না, লজ্জা-নিবারণ হয় না; ছুঁচটি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এখন আমরা টাটের শালগ্রাম, মোমের রাধা হইয়াছি; ইউরোপ সাজাইলে সাজি, খাওয়াইলে খাই, রোগের চিকিৎসা করিলে চিকিৎসিত হই। এখন আমরা দাঁড়ের পাখী; নড়িতে পারি না, উড়িতে পারি না, নিজের আহার নিজে সংগ্রহ করিতে পারি না, প্রদীপ জ্বালিতে পারি না, নিজের হাতে পাখার বাতাস খাইতে পারি না। এখন আমাদের অন্নপানের বিচার নাই, সাজ পরিচ্ছদের বিচার নাই; ইউরোপ যাহা খাওয়ায়, তাহাই খাই, যাহা পরায়, তাহাই পরিধান করি। (না এ-দিক্, না ও-দিক্)

০

আমরা ইংরেজী শিখিয়া বক্তৃতায় প্রবন্ধে বেজায় আর্যামি করিতে খুব মজবুত। আমাদের ব্যাস বশিষ্ঠ ছিল বেদ বেদান্ত ছিল—হেন ছিল তেন ছিল বলিয়া কতই বড়াই করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা আমাদের পিতৃপিতামহের পল্লীকাৰ্তি জলাশয় পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে পারি না। যে পুষ্করিণীতে নিত্য স্নান করিব, বাসন মাজিব, রোগীর কাপড় ও বিছানা কাচিব, সেই পুষ্করিণীর জল পান করিব। এমন অবস্থায় রোগ হইবে না ত কি হইবে? আমরা যে সবংশে একেবারে নির্বংশ হইয়া যাই নাই, ইহাই আশ্চর্যের কথা। (যায় রে!)

তোমাদের দেশে তোমাদের বাঙ্গালী সমাজে খাঁটি বাঙ্গালী নাই কি? স্ত্রীস্বাধীনতা আছে যুবতীবিবাহ আছে বিধবাবিবাহ আছে, ছত্রিশ জাতি এক করিয়া পান ভোজনে একাকার আছে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাও আছে। তবে সে সব বাঙ্গালীর গাড়ু গামছার সঙ্গে কাপড় চাদরের সঙ্গে বেজায় ভার্ণাকুলার ভাবের সঙ্গে জড়ান মাথান আছে। সেখানে সেমিজ সেলুকা নাই, হ্যাট কোট নাই; রোষ্ট টোষ্ট নাই কারি কাট্‌লেট নাই রুটি বিস্কুট নাই। আছে মালপোয়া মালসাভোগ মুদ্রা মহাপ্রসাদ খোল করতাল। সে সব খাঁটি বাঙ্গালার জিনিস যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও, তবে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম সহজিয়া ধর্ম এবং বাঙ্গালার তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্ম বুঝিবার এবং জানিবার চেষ্টা কর। (বাঙ্গালার তন্ত্র)

০

ধর্ম ও ধর্মাচরণ দরিদ্রেরই অবলম্বন, যাহারা গরীব যাহারা জীবনে অনেক ঠকিয়া ঠেকিয়া বুঝিয়াছে, তাহারাই ধর্মকর্ম করিয়া থাকে। যাহাদের টাকা আছে বাবুয়ানির বিলাস আছে যৌবনের কিংবা ক্ষমতার মদমত্তত। আছে, তাহারা সহজে ধর্মকর্ম করে না। তবে ধনী, পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে যে একেবারেই ধর্মকর্ম নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

(নায়কের তর্পণ)

দীনেশচন্দ্র সেন

(১৮৬৬-১৯৩৯)

['বাংলার পুরনারী'র ভূমিকা]

এখন আমরা দূরদেশ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ হইয়াছি, কিন্তু নিজগ্রামের নদীটির নাম পর্যন্ত জানি না।

০

আমরা মোটরে করিয়া বিদেশীদের পাছে পাছে ঘুরিতেছি—এই পুচ্ছগ্রাহিতার দিন কবে অবসান হইবে?

[বৃহৎ বঙ্গ]

য়ুরোপের লেখকগণ ক্রাইষ্টের জন্ম ও তৎকৃত অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে সাধারণতঃ নীরব, নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের শুচিতা তাঁহারা রক্ষা করেন—আমাদের ঐতিহাসিক বিষয়গুলির অধিকাংশ ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত জড়িত, সেই বিশ্বাসে হানা দিতে তাঁহাদিগের একটুও বাধে না—এই জন্য আমাদের ইতিহাসের আলোচনাকালে তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক হইয়া বসেন।

০

মুসলমানদের জাতিয়তা অনেক বেশী, তাঁহাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে কেহ কিছু লিখিতে সাহসী হন না; ইংরেজ রাজার জাতি, তাঁহাদের ইতিহাস লইয়া কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না। একমাত্র হিন্দু সমাজই এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় গবেষণাশীল লেখকদের যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন।

০

ঝিনুকের জীব যেরূপ শুক্তির মধ্যে মুক্তা রক্ষা করে এবং তজ্জন্য প্রাণ দেয়—এদেশের শিল্পীরা চিরকাল সেই ভাবে তাহাদের নিজস্ব বিদ্যা রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু আর বুঝি তাহারা পারে না, দেশের লোকের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া এইবার দেশী শিল্প মরিতে বসিয়াছে!

০

জয়পুরী রাধা আঁচল ও পোষাকের গৌরবে ডগমগ হইয়া কৃষ্ণের বাম দিকে যেন অরুচিকর অকায়দা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কতকটা সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কৃষ্ণ নানা বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া মকর-মুখ স্বর্ণমণ্ডিত বাঁশী বাজাইতেছেন—কাহাকে ডাকিতেছেন, তিনিই জানেন।

০

আমরা উৎসবগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছি, ধর্মই এদেশের শিল্পীকে জীবিত রাখিয়াছিল, এখন পূজার মন্দির ও দালান ধ্বসিয়া পড়িয়াছে; শিল্পীদের দাঁড়াইবার জায়গা কোথায়?

ভক্তি গিয়াছে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে এখন প্রেমের স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই চলিতেছে, এদেশে স্বর্ণকারের আর দরকার নাই, রমণীরা অলঙ্কার চান না।

০

জাপানি-যন্ত্রের স্বল্প-মূল্য সোনার গিল্টি সেপটিপিন বা ব্রুচ পরিলে দেশী শিল্প কেমন করিয়া মাথা তুলিবে?

০

এদেশের জনসাধারণ অবজ্ঞার যোগ্য নহে। ইহারা অজগরের মত এক ঋতুতে ঘুমায় এবং এক ঋতুতে জাগে।

০

আজ আমরা হাড়ি ডোম প্রভৃতি জাতিকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে 'ছি! ছি!' করিয়া গৃহ প্রাঙ্গণ হইতে তাড়াইয়া দিতেছি—আমাদের সমাজের ইহারাই এককালে ভিত্তি রক্ষা করিতে যাইয়া অকাতরে প্রাণ দিয়াছে। এই অকৃতজ্ঞ সমাজের প্রতি বিরূপ হইয়া যদি তাহারা এখন প্রতিশোধ লয় তবে আমরা কি বলিতে পারি? ক্ষুদ্রতম কীটও জন্মে-জন্মে পদদলিত হইয়া শেষে সর্পে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রের মধ্যেও অনন্ত শক্তির বীজ লুক্কায়িত আছে, আমরা আপনার লোকদিগকে পর করিয়া দিয়া জাতির শক্তির কতটা হানি করিতেছি, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

০

স্ত্রীলোক কাহারও মুখ দেখিতে পারিবে না, মহাভারতীয় এই নীতির খুব বাড়াবাড়ি অভিনয় হইয়াছে। স্বর্গীয়া রাসমণির জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে, তিনি স্বামীর ঘোড়াটা দেখিয়া লজ্জায় একহাত ঘোমটা টানিয়া দিয়া তথা হইতে পলাইয়া গিয়াছিলেন। ইহা গল্প-গুজব নহে, সত্যকার ঘটনা, রাসমণি স্বয়ং লিখিয়াছেন। অবশ্য গাছ দেখিয়া লজ্জা পাওয়ার উদাহরণ এখনও আমরা পাই নাই। প্রচলিত 'অসূর্যম্পশ্যা' কথাটাতে সূর্যের দৃষ্টি হইতেও মেয়েদের আত্মরক্ষার ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি। জাতিভেদ এবং অন্নভোজনের যে কড়াকড়ি এদেশে হইয়াছে তাহাতে মনে হয়—সমস্ত ধর্মতত্ত্ব হাঁড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নৈষ্ঠিক হিন্দু রন্ধনশালায়

সতর্ক পাহারা দেওয়াই পরম ধর্ম মনে করিয়া থাকেন।

•

জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার তরঙ্গ উঠিয়াছে, কত দিক্ দিয়া কত ত্যাগের সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু দেশের ইতিহাসসম্বন্ধে তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা বিস্ময়কর! ঘরে আগুন লাগিলে এক বাল্‌তি জল আনিবার মতনও লোক কি দেশে নাই?

০

গভীর অরণ্যে যেরূপ ফল-ফুল জন্মিয়া লোকচক্ষুর অগোচরে বিলীন হয়, বাঙ্গলাদেশে কত যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্মিয়া সেইরূপ ভাবে ইতিহাসের অজ্ঞাতসারে ধরাধাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কে তাঁহাদের খোঁজ করে? এখনও বঙ্গের পল্লীতে-পল্লীতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে শত শত সংস্কৃত পুঁথি স্তূপীকৃত হইয়া কীট অগ্নি জলপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস পাইতেছে। কোন কোন স্থলে সেই সকল পণ্ডিতের অকৃতিবংশধরগণ তাহা নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়া পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইতেছেন, কোথাও বা অভাবের দায়ে কোন ব্রাহ্মণবিধবা পুরাতন পুঁথির বিনিময়ে ফেরিওয়ালার নিকট কিছু লবণ সংগ্রহ করিতেছেন।

০

বাঙ্গলাদেশই রূপকথারই দেশ, এদেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও খুঁজিলে শত শত প্রাচীন রূপকথা আবিষ্কার করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের এইসকল মূল্যবান্ উপকরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে, সেদিকে দৃকপাত না করিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষায় ডাক্তার উপাধি লাভের জন্য ছাত্রগুলিকে বিলাত পাঠাইতে-ছেন; তাহাদের অধিকাংশই দেশের প্রতি অনুরাগ দূরের কথা, একটা বিরাগ ও বিতৃষ্ণার ভাব লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। এই ছাত্রদিগকে যদি বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে পাঠাইতেন, তবে তাঁহারা অনেকটা শিখিতে পারিতেন, অন্ততঃ তাহাদের পাছে যে খরচ হয় তাহার অনেকটা কমিয়া যাইত, এবং তাঁহারা অশ্বডিম্ব বা আকাশকুসুম না আনিয়া সত্যকার কিছু হাতে লইয়া ফিরিতে পারিতেন।

-

এখনকার শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই অগ্নিমূল্য, অথচ দেশের লোকের অন্নসংগ্রহের কড়ি নাই। যেখানে খড়ো ঘরের টোলে গুরুর গরুর রাখালী করিয়া ছাত্র ষড়্‌দর্শন

পড়িত, সেইখানে বিমানস্পর্শী তুঙ্গ প্রাসাদ উঠিয়াছে, ছাত্রদের অভিভাবকগণ পুস্তকতালিকা ও তন্মূল্য দেখিয়া মূর্ছা যাইতেছেন।

০

মেয়েদের শিল্পে যে প্রাণের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা দেখিতে পাই—তাহাই বাঙ্গলার কুটীর-শিল্পের বিশেষত্ব। একখানি ভাল সুপ্রাচীন কাঁথা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, উহাতে যে ধৈর্য অবলম্বিত হইয়াছে তাহা অমানুষিক। এখনকার দিনে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া তেমন পরিশ্রম করিলেও কেহ ওরূপ জিনিষ তৈরী করিতে পারিবে না। ভালবাসা-প্রসূত সে শিল্পতপস্যা এদেশ হইতে কি চিরতরে বিদায় লইয়াছে ?

০

এক চাকার রথ চলে না। ঘরে বাহিরে পুরুষ ও স্ত্রী এই দ্বিচক্রবাহিত সংসার-রথ বিনা আড়ম্বরে চলিয়া যাইত। এখন যদি পুরুষেরা বিশ্বের সমস্ত সংবাদ রাখেন এবং স্ত্রীলোক কূপমণ্ডুকের ন্যায় স্বীয় অন্তঃপুরের বাহিরের কিছু না দেখেন, তবে অশান্তি হইবেই। স্ত্রীলোক এখন ঘরের কাজ কিছুই করিবেন না পণ করিয়া উপন্যাস-হস্তে শুইয়া পড়িয়া আছেন, অথচ বৎসর বৎসর মানবকের আবির্ভাব হওয়াতে অর্থসমস্যা ক্রমেই জটিল ও কঠিনভাব পরিগ্রহ করিতেছে।

০

পুরুষ বিবাহ করিতে চাহেন না, রমণীরাও নানারূপে এই গৃহের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছেন। ইহার ফল কি দাঁড়াইবে জানি না, কিন্তু পুরুষ হইয়া যদি স্ত্রীলোকের ভালবাসা না পায় এবং স্ত্রীলোক হইয়া যদি পুরুষের ভালবাসা না পায় তবে তাঁহাদের মত দুর্ভাগ্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।

০

স্নেহের দ্বারা যে কাজটি হয় তাহার মধুরতা ও লাবণ্য কাঁথাগুলি স্পর্শমাত্র অনুভব করা যায়। উহা যন্ত্রের তৈরী নহে, যত্নের তৈরী ; ছাঁচে ঢালা কৌশলের একঘেয়ে বাঁধুনির মধ্যে উহার জন্ম হয় নাই, শত সহস্রের মধ্যে একসঙ্গে পরিবেশনের জন্য সিঙ্গারের কলে উহা তৈরী হয় নাই, কাঁথাগুলি হাতে করিলেই মনে হইবে উহা বাৎসল্য বা দাম্পত্য-সুরভিমাখা।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৬৮ - ১৯২৯)

রূপসীদের চাঁদমুখ পাছে ময়লা হইয়া যায় তাই ঘোমটার সৃষ্টি। (ঘোমটা)

•

চোগাটা ঠিক যেন গিন্নীমানুষের ঘোমটা, মাথায় নামমাত্র দেওয়া অথচ মুখটা ঢাকা পড়িবে না। একটু না দিলেও আবার কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। (চোগা)

•

এখন প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি, অজাতশ্মশ্রু বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত থিয়েটারী ছন্দে প্রেমের ছড়া কাটিতে ব্যস্ত। (আধুনিক প্রেমের কবিতা)

•

সেকালের লোকে স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে কোশাকুশী, টাট, তাম্রকুণ্ড লইয়া বসিতেন, তাহাতে পূজার উপকরণ, গঙ্গাজল, ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী, চন্দন থাকিত। আর একালের যুবক যুবতীরা স্নানের পরেই আয়না, চিরুণী, ব্রুস লইয়া বসেন; পাউডার, রুষ্, পমেটম, এসেন্সের সদ্ব্যবহার করেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা?'

(সেকাল আর একাল)

[প্রেমের কথা]

যেমন আমাদের সাহিত্যে এমন একদিন ছিল যখন্ কানু ছাড়া গীত হইত না, তেমনি আধুনিক সাহিত্যে প্রেম ছাড়া নভেল হয় না।

•

অতীতকালের ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত নভেলেও (Historical novels, novels with a purpose, Problem novels) একটা প্রেমের কাহিনী গছাইয়া দেওয়া হয়, নতুবা গ্রন্থ সরস হয় না, পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় না, চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। এ সব ক্ষেত্রে প্রেমের কাহিনী যেন কুইনিনের বড়ী (Sugar Coating) চিনির মোড়ক।

•

'পিরীতি রসের সার', 'রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি' ও ইহার সাঙ্গো-পাঙ্গো 'পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন', শুধু রাধা-কৃষ্ণ লীলায় কেন, অধিকাংশ কাব্য-নাটকের অস্থিমজ্জা, রক্তমাংস, জান ও প্রাণ! কবিকুল ইহাই চিরাইয়া চিরাইয়া তারাইয়া তারাইয়া বর্ণনা করিয়া ধন্য হয়েন।

০

বিনা গরম মসলায়ও অরুচির রুচিকর, স্বাদু, স্বাস্থ্যকর তরকারী প্রস্তুত হয়; যথা, স্থুক্ত, চচ্চরী, ছেঁচড়া; তেমনি বিনা প্রেমের কাহিনীতেও সুপাঠ্য স্বাস্থ্যকর কাব্যনাটক রচিত হইতে পারে।

০

শুধু ইউরোপীয় সাহিত্যে কেন, ভারতীয় প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যেও অধিকাংশ স্থলে দাম্পত্য-প্রেম চিত্রিত হয় না, ইহাকে কবিকুল বড় একটা আমল দিতে চাহেন না, ইহাতে তাঁহারা ততটা চমৎকারিত পান না।

[চক্ষু-চিকিৎসা]

শুধু সংস্কৃত-সাহিত্য কেন, ইংরাজী বাঙ্গালা ফরাসী প্রভৃতি সকল সাহিত্যই চারি চক্ষুর চোরা চাহনির জোরে ও জেরে চিত্তচুরির চমৎকারী চমকপ্রদ বিবরণে ভরপূর।

০

সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখা যায়, তখনকার সমাজে স্বয়ংবরা হইবার প্রথা, গান্ধর্ব-বিবাহ, অনুলোম প্রনালিতে নির্দিষ্ট প্রকারের অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত থাকাতে, নিরঙ্কুশঃ শুধু কবয়ঃ কেন, নিরঙ্কুশঃ যুবতয়ঃ —এখনকার হিন্দু সমাজের তুলনায়। পরিণয়ের দরজা অনেকটা দরাজ থাকাতে, প্রেমের পন্থাঃ ততটা পিচ্ছিল ছিল না, প্রণয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন ততটা বিঘ্নবহুল বাধা সঙ্কুল ছিল না।

০

এখনকার রাঢ়ী বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্য বৈদিক, সপ্তশতী মধ্য শ্রেণী সরযূপারী শাকল দ্বীপীয় ঝিঝোতীয় ভূমিহার প্রভৃতি রকমারী ব্রাহ্মণের ও উত্তর

রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ী বঙ্গজ বারেন্দ্র এই চতুর্বিধ কায়স্থের (সাধারণতঃ এই দুই উচ্চ জাতি হইতেই নাটক নভেলের নায়ক-নায়িকা সংগৃহীত হয়)—কুলশীল গাঁই-গোত্র প্রবর মেল পর্য্যায়পটী গণবর্ণ প্রভৃতি চিড়ের বাইস-ফের বজায় রাখিয়া প্রেমের আখ্যান রচনা করা সহজ ব্যাপার নহে।

০

সস্তা মুদ্রাযন্ত্রের এবং তদপেক্ষাও সস্তা কল্পনাবৃত্তির কল্যাণে আমাদের সাহিত্য সরস্বতী অজস্র ছোট বড় মাঝারি গল্পগাছা উপন্যাস নবন্যাস রহোন্যাস নাটক নভেল প্রহসন পঙ্করং প্রসব করিতেছেন।

০

আধুনিক হিন্দু সমাজে পূর্বরাগের অবকাশ, রোম্যান্সের সুযোগ, নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; নিতান্ত বালিকার হৃদয়ে পূর্বরাগের সঞ্চার করা ভিন্ন আর গল্প লেখকদিগের উপায় নাই। তবে বরপণের চাপে কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িতেছে, ইহাতে গল্প-লেখকদিগের বেশ একটু সুবিধার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছে।

০

মেসের ছাদ হইতে নায়িকাকে দেখিয়া নায়কের প্রেমসঞ্চার ও নায়িকার প্রতি-দান অনেকগুলি ছোট গল্পে দেখিয়াছি। ইহারই রকমফের 'জানালার কাব্য' হইতে জানা যায়, গবাক্ষ পথেও কালিদাসের মেঘের ন্যায় মন্মথের যাতায়াত সহজ।

[কৈফিয়ত : মোহিনী]

আজকালকার দিনে যেমন একদিকে আবালবৃদ্ধবণিতা গল্প পড়িবার জন্য লালায়িত, তেমনি অন্য দিকে নবীন-প্রবীণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গল্প লিখিতে প্রবৃত্ত। অন্যে পরে কা কথা, দর্শনশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ের অধ্যাপকও গল্পের পসরা লইয়া হাটে ফিরি করিতেছেন, ইহা যুগধর্ম, এড়ান অসাধ্য। অসম্ভব বলিলেও হয়।

প্রমথ চৌধুরী

(১৮৬৮ - ১৯৪৬)

[বীরবলের হালখাতা]

সাধারণ লেখকের কথা ছেড়ে দিলেও, নামজাদা লেখকের বই বাজারে কাটে কম, কাটে বেশি পোকায়। বাংলাদেশে লেখকের সংখ্যা বেশি কিংবা পাঠকের সংখ্যা বেশি বলা কঠিন। (বইয়ের ব্যবসা)

•

বই লিখলেই যে ছাপাতে হবে, এটিই হচ্ছে লেখকের ভুল। আর বই কিনলেই যে পড়তে হবে, এটিই হচ্ছে পাঠকদের ভুল। (বইয়ের ব্যবসা)

•

বই জিনিসটিকে ধূমপত্রের সঙ্গে তুলনা করাটাও অসঙ্গত নয়। কারণ অধিকাংশ বই, কাগজে মোড়া ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। (বইয়ের ব্যবসা)

•

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো। (যৌবনে দাও রাজটীকা)

•

বিজ্ঞানের প্রদীপ যে সাহিত্যের লালবাতি, এ কথা কে না জানে ?

(প্রত্নতত্ত্বের পারস্য উপন্যাস)

•

শিশুপাঠ্য-সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পারে না, আর শিশুরা সমাজের উপর আর যে অত্যাচারই করুক না—সাহিত্য রচনা করে না। (শিশুসাহিত্য)

•

কলধ্বনি না করতে পারি, কলরব করবার অধিকার আমাদের সকলেরি আছে।

(সুরের কথা)

•

দর্শনের অর্থ হচ্ছে সেই সত্য, যা চোখে দেখা যায় না। (সুরের কথা)

আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয়, তার প্রমাণ—আমরা চোখে কিছুই দেখিনে, কিন্তু হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি। (ফাল্গুন)

মাসিকপত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার আর পয়লা ফাল্গুনে প্রেমের কবিতা বেরোনো চাই-ই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনের কল্পনার এত বাষ্প নেই, যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করতে পারে। তা ছাড়া, যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে, তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। (বর্ষার কথা)

০

আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে নচেৎ মাসিকপত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন শুধু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়। কেননা মাসিকপত্রের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পয়লা বেরনো। কি যে বেরল তাতে কিছু আসে যায় না।

(বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ)

০

কোনো সুন্দরীর দৈর্ঘ প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্যও তেমনি আর এক হিসাবে সত্য। (বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ)

০

মানসিক আলস্যবশতঃই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারি নে, তার একমাত্র কারণ আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে। (বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ)

০

একদিকে আমরা বাহ্যবস্তুর প্রতি যেমন বিরক্ত, অপরদিকে অহংএর প্রতি ঠিক

তেমনি অনুরক্ত। আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের মনে যে সকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয় তা এতই অপূর্ব এবং মহার্ঘ যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের আর দৈন্য ঘুচবে না। তাই আমরা অহর্নিশি কাব্যে ভাব প্রকাশ করতে প্রস্তুত।

(বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ)

০

অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিস নয়, এ কথা গণধর্মাবলম্বীরা সহজে মানতে চান না। (বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ)

০

দর্শনের কুতবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে, কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করা চলে না, কেননা অত সৌন্দর্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্মের পর্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই যে কোনো অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য এ বিশ্বাসও আমাদের চলে গেছে। (বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ)

০

কোন শাস্ত্রেই একথা বলে না যে, 'বাণিজ্যে বসতে সরস্বতী।'

(বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ)

০

ধরাকে সরা জ্ঞান করা আমরা সকলেই উপহাসের বিষয় বলে মনে করি, কিন্তু সরাকে ধরা জ্ঞান করা আমাদের কাছে একটি মহৎ জিনিস। (হালখাতা)

০

মাসিক পাঁচটাকা বেতনের গুরু নামক গরুর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গরু তাড়ানো শ্রেয়। 'ক' অক্ষর যে কোন লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত নয়, এ কথা আমরা সকলেই মানি; কিন্তু 'ক' অক্ষর যে আমাদের রক্তমাংস হওয়া উচিত, এ ধারণা সকলের নেই। (তর্জমা)

০

সাহিত্য কস্মিন্‌কালেও স্কুল মাস্টারির ভার নেয়নি। এতে দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুল মাস্টারেরা একালে সাহিত্যের

ভার নিয়েছেন। (সাহিত্যে খেলা)

০

শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে পান করে ; কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। (সাহিত্যে খেলা)

০

কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। (সাহিত্যে খেলা)

০

একটু উঁচুতে না চড়লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ করতে পারিনে। বেদীতে না চড়লে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না ; রঙ্গমঞ্চে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না ; আর কাষ্ঠমঞ্চে না দাঁড়ালে আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। (সাহিত্যে খেলা)

০

আমি বাংলা ভাষা ভালোবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে। (কথার কথা)

০

হাজারে ন'শ নিরানব্বই জনের সরস্বতী মৃতবৎসা। তাছাড়া সাহিত্যজগতে মড়ক অষ্টপ্রহর লেগে আছে। লাখে এক বাঁচে, বাদ-বাকির প্রাণ দু-দণ্ডের জন্যও নয়। (কথার কথা)

০

তোমাদের মেয়ে প্রায় পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায় মেয়ে। বুড়োও হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না,—ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আসতে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হ'লে। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই। (আমরা ও তোমরা)

[আমাদের শিক্ষা]

তাসের ঘর কিণ্ডারগার্টেনেই শোভা পায়, সাবালক সমাজে নয়।

(বাংলার ভবিষ্যৎ)

॰

জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। (বই পড়া)

॰

আমাদের ছেলেরা নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্‌গিরণ করে দেয়। এর জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। (বই পড়া)

॰

আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। (বই পড়া)

॰

বিদ্যালয়ে মাস্টারমহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হন পাস। (বই পড়া)

[নানা চর্চা]

প্রশ্ন করতে পারে সবাই, কিন্তু উত্তর দিতে পারে কজন? (বীরবল)

॰

আলিপুরে লাটসাহেবের বাড়ির পাশেই আছে পশুশালা, এর থেকে লাটসাহেবকে পশুশালার অধ্যক্ষ বলে ধরে নেওয়াটা ঐতিহাসিক বুদ্ধির কাজ হতে পারে, কিন্তু সহজ বুদ্ধির কাজ নয়। (বীরবল)

ভারতচন্দ্রের তুলনায় আমরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল, অর্থাৎ আমরা সকলেই কলের জল খাই, রেলগাড়িতে ঘোরাফেরা করি, পদব্রজে পুরী থেকে বৃন্দাবন তো দূরের কথা, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাটে যেতে প্রস্তুত নই ; এবং চল্লিশ টাকা মাস মাইনেয় কাব্য লেখা দূরে থাক, অত কমে আমরা কেউ মাসিক-পত্রের এডিটারি করতেও নারাজ। নিজেরা আরামে আছি বলে আমরা মনে করি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা সব দাঁতে হীরে ঘষতেন, আর তাঁদের ঘরে রুইমাছ ও পালংশাক ভারে ভারে আসত। (ভারতচন্দ্র)

০

ধানের চাষ পৃথিবীতে একমাত্র চাষ নয়, মনের চাষ বলেও একরকম চাস আছে, আর সেই চাষেরই ফসল হচ্ছে সাহিত্য। অন্ততঃ এতদিন তাই ছিল। (ভারতচন্দ্র)

০

এ যুগে আমরা কোনো কবির জজ কিংবা উকিলকে ক্রিটিক বলে গণ্য করিনে, সাহিত্য-সমাজের পাহারাওয়ালাদের তো নয়ই। তাঁকেই আমরা যথার্থ সমালোচক বলে স্বীকার করি, যিনি সাহিত্যরসের যথার্থ রসিক। (ভারতচন্দ্র)

০

হাসি জিনিসটেই অশিষ্ট। কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি। (ভারতচন্দ্র)

০

আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়টা নৃশংসতা মনে করি। (ভারতচন্দ্র)

[সাময়িক পত্র]

প্রাচীনদের মতে কথা সোজাসুজিভাবে বললে তা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয়, আর বেঁকিয়ে চুরিয়ে বললেই তা শুধু অগ্রাম্য নয়, রসাবহ হয়। অর্থাৎ বুক ও মুখের ভিতর কর্ডলাইনই গ্রাম্য এবং লুপ অগ্রাম্য।

(কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত)

যদিই ধরে নেওয়া যায়, সাহিত্যেরও স্বাস্থ্য বলে একটা গুণ আছে, তাহলে সে স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন কে এবং কি উপায়ে? পুলিশ ও সমালোচক সাহিত্যের উপর কড়া শাসনের বলে? বলা বাহুল্য, যাঁরা এরূপ শাসনের পক্ষপাতী তাঁরা স্বাস্থ্যের বিষয় সব জানতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের বিষয় কিছুই জানেন না।

(কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত)

০

চুরি করা যে অধর্ম, এবিষয়ে আমরা সকলে একমত। যাঁর নিজে চুরি করতে আপত্তি নেই, তিনিও তাঁর জিনিস পরে চুরি করলে তাঁকে পুলিশে ধরিয়ে দেন।

(চিত্রাঙ্গদা)

০

কাব্য ম্যাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য। (চিত্রাঙ্গদা)

০

ভাষার ও ভাবের খেলো জমির উপর উপমা-অনুপ্রাসের চুমকি বসানো শুধু মন্দ কবির কারদানী। (চিত্রাঙ্গদা)

[নানা কথা]

সাহিত্য জাতির খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। (সবুজ পত্রের মুখপত্র)

০

কোনও কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনও কোনও কথায় মন ভেজে এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। (সবুজ পত্রের মুখপত্র)

০

লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে, কাজও নয়, খেলাও নয়, শুধু অকাজ। (সবুজ পত্রের মুখপত্র)

০

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নামে এই অপবাদ ছিল যে, বাঙ্গালী রসমা-

সর্বস্ব, বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই ত রচনাসর্বস্ব। (বর্তমান বঙ্গসাহিত্য)

০

অতীতের গুণকীর্তন করা নেহাত সহজ, বিশেষতঃ চোখ বুজে। আর এক কথা, স্বদেশের অতীত হচ্ছে প্রতি জাতির পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি এবং তা সমাজের ভোগ দখলের বিষয়, অতএব তার প্রতি সাংসারিক মনের টানও বেশি মানও বেশি। বর্তমানের দুর্ভাগ্য এই যে, তা অস্থাবর। এবং তার যা ভোগ সে শুধু কর্মভোগ। (বর্তমান বঙ্গসাহিত্য)

০

আমাদের পক্ষে নবসাহিত্যের নিন্দা করা যেমন সহজ, প্রশংসা করা তেমনি কঠিন। কেননা খ্যাতনামা লেখকদের বিচার করবার অধিকার যেখানে কারও নেই, সেখানে অখ্যাতনামা লেখকদের উপরে জজ্ হয়ে বসবার অধিকার সকলেরই আছে। (বর্তমান বঙ্গসাহিত্য)

০

গুরুপুরোহিতেরা সমাজের হাতে গড়া, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক Labour Saving machines। (বর্তমান বঙ্গসাহিত্য)

০

কোনো দরিদ্র লোকের যদি কোনো ধনীলোকের সহিত দূর সম্পর্কও থাকে, তাহলে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, সে গরিব বেচারা সেই দূরসম্পর্ককে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাতে পরিণত করতে চেষ্টা করে।

(বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা)

০

কি জীবনে, কি সাহিত্যে, কোনো একটা বিশেষ মত্ কি ভাবকে প্রাধান্য দিতে না পারলে আমাদের যত্ন চেষ্টা এবং পরিশ্রম সবই নিরর্থক হয়ে যায়। মনোজগতেও যদি আমরা শুধু ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমির দেখি, তা হলে আমাদের পক্ষে তটস্থ হয়ে থাকা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। (সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা)

০

স্কুলপাঠ্য-পুস্তকরূপ টিনের কৌটায় যা রক্ষিত হয়ে থাকে, তা শুধু সাধুভাষারূপ

নটানে। গরুর দুধ। সুতরাং সেই টিনের গরুর দুধ খেয়ে যারা বড় হয়, মাতৃদুগ্ধ যে তাদের মুখরোচক হয় না, তা আর আশ্চর্যের বিষয় নয়। (সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা)

[চার ইয়ারি কথা]

পুরুষমানুষ হচ্ছে বাঁদরের জাত। রাস্তায় যদি কোনও মেয়ে একা চলে, আর তার যদি রূপযৌবন থাকে, তাহলে হাজার পুরুষের মধ্যে পাঁচশজন তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে, পঞ্চাশজন তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসবে, পাঁচজন গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা করবে, আর অন্ততঃ একজন এসে বলবে, 'আমি তোমায় ভালোবাসি।'

০

বাঁদর ছাড়া আর এক জাতের পুরুষ আছে, যারা (মেয়েদের) রক্ষক। সে হচ্ছে পোষা কুকুরের জাত। এ জাতের পুরুষরা (মেয়েদের) পায়ে লুটিয়ে পড়ে, মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, গায়ে হাত দিলে আনন্দে লেজ নাড়ায়, আর অপর কোনও পুরুষকে (মেয়েদের) কাছে আসতে দেয় না। বাইরের লোক দেখলেই প্রথমে গোঁ গোঁ করে, তারপর দাঁত বের করে,—তাতেও যদি সে পিঠটান না দেয়, তাহলে তাকে কামড়ায়।

০

ছোট ছেলের যেমন মিষ্টি দেখলেই খাবার লোভ হয়, বিশ-একুশ বৎসর বয়সের বড় ছেলেদেরও তেমনি মেয়ে দেখলেই ভালোবাসা হয়।

০

নিজের হাতেগড়া দেবতার পায়ে মানুষ যখন মাথা ঠেকায়, তখন অভক্ত দর্শকের হাসিও পায়, কান্নাও পায়।

[আহুতি]

পৃথিবীতে কেউ জন্মায় চরে খাবার জন্য, কেউ জন্মায় বাঁধা খাবার জন্য।

(একটি সাদা গল্প)

ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায়। ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে, কিন্তু সে বোন-সতীনের মত। (ফরমায়েসী গল্প)

০

স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভালোবাসায় পড়লে লোকে মাথায় মধ্যম-নারায়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য। (ফরমায়েসী গল্প)

০

তত্ত্বকথার কুইনিন খাওয়ালে ভালোবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না। (ফরমায়েসী গল্প)

০

জল অবশ্য যার তার হাতে খাওয়া যায় না, কিন্তু মদ সকলের হাতেই খাওয়া যায়। আর ভালোবাসা জিনিসটে ত দুনিয়ার সেরা মদ। (ফরমায়েসী গল্প)

০

জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয়, আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামি-মতে, কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে। (ফরমায়েসী গল্প)

০

যুদ্ধ নিয়ে কথা কইতে গেলেই নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির অন্তরেও বীররসের সঞ্চার হয়। (ছোট গল্প)

০

এ যুগে ধর্মবলও বল নয়, কর্মবলও বল নয়, একমাত্র বল হচ্ছে বুদ্ধিবল, ওরফে বাক্যবল। (রাম ও শ্যাম)

০

বাঙালীতে কোনও বাঙালীকে বড লোক বলে মানে না, যতক্ষণ না সে মরে।

(রাম ও শ্যাম)

০

বাঙালীর বিশ্বাস, মানুষের মত মানুষ দেশে নেই, আছে শুধু বিদেশে।

(রাম ও শ্যাম)

[কথাসাহিত্য]

সাহিত্য জগতে চুরি বলে কোনও জিনিস নেই। রামের কথা শ্যাম আত্মসাৎ করতে পারলেই তা শ্যামের কথা হয়ে উঠে। এই আত্মসাৎ ক্রিয়াটাই প্রতিভা-সাপেক্ষ। যে পরের জিনিস নিজের মনের উত্তাপে গলিয়ে নিতে পারে না, সাহিত্য-রাজ্যে সেই চোরদায়ে ধরা পড়ে।

[ভাববার কথা]

Genius-এর সঙ্গে fool-এর একটা মস্ত মিল আছে। উভয়েই born not made. এই উভয়ের প্রভেদ ধরা বড় শক্ত। তাই সাহিত্য সমালোচকেরা নিত্য genius-কে fool বলে ভুল করে, আর fool-কে genius বলে।

[দু-ইয়ারকি]

দৈনিক কর্তব্যমাত্রেই বিরক্তিকর, যথা—আমাদের আপিসে যাওয়া।

•

আমরা যাকে ওকালতি বলি—সে হচ্ছে এক কথা একশ' রকমে বলবার বিদ্যে।

[তেল, নুন, লকড়ি]

যেমন আমরা অতীতে বিদেশীয়তা স্বদেশীরকমে অভ্যাস করেছি, তেমনি আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশী নিয়মে চর্চা করতে হবে।

০

ইহলোকের সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করলে শুধু পরলোক-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

০

সু-গৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের সম্মার্জনা করা।

ইংরাজের কাছে আমরা শিখেছি যে, দৈন্য পাপ নয়, কিন্তু স্বদেশীয়তা অসভ্যতা।

০

ধার-করা সভ্যতা রক্ষা করতে শুধু ধার বাড়ে।

০

যিনি আর্ট জিনিসটা অপরকে যত কম বোঝাতে পারেন, নিজে তিনি তত বেশি বোঝেন।

০

আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে।

০

পুরোহিতের বেশ ধারণ করলে মানুষকে হয় ভণ্ড, নয় ধার্মিক হ'তে হয়।

[বীরবলের টিপ্পনী]

মনু বলেছেন, ভারতবর্ষে চারিটিমাত্র বর্ণ আছে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ; কিন্তু নাস্তি পঞ্চমঃ। এ ত সেকালের কথা। একালে ভারতবর্ষে, চন্দ্রের দুই পক্ষের মত সবে দুটিমাত্র বর্ণ আছে,—কালো আর সাদা। (কংগ্রেসের দলাদলি)

০

গুলীর আড্ডায় আমরা পৃথিবীর যত 'রাজা রুজীর' মারি। বাহিরের রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি না। আমরা বক্তা নই ; আমরা শুধু সার কথা বলি, সুতরাং স্বল্পভাষী। সংবাদপত্রের সহিতও আমাদের কোন সংস্রব নাই ; কারণ, গুলীর আড্ডাই সকল সংবাদের জন্মভূমি ; আমরা প্রতিজনে একাধারে Reuter এবং Times। (গুলীখোরের আবেদন-পত্র)

[রায়তের কথা]

স্ত্রী-মাত্রেই স্বামীর প্রাইভেট টিউটার। (টীকা)

০

আজকাল এমন কোনও কথা বলবার যো নেই, আর পাঁচজনে যাকে একটা

ismমের ভিতর টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা না করবেন। তা যদি না করেন, তা হ'লে তাঁরা যে শিক্ষিত, তা কি করে' প্রমাণ হয়? (টীকা)

[পদ-চারণ]

নীতি আর রাজনীতি আর ধর্মনীতি,
যত গরু গুরু সেজে শিক্ষা দেয় নীতি। (বন্ধুর প্রতি)

০

কবিতা লিখেছি সখি, হয়েছে কসুর।
প্রথম মুস্কিল মেলা চরণে চরণ,
দ্বিতীয় মুস্কিল শেখা একেলে ধরণ,
তৃতীয় মুস্কিল দেখি পাঠক শ্বশুর! (কবিতা)

০

জলো ধর্ম, জলো নীতি, বেচাকেনা হয় নিতি,
সাহিত্য-বাজারে।
তত্ত্ব, তথ্য, তন্ত্র, মন্ত্র, জন্ম দেয় মুদ্রাযন্ত্র
হাজারে হাজারে। (পত্র)

০

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম,
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভাল শতগুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের কড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

(সমালোচকের প্রতি)

বাঙ্গালী জাতির এটি পরম সৌভাগ্য,
হেন লোক নাই যার নাহি বৌ-ভাগ্য ! (দুয়ানি)

[সনেট-পঞ্চাশং]

বাঙ্গলার যত নব যুবা কবিবঁধু,
যুবতী ছাড়িয়ে এবে ভজিছে বালিকা।
তাদের চাপিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-নালিকা,
চোঁয়াতে প্রয়াস পায় তাজা প্রেম-মধু !...
বলিহারি কবি-ভর্তা M,A. আর B,A.
বাল-বধূ লতিকার ঝুলিবার তরু !
মানুষ মরুক সবে গলে রজ্জু দিয়ে,
বেঁচে থাক্ কবিতার যত কাম-গরু ! (বালিকা বধূ)

০

প্রিয় কবি হ'তে চাও, লেখো ভালবাসা,
যা' পড়ে' গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দু'টি আয়োজন,—
জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা ! (উপদেশ)

০

কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল;
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
মনোঘুড়ি বুঁদ হ'লে ছাড়িনে লাটাই ! (আত্মকথা)

০

পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব ॥

(ব্যর্থ জীবন)

দীনেন্দ্রকুমার রায়

(১৮৬৯-১৯৪৩)

[পল্লীচিত্র]

সে কালটা যতই অসভ্য হোক, সেটি আমাদের খাঁটি জিনিস ছিল ; তাহার মধ্যে এতটা কৃত্রিমতার চাকচিক্য প্রবেশ করে নাই। সেকালের ছেলেরা ক্লাসের 'ফার্স্ট বয়' হইয়া এক নিশ্বাসে প্রথম চার্লসের ঊর্ধতন সাতপুরুষের নাম মুখস্থ বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু তাহারা আপন পিতৃ-পিতামহাদির নাম দশপুরুষ পর্যন্ত বলিতে পারিত।

•

বনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রথমে মাটির উপর সবলে দুরমুসের আঘাত করা প্রয়োজন ; এই কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় গুরু মহাশয় আমার দেহ-মৃত্তিকায় নিরন্তর মহা উৎসাহে মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাতের সুদৃঢ় দুরমুস প্রয়োগ করিতেন। অগত্যা আমি সেগুলি সহিষ্ণুতা সহকারে সহ্য করিতাম।

সেকালে পাঁচ টাকা বেতনের উপর দশটাকা উপরি ছিল ; বেতনটা তো ফাউ-র সামিল, উপরি আয়ই আসল রোজকার।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঙ্গতি বঙ্গীয় চিত্রাবলীতে কদাচ লক্ষিত হয়। মানবদেহের বর্ণ মানুষের মত না হওয়া, গঠনে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, এবং মুখশ্রীতে সকল ভাবের আত্যন্তিক অভাব, ইহাই এখন আমাদের চিত্রশালার গৌরব।

(হিন্দু দেবদেবীর চিত্র)

ইংরাজী যেদিন আমাদের ভাষা হইবে, সেইদিন আমরা ইংলণ্ডের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইব। ইংলণ্ড গর্ব করিবে, ভারতবাসীকে আমরা কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা কি বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া মরা ভাল নয়? ডুবিয়া মরিতে কি এতই কষ্ট? (আশা)

০

বাঙালী এখন বুঝিয়াছে, উদরের প্রসার বৃদ্ধির উপর কাহারও উন্নতি নির্ভর করে না। (আশা)

০

স্ত্রীলোকের স্ত্রীভাব থাকা বিশেষ আবশ্যক। পুরুষবেশ স্ত্রীজাতিকে কিম্ভুত-কিমাকার করিয়া তুলে মাত্র। (আষাঢ়ে গল্প)

০

বর্ষাকালীন দেশলায়ের মত অনেক কথা হাওয়া লাগিলেই ভিজিয়া যায়। চক্‌মকির আগুনে সময় সময় তাহাদিগকে না তাতাইয়া লইলে চলে না।

(আষাঢ় ও শ্রাবণ)

০

ভিখারীর মত আমরা পদে পদে পরের দুয়ারে মান ভিক্ষা করিতে যাই— স্বজাতিকে পদদলিত করিয়া, সহোদরের মস্তক অবনত করিয়া, মাতার নাম কলঙ্কিত করিয়া আমরা মনে করি, মান বাড়িল। পরে দেখিয়া হাসে, আমরা ভাবে গদগদ হই। (জন্মভূমি)

০

যেখানে মাতার শীর্ণ দেহ, ম্লান মুখ দেখিয়া সন্তানের হৃদয়ে শোক উথলে না, অত্যাচার প্রপীড়িত ভ্রাতার কাতর ক্রন্দনে হাই উঠিতে থাকে, পরের মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য সন্তানেরা পরস্পরের বিপক্ষে দাঁড়াইতে সম্মত হয়, সেখানে মঙ্গলের আশা কোথায়? (জন্মভূমি)

০

ব্রহ্মদৈত্যেরা ভূতজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব—হাজার হউক, ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম

কি না। ইহাদের মনে তেমন নীচ ভাব নাই। পূজা আহ্নিকের দিকেই ইহাদের মতি। (ভূতকথা)

০

লোকের ছিদ্র পাইলে বাঙালী জাতি যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, এমন আর কোনও জাতি নহে। (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

০

স্ত্রী সেবা করিতেই আছে। সুতরাং পঞ্চাশটা বিবাহ করিলে চব্বিশ ঘণ্টা পাখার বাতাস খাইবার সুবিধা। জঠরানলবিহীনা স্ত্রী মিলিলে খরচের হিসাবে আরো ভালো। (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

০

অক্ষমতাই মহত্ত্বের উপর বিরক্তির প্রধান কারণ। আলস্য পরিহার করিয়া কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নির্ভয়ে খাটিয়া যাওয়া অনেকের পোষায় না। তাহারাই আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় মহত্ত্বের নিন্দা রটাইয়া বেড়ায়। মহত্ত্বের উন্নত মস্তকের আড়ালে তাহারা ঢাকা পড়িয়া যায়, এই জন্য লাফালাফি না করিলে তাহাদের কেহ দেখিতে পায় না। (মহত্ত্ব)

০

মহত্ত্বকে আক্রমণ করার একটা সুবিধা এই যে, তাহার নিকট প্রতি-আক্রমণের বড় আশঙ্কা নাই। (মহত্ত্ব)

০

সংসারের নিয়মানুসারে অতিথি সর্বসুখ উপভোগ করিয়াও সামান্য ত্রুটি কল্পনায় অভিশাপ দিবার অধিকারী। (কৃতজ্ঞতা)

০

রাজাপ্রজার মধ্যে সম্বন্ধ কেবল ভয়ের। প্রজা রাজাকে ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলে—নহিলে বিপদ ঘটিতে আটক নাই, রাজা প্রজাকে তাঁবে দাবাইয়া রাখেন—তোষামোদ করিলে অনুগ্রহ করেন, নহিলে নিগ্রহের এক শেষ।

(বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা)

নব্যসাহিত্যে বিদেশ হইতে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র সেনা-সেনাপতি আসিয়াছে, কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ বৈ আর অধিক কিছু করিতে হয় নাই। বন্ধুর গৃহ হইতে দুই চারিটা কামান বন্দুক ধার করিয়া আনিয়া শত্রুকে দেখাইবার জন্য গোটা কতক ফাঁকা আওয়াজ আর কি! (প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য)

০

ভাল জিনিসকে মন্দ করিয়া না লইলে তাহাতে আমোদ উপভোগ হয় না, দেবতাকে বানর করিয়া না গড়িলে মন প্রবোধ মানে না। শিবের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি ইদানীং লক্ষ্মীছাড়া গঞ্জিকাসেবকের অস্থিপঞ্জর হইয়া উঠিয়াছে—কৈলাসধাম হইয়াছে গঞ্জিকার প্রধান আড্ডা, রাজনীতিবিশারদ অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ছলনাপটু বংশীধর রমণীমোহনে পরিণত হইয়াছেন, মহত্ত্ব গাম্ভীর্য সুবিধামত ছিব্‌লামিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। (প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য)

০

বাংলা দেশের অনেক দুগ্ধপোষ্যও আজিকালি থুঁথু ফেলায় এবং মাথা চুলকানয় ধর্মের মহিমা দেখিতে পায়। (প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য)

০

আমাদের অন্তঃপুরচারিণীগণ কিরূপ সৌন্দর্যের পক্ষপাতী বলা যায় না। বাংলা দেশেই তো বীর সেনাপতি কার্তিকেয় সৌখিন বাবু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। (রাধা)

০

নীতি উপদেশ এতই সুলভ, এবং এই জন্যই নীতি উপদেশের গন্ধ পাইলেই অধিকাংশ লোক পলাইতে চাহে। কিন্তু হতভাগ্য বালকেরা ইচ্ছা করিলেও পাঠশালা ছাড়িয়া পলাইতে পারে না, এই জন্য জুলুমটা তাহাদেরই উপরে হয় বেশি। ছেলেগুলা অভ্যস্ত কথা কেবল মুখস্ত বলিতে শেখে এবং বড় বয়স পর্যন্ত নৈতিক জ্যাঠামি কিছুতে ছাড়িতে পারে না। (নীতিগ্রন্থ)

০

চারি দিক্ দেখিয়া শুনিয়া স্ত্রীজাতির মধ্যেই অন্তরঙ্গত্ব অধিক বলিয়া মনে হয় না? স্ত্রী-সম্মিলনীতে হৃদয়ের অন্তঃপুর ত থাকে না, যাহা কিছু গোপনীয় ছিল—

ব্যক্ত হইয়া পড়ে। যেমন করিয়া হউক, দুইটি জিহ্বা একত্র হইলে স্বামিবর্গ সমালোচিত হয়েন, শত্রু মিত্র যথাযথ বর্ণে দেখা দেন, টীকা টিপ্পনী অলঙ্কার বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। সুতরাং স্ত্রীজাতির মধ্যে অন্তরঙ্গত্বের বিশেষ প্রাদুর্ভাব অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে। হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে যাহার দিন রাত্রি প্রবেশা-ধিকার আছে, সেই ত অন্তরঙ্গ। স্ত্রী-সম্মিলনীতে এ অধিকার প্রায় দেখা যায়। তাই ত বলিতেছি, স্ত্রীজাতি অন্তরঙ্গের দল। (অন্তরঙ্গ-তত্ত্ব)

০

আমাদের দেশে বড়মানুষীর সহিত আলস্যাধার তাকিয়া-কুল এবং অবসর-লালায়িত মোসাহেববর্গবেষ্টিত শূন্যগর্ভ বিপুল উদরপুঙ্গবের ভাব অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে। বড়মানুষীর তাম্রকূট-ধুমোদ্গীরিত পর-সমালোচনাচ্ছন্ন পাষাণ-সিংহাসনে নির্মম শকুনি-ব্রতের প্রতিষ্ঠা না করিয়া অনেকে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ভাব মনে আনিতে অক্ষম। বড়মানুষীর দুয়ারে নাগরা-ব্যবহার-দক্ষ চাপরাস-স্ফীত গালপাট্টা-দীপ্তমুখশ্রী দোবে চোবে এবং পাঁড়ে বংশের ডাল-রুটিধ্বংসক্ষম চিরপ্রদীপ্ত জঠরানল প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত বলিয়া খ্যাত। শাসন-দণ্ডহস্তে সে যেন কেবল সংসারে দাঁত খিচাইতেই আসিয়াছে। (বড়মানুষী)

০

বড়মানুষীর সুখ আছে কি না জানি না, কিন্তু সোয়াস্তি নাই। বিনয় তাহার স্বভাব নহে, অথচ তাহাকে কথাবার্তায় বিনয় প্রকাশ করিতে হইবে। এই জন্য ব্যস্ততায় সে ধরা পড়ে। দীর্ঘ আড়ম্বরের কল্যাণে তাহাকে অনেক কথা কণ্ঠস্থ করিতে হয়। বিনয়ীর এক কথার স্থলে বিনয়-প্রদর্শনেচ্ছু বড়মানুষীর দশ কথা চাই। কথায় কথায় তাহার রজত কাঞ্চনের আভা ব্যক্ত করিতে হইবে, এই জন্য সে বিনয়ের একটা কাচগৃহ নির্মাণ করে, যাহাতে স্বর্ণ রজত প্রদর্শনের কোনও অসুবিধা না হয়, অথচ আন্তরিক প্রদর্শন-চেষ্টা না প্রকাশ পায়। স্বর্ণ-সম্পর্কশূন্য বড়মানুষী গিল্টি-বিদ্যায় কাজ হাসিল করিয়া লয়। সংক্ষেপে বড়মানুষীর মূলমন্ত্র প্রদর্শনী।

(বড়মানুষী)

একদল লোক আকাশে তারা দেখিলেই অর্ধনিমীলিত অনিমেষনেত্রে পরম গাম্ভীর্যসহকারে সেই দিকে চাহিয়া নিস্পন্দবৎ নীরবে বসিয়া থাকেন, দিগন্তে চন্দ্র উঠিলেই—বোধ করি অন্তরে দারুণ বিরহ অনুভব করিয়া—করতলে কপোল-ভার ন্যস্ত করিয়া দেন, আলুথালু শিথিল দেহযষ্টি ছড়াইয়া দিয়া চন্দ্রকরে হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করেন, যথারীতি সঘনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জ্বালা জুড়ান। ইঁহারা জামার বোতাম আঁটেন না, কেশবিন্যাসে যথেষ্ট যত্নপূর্বক সমধিক ঔদাস্য ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পান; সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার গর্ব করেন, এবং অহরহ করকমলে হালফেসানের কাব্যগ্রন্থ লইয়া ফিরেন, তৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, টীকা করেন, অন্ততঃ সমালোচনা না করিয়া ছাড়েন না। কবিতা রচনাও যে না করেন এমনও নহে। (কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল্)

০

প্র্যাক্‌টিক্যাল্ হওয়া একদল লোকের ফেসান। হাঁক, ডাক, দৌড়াদৌড়ি করিয়া কাজের ভাণে আপনাকে এবং অন্যকে প্রবঞ্চিত করাই ইহাদের কাজ। কাজ যে কখনও কিছু হয় না এমন নয়, কিন্তু গর্জনই প্রবল। অতি সহজসাধ্য কাজও খুব গুরুতর করিয়া না করিলে চলে না। সেন্টিমেণ্ট্যালের মত ইহাদেরও একরূপ অস্বাভাবিক ছট্‌ফটানি দেখা যায়। প্রভেদের মধ্যে একদল কবিয়ানা করে, অপর দল কাজীয়ানা। (প্র্যাক্‌টিক্যাল্)

০

কবিতা পড়েন না, কাব্যালাপ করেন না, আকাশে চাঁদ উঠিলে এবং উঠানে ঘাস গজাইলে, বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকেন, প্রেয়সীর প্রেমে মজেন না, উদরের বাহিরে বুঝেন না,—অন্ততঃ বুঝিবার কিছু আছে স্বীকার করেন না, এবং আপনার বাহিরে বুঝদার বলিয়া কাহাকেও মানেন না। প্র্যাকৃটিকালের এই সকল লক্ষণ। তবে গোপনে প্রেয়সীকে কে কি পত্র লেখেন, এবং তাহাতে কখন কি রস থাকে না থাকে, সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে অক্ষম। (প্র্যাকৃটিক্যাল্)

০

ইঁহারা প্র্যাকৃটিক্যাল্ অর্থাৎ পরম সাবধানী ৷এক একটি বিজ্ঞ বক, ঝোপ না

বুঝিয়া কোপ মারেন না, এবং কোপ দেখিলেই ঝোপে লুকান। সর্বদাই সতর্ক এবং সন্দিহান, ছাতা ঘাড়ে, খাতা হাতে, মাথায় গোল-টুপি, পকেটে ছুরি কাঁচি, দড়াদড়ি, কাগজপত্র, এবং একখণ্ড নামের আদ্যক্ষরযুক্ত রুমাল মুখ বাড়াইয়া। দলের কেহ কেহ এখন চোখে চশমাও দেন এবং চশমার উপর দিয়া ভিন্ন দেখেন না। লোকের নাকের উপর যখন খাতা ধরেন, তখন অবিচলনপক্ষে চশমায় অনেকটা সহায়তা করে। একে ত স্বভাবতই চক্ষুলজ্জা ইহাঁদের কম, তাহার উপরে কাচের চশমা, সোনায় সোহাগা! (প্র্যাক্‌টিক্যাল্)

সহরের বড় বড় বিলাতফেরতী পার্টিগুলি দেখিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধ চিত্তে এইরূপই ধারণা জন্মে। কয়েকটি বাঁধি গতে সাধনা করিয়া কোনও মহিলাকে পিয়ানোতে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং অপর কাহাকেও বার বার অনুরোধ করিয়া সঙ্গীতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। এবং সঙ্গীতও সুরু হয়, গল্পও জমিতে থাকে, অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই নিমন্ত্রণশালা সহস্র কণ্ঠের যুগপৎ গুঞ্জনে ভ্রমরের চাকের মত মুখরিত হইয়া উঠে। যেমন পিয়ানো থামে, এক পসলা করতালিবর্ষণ হইয়া যায়, এবং অপেক্ষাকৃত সাহসী ড্রয়িংরুমবীরেরা চিরাভ্যস্ত সনাতন কম্‌প্লিমেণ্টমুখে পিয়ানোর একটু নিকটে ঘেঁষিয়া আসেন। এবং যথাসময়ে একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া ইয়ার বন্ধুজন সহ, সমাগত মহিলাবৃন্দ সম্বন্ধে, আমাদের দেশের কল্পনাতীত অশোভন ইঙ্গবঙ্গ ভাষায় নির্লজ্জভাবে সমালোচনা সুরু করিয়া দেন। (নিমন্ত্রণ-সভা)

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

(১৮৭০-১৯২১)

[বঙ্কিম প্রসঙ্গ]

বাজে কথায় বড় বড় চরিত্রের অনেক বড় বড় তত্ত্ব জানা যায়। গভীর গবেষণা ও গভীর বিচারণা তাহা অপেক্ষা বহু মূল্য হইতে পারে, কিন্তু চরিত্র-

চিত্রের তাহাই একমাত্র উপাদান নয়।

০

কেহ কেহ হামাগুড়ি দিবার সময় হঠাৎ নীল আকাশে চাহিয়া অনন্তের কি মহিমা অনুভব করিয়া তেরো বৎসর বয়সে 'কাব্যি' লিখিবার কি পণ করিয়াছিলেন, তাহার পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস সতেরো দিন সাড়ে একুশ ঘণ্টা পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

০

আমাদের কৈশোরে ভক্তি যেমন স্বাভাবিক ও সার্বভৌমিক ছিল, এখন বোধ হয় আর তেমন নাই। এখন ভক্তি হয়ত আরও গাঢ়, আরও সংহত, এবং কতকটা উদ্দাম হইয়াছে। এখনকার ভক্তি গোঁড়ামীর গন্ধে ভোরপুর—এ ভক্তি ভক্তকে উদার করিতে পারে না,—এক ভক্তি শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ভক্তকে সহস্রের প্রতি ভক্তিমান করে না, চিত্তকে স্নিগ্ধ করে না—সমাজকে শান্ত ও দান্ত করিতে পারে না। এখনকার ভক্তির ক্ষেত্রে ভক্তির পাত্র ও ভক্ত ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই।

০

আমাদের যৌবনে পিতামহ ভীষ্মকে My dear friend বলিবার অধিকার বা শ্রদ্ধাভাজনকে সাম্যের সমতলে টানিয়া আনিয়া সমকক্ষভাবে 'ভিজিট' দিবার রীতি ছিল না।

০

হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান বিধাতা নিজের ওজনে দুনিয়ায় দান করিয়া থাকেন।

০

সাহিত্যের প্রাণ স্বদেশী। তাহাতে সার্বভৌমিক ভাবও থাকে। তবু এক-দেশের সাহিত্য অন্য দেশের আদর্শ হইতে পারে না।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শিল্পায়ন]

বন্য অবস্থাতেও বনমানুষের কুটুম্বিতার কর্মভোগ থেকে উদ্ধার পেতে শিল্পকে তাঁরা আশ্রয় করেছিলেন বলেই আজ আমরা যুগমানব বলে একটা সজোরে উচ্চারণ করে বেড়াচ্ছি!

০

কাজের মানুষ যারা আপনাদের দৃষ্টিতে কাজের-কাজল পরকলা দু'খানা ঠুলির মতো করে চিরকালের জন্যে ঢাকনা দিয়ে ফেলেছে, তাদের পক্ষে বোঝাই মুস্কিল হয়ে পড়ে আর্ট। তারা ভেবেই পায় না আর্টের মাথামুণ্ডু বলে থেকে-থেকে কি অনাসৃষ্টি দেখছে আর্টিস্টরা। কি বা দেখাতে চাচ্ছে, কি শোনাচ্ছে, কি বা জানাচ্ছে।

০

কবিতা 'রসমাধুর্যং কবির্বেত্তি'—ছাগলের সামনে ছবির কাগজ ধর সেটা সে চিবিয়ে খাবে। ছেলের হাতে দাও ছবিখান, ক্বচিৎ একটা ছেলে সেটাকে দেখবার বস্তু বলে ভাববে, আর একটা হয় তো সেটাকে মাটিতে পেড়ে বসার আসন করব ভাববে।

০

যদি এই ভাবে মনের হাতে পড়ে চলতি ভাষাও এত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তবে কালীঘাটের পটের ভাষাকে চলতি বলে ছেড়ে ফেলে কেন যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের ইতালীয়ান চিত্রের ভাষায় পণ্ডিত্য লাভ করতে যাব আমরা তা বুঝলাম না!

পরের মুখের ঝাল কেন মিষ্টিও খাওয়া চলে না, নিজের মন-রসনায় চাখা ছাড়া উপায় নেই।

০

আমাদের দেশের শিল্পকারের উপদেশ হল—পরিপাটি করে মূর্তি গড়, পরিচ্ছন্ন করে পালিশ কর পাথরের দেবমূর্তি, কিন্তু খবরদার মানুষমূর্তি গড় না—নোংরা কাজ সেটা! গ্রীক শিল্পকার ঠিক এর উল্টো কথা বললে—মানুষগুলোকে করে তোলো দেবতার মতো সুন্দর।

০

কালিদাসের আমলে সুন্দরীর আদর্শ ছিল 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা।' অজন্তার আদর্শ তার পূর্বের যুগের আদর্শ-সুন্দর থেকে তফাত হল! মোগলানী এসে সুন্দরীর আদর্শ উল্টে দিলে আর্টে এবং অবশেষে আরমানী এবং ফিরিঙ্গিনী। কোন দিন চীনা জাপানী আদর্শ সুন্দরী বা হাজির হয় দেখ!

০

সপ্ত সর্গ সাত কাণ্ড অষ্টাদশ পর্ব এরই ছাঁচের মধ্যে কাব্য গড়লেই সেটা মহাকাব্য যে হয় না তা বহুবার প্রমাণ হয়েছে বঙ্গসাহিত্যে।

০

নকল নিয়ে গৌরব শিল্পরাজত্বে নেই, আসলের আদরই আছে সেখানে। ছোট ছেলে ঠাকুরদাদার নকল দেখাতে এলে হয় দাবড়ি খায়, নয় তো হাসি জাগায়।

•

পুরাকালে যাঁরা শিল্পী ও শিল্পরসিক ছিলেন তাঁরা নিয়ম করতেন নিয়ম ভাঙতেনও, কেননা সেকালে শিল্পও ছিল শিল্পীও ছিল। এখন আমাদের সেই সেকালের শিল্পের সমতুল্য কিছু গড়বার বল থাকত তো আগাছার মতো সেকালের রস দিয়ে বাতাসে শিকড় মেলিয়ে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকতাম না।

০

বিশ্বকর্মা যদি পূজার্থ দেবমূর্তি গড়েই চলতেন তবে এতদিনে বিশ্বে অনাসৃষ্টি বাধত। শিল্পের আধ্যাত্মিক তুলসীমঞ্চ সমস্ত জগত ছেয়ে ফেলত। গাছ দেখার

আনন্দ এক তুলসী গাছের তলায় পিতুম ধরে শেষ হতো।

[বাংলার ব্রতকথা]

হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দু ব্রতমালাবিধান চিনির ডেলার আকারে যেন কুইনাইন পিল।

০

মধুসংক্রান্তি, মিষ্টসংক্রান্তি—নিজের কথা মিষ্ট হবে এবং শাশুড়ি ননদের বাক্য-যন্ত্রণা সইতে হবে না এই কামনা করে মেয়েরা যেমনি নিজেদের মধ্যে ব্রত করেছে অমনি মধু আর মিষ্টান্নের চারিদিকে ব্রাহ্মণ-মাছি আস্তে আস্তে এসেছে দেখি—'ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীতসহ লড্ডুক দান করো' ব'লে।

০

শিবের বিয়ে যেভাবে হয়েছিল বার-অ্যাট-ল-র বিয়েও ঠিক সেই ভাবেই এখনো ঘটছে, শুধু আমাদের দেশে নয়,—ইউরোপেও এমনি রোমান ল-র মতো অনেক জিনিষই এখনো অটুট ভাবে কাজ করছে দেখা যায়। কাজেই এই ব্রতগুলি মেয়েদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে এতকাল চলে আসা আশ্চর্য নয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৮৭৩-১৯৩২)

আজকাল শাশুড়িকে নিন্দা করা বধূদের একটা ফ্যাসন হইয়াছে। নাটকে নভেলে পর্যন্ত শাশুড়ি বেচারাদের পরিত্রাণ নাই। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—'মূর্খেরে তুষিবে তার মত কদাচারে'—গ্রন্থকারেরা কি এই মহাজন বাক্যের বশবর্তী হইয়া এইরূপ করেন? নবীনা পাঠিকাদের তুষ্টিসাধন ব্যতীত বাংলা বহি বিক্রয় হইবার আর উপায় নাই বুঝি? (ভুল ভাঙা)

বৃদ্ধের কাছে যাহা পুরাতন তাহাই প্রাণপ্রিয় মনে হয়, নূতন (তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন) কিছুই ভালো লাগে না। (চিত্রা)

০

একটি ইংরাজি প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থকারেরা সমালোচক (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক) হইয়া দাঁড়ায়। ইঁহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি, আক্রোশ ও ঘৃণা হইয়া থাকে —এটা স্বাভাবিক। (চিত্রা)

০

জন্মি শিশু জননীর আদরে বঞ্চিৎ ;
মাতৃদুগ্ধ তাও ভাগ্যে মেলে কদাচিৎ।
রাখা আছে দুগ্ধভরা বিলাতী বোতল,
তাই শিশু পিয়ে, টানি রবরের নল।
সেকালে মানুষদুধে শিশু পুষ্ট হত,
বুদ্ধি সুদ্ধি হত তার মানুষের মত। (অভিশাপ)

শশিশেখর বসু

[যা দেখেছি যা শুনেছি]

পত্নীর সঙ্গে ঝগড়া করে অনেকে সন্ন্যাসী হয়, আবার অমুক মেয়েটা পত্নী হল না বলে অনেকে সন্ন্যাসী। বিয়েটাই তা হলে হচ্ছে প্রধান কারণ, হলেও সন্ন্যাসী, না হলেও সন্ন্যাসী। (মাঘে প্রয়াগে)

আশি বছর বয়সে এখন আক্কেল হয়েছে, কেন মহাপুরুষরা পত্নীকে 'মা' সম্বোধন করে গেছেন। আমার লখনউ-এর বন্ধু বলেন, 'উ মহাত্মা লোক জরুর বাংলা মুলুক কি ফরেঁাদে চেবাতে থেঁ; উস্‌কি কযাঅট সে আপন আওরত কে শশুর কা আওরত সমজ তে থেঁ। (কালোজাম)

০

পাপের বোঝা এখন বেড়েছে, তাই চার গুণ লোক কুম্ভে বেড়েছে। সকলেই যে চান করে পাপ ধোবে তার মানে নেই; নাকাখোর, দাগাবাজ, গাঁটকাটা, গদ্দিদার (হোর্ডার), ব্ল্যাক-বাজারী, পলিটিশিয়নরা লেকচার দিয়ে পাপমুক্ত হবেন। পূর্বে তীর্থে পলিটিকস ছিল না। একমাত্র ত্রিবেণীর পানিই পাপের বুকে ছুরি বসাত। (স্মৃতিপটে কুম্ভ)

০

ভারি কেতাব তুলবেন না। 'ওয়েবস্টার' তুলতে আমার হারনিয়া বেরিয়ে গেল। এই কষ্টকর রোগের চেয়ে মানে এবং বানান ভুল ভাল। হারনিয়া ও 'মিগরেন' বৃদ্ধ বয়সের রোগ। (বুড়ো সাবধান)

০

পত্নী স্বামীর ছোটখাট আরামের দিকে নজর দিলেই যথার্থ প্রেম প্রকাশ হয়। দাড়ি কামাবার নেকড়া যোগানো, 'এখন কয়লা ভেঙ্গ না, বাবু ঘুমুচ্ছেন'—চাকরকে ধমক, রান্নার দেরী থাকলে মুখে একটি লবনচুর ফেলা। (পত্নীপ্রেম)

০

রান্নার পর ভাত তরকারি থালে বেড়ে তো সকল স্ত্রীই দেন, কিন্তু যে পত্নী রাঁধতে রাঁধতে একটু চাখিয়ে যায়, 'হাঁ কর তো!' বলে, সেই রান্নাঘরের কালিঝুলি মাখা চন্দ্রাননীর স্মৃতি বিপত্নীককে হৃদয়-শেল হানে। চুম্বন আলিঙ্গন স্মৃতি—এর কাছে বর্জিত 'ছাট' মাত্র। (পত্নীপ্রেম)

০

নারীর কাছেও নারীর পর্দা প্রশংসনীয়। বধূ প্রৌঢ়া হয়ে গেলেও, ঘোমটার কাপট্য তখন কমে গেলেও, পর্দার আতঙ্কটা থেকে যায়। প্রৌঢ়া বধূ গিন্নি হয়েও,

ভাঁড়ারের চার্জ পেয়েও, শাশুড়ি বুড়ির ভয়ে পেট ভয়ে খেতে পান না। অকর্মণ্য বুড়ী ঠুক ঠুক করে ঘুরে বেড়ায়, নজর রাখে বউ বেশি খেয়ে ফেলেছে কিনা, তার ছেলের টাকা নষ্ট হচ্ছে কিনা, কাজেই প্রৌঢ়া ক্ষুধার্ত বধূ চট করে ভাঁড়ারে ঢুকে এক চুমুক দুধ চোঁ করে মুখে টেনে নেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে তাতেই একটু চিঁড়ে এক চিমটি চিনি, আধখানা মর্তমান ফেলে দিয়ে কোঁক করে গিলে ফেলেন; আমাদের গ্রামে একে 'গাল-ফলার' বলে, বাসনের দরকার হয় না। (পর্দা পদ্ধতি)

০

'লেডিজ' সকলের ওপরে, প্রায় অনেকেই বিলাত-ফেরত, তবু এত পর্দা। তাঁদের নিচে 'মহিলা', তাঁদের নিচে 'রমণী'. তার নিচে 'নারী', আর সকলের নিচে আমাদের এই অধম গেরস্ত ঘরের 'মেয়েরা';—শাড়িতে রান্নাঘরের চিংড়ি ভাজা ধোঁয়ার সৌরভ, উড়ে রাঁধুনীটিকে টুঁটি-টিপে ডিমমিস করে নিজে দশ আঙুলে কাঁচা মাছ মহানন্দে তেল নুন দিয়ে চটকাচ্ছেন, পাছার বসনে হলুদ মুছেচেন দু-দিকে দুহাতে,—শুখানো মুখে সুমধুর নিমন্ত্রণ. খাবে এস! ভাত হয়েছে, ইলিশের ঝাল নামলো বলে; আজকের মাছটা খুব তেলুক। (পর্দাপদ্ধতি)

০

অনেক বিপন্ন লোক জ্যান্ত ভগবান চান। ডাক্তার তা সাজতে রাজী নন বলে সাধু, সন্ন্যাসী, দৈবজ্ঞ, গুরু অবাধ ক্ষমতা পেয়ে থাকেন।

(মাসী-পিসী ডাক্তার)

০

মাসী-পিসীর মতন বাড়াবাড়ি স্নেহ দেখালে 'প্রফেশনের' গুরুত্ব থাকে না। অবিবাহিত রোগিনী রাত্রি দশটায় টেলিফোন করেছেন, হ্যালো, ডাক্তার, আমার ঘুম আসছে না; অবিবাহিত ডাক্তার উত্তর দিলেন, আচ্ছা, আপনি যন্ত্রটা কানে লাগিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি একটা ঘুমপাড়ানী গান গাই।

(মাসী-পিসী ডাক্তার)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬-১৯৩৮)

[নারীর মূল্য]

বাটীর মধ্যে বিধবা ভগিনীর অপেক্ষা স্ত্রীর প্রয়োজন অধিক বলিয়া স্ত্রীটি বেশী দামী। আবার এই বিধবা ভগিনীর দাম কতকটা চড়িয়া যায় স্ত্রী যখন আসন্ন-প্রসবা; যখন রাঁধা-বাড়ার লোকাভাব, যখন কচি ছেলেটাকে কাক দেখাইয়া বক দেখাইয়া দুধটা খাওয়ান চাই।

০

আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে? অথচ দেবীটিকে বিবাহের ছাদনা-তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না—পাছে দেবীর মুখ দেখিলেও আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে! মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না, দেবীর ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিণ্ড রাঁধিতে!

০

এ দেশে পুরুষ রমণীকে হাত-পা বাঁধিয়া ঠেঙ্গায়, সে বেচারী নড়িতে চড়িতে পারে না। তাই পুরুষ বাহিরে আস্ফালন করিয়া বলিতে পায়, এ দেশে নারীর মত সহিষ্ণু জীব জগতের আর কোথায় আছে?

০

সাধারণ পশু অপেক্ষা যদিচ সব বিষয়ে মানুষ খুবই বড় হইয়াছে, তবুও একটা সম্পর্কের টান যে রহিয়াই গিয়াছে তাহাকে কোন মতেই না করিবার পথ নাই।

০

রসবোধ যেখানে যত কম, এদিকে দৃষ্টি যাহার যত ক্ষীণ, সে ততই অমানুষ।

০

মধুর রসের সমস্ত রসটুকু নারীর নিকট হইতেই নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইব, নিজেরা কিছুই দিব না, এটা চালাকি হইতে পারে, কিন্তু এ চালাকি চিরদিন

ধরা পড়েই। তখনো রসটা মধুর থাকিতে পারে, কিন্তু ফলটা আর মধুর হয় না।

[শ্রীকান্ত]

ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুশকিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা—কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া-চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি—ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড় পর্বতকে পাহাড় পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া, জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ, সেই মেঘ। কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারো মুখটুকু কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা।

•

বিধবার চালচলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায়, আমি তাহা মানি না। বস্তুতঃ ওটা তো কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা—যে কেহ তাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে। বিধবার চালচলনটাই সেজন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।

•

পয়সা পাইলে কুসংস্কার বর্জন করিতে হিন্দুস্থানীর এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। (মুর্গী রাঁধাইতে আরও চার-আনা আট-আনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়।) কারণ, মূল্যের দ্বারাই সমস্ত পরিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রের এই বচনার্থের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে, এবং এই শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত আস্থা রাখিতে আজ পর্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে, ত এই হিন্দুস্থানীরা—একথা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।

•

সভ্য মানুষে একথা বোধহয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।

•

সংসারে যাবতীয় আনন্দ আছে তার মধ্যে ভজনানন্দ ও ভোজনানন্দই শ্রেষ্ঠ। এবং শাস্ত্র বলেছেন ত্যাগীর পক্ষে দ্বিতীয়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

[নববিধান]

গোঁসাইরা মাংস খায় না, তারা কাঁটালের তরকারিতে গরম মসলা দিয়ে গাছ-পাঁটা বলে খায়।

[হরিলক্ষ্মী]

অর্থশালী পুরুষের যে কোন দেশেই বয়সের অজুহাতে বিবাহ আটকায় না, বাংলা দেশে তো নয়ই।

[পথের দাবী]

ধার-করা সভ্যতা আমাদের দেশেও আমদানি করিলে আমরা সমূলে মরিব।

•

মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেই যে-কোন বাঙালী মেয়ে যে-কোন বাঙালী পুরুষকে ভাল-বাসতে পারে? একি পুকুরের জল যে, যে-কোন পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিলেই কাজ চলে যাবে?

•

হাতে টাকা পেলে মদ খায়না এমন অসাধারণ ব্যক্তি সংসারে কে আছে?

•

ভাল বক্তার কাছে জনতা যুক্তিতর্ক চাহে না, যাহা মন্দ তাহা কেন মন্দ এ খবরে তাহাদের আবশুক হয় না, শুধু মন্দ যে কত মন্দ, অসংখ্য বিশেষণ যোগে

ইহাই শুনিয়া তাহারা চরিতার্থ হইয়া যায়।

•

পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হোলো কৃতঘ্নতা! যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখ্‌বে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রী করে দিতে চাইবে! মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমার ছুঁচের মত বিঁধবে।

•

অশিক্ষিতের জন্যে অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, কারণ, তাহাদের ক্ষুধা-বোধ আছে, কিন্তু সাহিত্য পরিবেষণ করা যাবে না।

[চরিত্রহীন]

মেয়েমানুষের কি কখনো অসুখ হয়, না মেয়েমানুষ মরে, কোথাও শুনেচ অযত্নে, অত্যাচারে মেয়েমানুষ মরে গেছে?

•

মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে সত্য প্রচার হয় না।

•

আত্মীয়ই হোক আর অনাত্মীয়ই হোক, পুরুষমানুষের খাওয়া হয়নি শুনলে বাঙালীর মেয়ে মরতে বসলেও একবার উঠে দাঁড়ায়।

•

বিদ্যা না থাকলেই অবিদ্যে এসে জোটে। তার ফলেই মানুষ যা জানে না, তাই অপরকে বেশি করে জানাতে চায়। যা বোঝে না, তাই বেশি করে বোঝাতে চায়।

•

ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো গেলে লোকে আর গরু পুষতো না।

•

যার টাকা আছে তার বিরুদ্ধে সমাজ নেই।

দুরকমের অন্ধ আছে কিনা? যারা চোখ বুজে চলে, তাদের সম্বন্ধে তো ভাবতে হয় না—তাদের চেনা যায়। কিন্তু যারা দুচোখ চেয়ে চলে অথচ দেখতে পায় না, তাদের নিয়েই যত গোল। তারা নিজেরাও ঠকে পরকেও ঠকাতে ছাড়ে না।

•

বড় লোকেরা বাজার হইতে বেশ্যা তুলিয়া আনিয়া, তাহার দরজায় পাহারা বসাইয়া, তাহাকে সতী বানাইয়া লইয়া যখন গ্রহণ করে, তখন আশেপাশের লোকেরা হাসে না এবং উপন্যাসের পাঠকও মিথ্যাকে সত্যের ছাঁচে না পাইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলে গ্রন্থকার তাহাকে দোষ দেয় না।

[গৃহদাহ]

তোমরা সাহেবদের কাছে পাঠ নিয়েছ। তারা উন্নত, তারা রাজা, তারা ধনী। তাদের মধ্যে যদি পা উঁচু করে হাতে চলার ব্যবস্থা থাকত, তোমরা বলতে, ঠিক অমনি করে চলতে না শিখলে আর উন্নতির কোন আশা-ভরসাই নেই।

•

লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি রেষারেষি ক'রে আর যাকেই পাওয়া যাক না, ধর্ম বস্তুটিকে পাবার যো নেই।

•

সমস্ত মানুষের মধ্যেই যাঁরা আদর্শপদবাচ্য,—তাঁদের মুখ দিয়ে ধর্মের মন্দিরে, ধর্মের বেদীতে দাঁড়িয়ে 'রাম'কে রেমো, 'হরি'কে হোরে, 'নারায়ণ'কে নারাণে বেরুবে কেন? সকলকে আহ্বান করে উচ্চকণ্ঠে কিসের জন্যে এ কথা ঘোষণা করবেন যে, দুর্ভাগারা যদি আঘাটায় ডুবে মরতে না চায়, ত আমাদের এই বাঁধা ঘাটে আসুক। ধর্মোপদেশের এই প্রচণ্ড তাল ঠোকায় আমাদের সমাজ শুদ্ধ সকলের রক্তই তখন ভক্তিতে যেমন গরম, শ্রদ্ধায় তেমনি রুখিয়া হয়ে উঠত—আলোচনায় পুলকের মাত্রাও কোথাও একতিল কম পড়ত না।

[পথ-নির্দেশ]

পথিক যেমন গাছতলায় রাঁধিয়া খাইয়া হাঁড়িটা ফেলিয়া চলিয়া যায় এবং তখন চাহিয়া দেখে না হাঁড়িটা ভাঙিল কি বাঁচিল, সংসারে শতকরা নব্বই জন লোক ঠিক এমনি করিয়াই সরস্বতীর কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া মা লক্ষ্মীর রাজপথের ধারে নির্মমভাবে তাঁহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়—একবার ফিরিয়াও দেখে না তিনি ভাঙিলেন না, বাঁচিলেন।

[দত্তা]

দুষ্ট-ব্রণের মত এমন মানুষও আছে, যাহার বিষাক্ত ক্ষুধা একবার কাহারও ত্রুটির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোনমতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না।

•

সে দেশের ভারি দুর্ভাগ্য, যে দেশের মেয়েরা অভুক্ত থেকে পুরুষদের খাওয়াতে পায় না, সঙ্গে ব'সে খেতে হয়।

•

আলোক-পাওয়া অনেক বাড়ীতেই তাঁদের চাকর-বাকরেরা মেয়েদের বলে 'মেম-সাহেব'। সত্যিকারের মেম-সাহেবেরা এঁদের যে চক্ষে দেখে, তা' জানেন বলেই বোধ করি মাইনে-করা চাকরদের দিয়ে 'মেম-সাহেব' বলিয়ে নিয়ে আত্ম-মর্যাদা বজায় রাখেন!

[পল্লী-সমাজ]

ছেলে-ছোকরাদের দয়াধর্ম আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না ক'রে আর ছেড়ে দেয় না।

•

যাহারা এতই সঙ্কীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, যথার্থ মঙ্গল কোথায়, তাহা চোখ মেলিয়া

দেখিতেই জানে না, শিক্ষার অভাবে তাহারা এম্‌নি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বলক্ষয় করাটাকেই নিজেদের বল-সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর ত কিছু হইতে পারে না।

•

কোথায় সেই চরিত্র। কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে! ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছে কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য-সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহারি বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে!

•

আমাদের হিন্দুর ঘরে বিধবার দীর্ঘজীবন কোন আত্মীয় কোন দিন কামনা করে না।

•

সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা, সব চেয়ে বেশি।

•

যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

•

পরের ডোবা বুজাইয়া এবং পরের জমীর জঙ্গল কাটিয়া, কেহই ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে। যাহার নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে, এ সকল তাহার নিজের কৃত নহে—বাপ-পিতামহের দিন হইতেই আছে। সুতরাং যাহাদের গরজ, তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু নিজে সে এজন্যে পয়সা এবং উদ্যম ব্যয় করিতে অপারগ।

গলায় গাছকতক সুতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না।

[শেষপ্রশ্ন]

পরের অনুকরণের মধ্যে কল্যাণ নেই। ভারতীয় নারীর যা বিশিষ্টতা, যা তাঁদের নিজস্ব, সে থেকে যদি লোভ বা মোহের বশে তাঁদের ভ্রষ্ট করি, আমরা সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হব।

•

তোমাদের কোন দৈন্য, কোন অভাব নেই, কারও কাছে তোমাদের হাত পাততে হবে না, কেবল ঘরের পানে একবার ফিরে চাও। পূর্বপিতামহরা সবই রেখে গেছেন, শুধু একবার হাত বাড়িয়ে তুলে নাও।

•

এক-এক জনের দেহ-যন্ত্রে প্রকৃতি এমনি অফুরন্ত দম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন যে সে না হয় কখন শেষ, না যায় কখনো বিগড়ে।

•

মানুষে অনেক ভুল অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও তাকে বহু যুগ ধরে অনেক অজানা সত্য আবিষ্কার করতে হবে, তবে যদি একদিন সে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারে। আনন্দ তো নয়, নিরানন্দই যেন তার সভ্যতা ও ভদ্রতার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

•

ফুল যে, বোঝে না তার কাছে ঐ পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশি সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাবার শঙ্কা নেই, ওর আয়ু একটা বেলায় নয়, ও নিত্য কালের। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ও চিরদিন রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মশলা পিষে দেবে—ভাত গেলবার তরকারির উপকরণ—ওর প্রতি নির্ভর করা চলে! ও না থাকলে সংসার বিস্বাদ হয়ে ওঠে।

•

মেয়েদের মুক্তি মেয়েদের স্বাধীনতা তো আজকাল নর-নারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশি আর এক পা এগোয় না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েচি

স্বাধীনতা তত্ত্ব বিচারে মেলেনা, ন্যায়ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলেনা, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল করে মেলেনা,—এ কেউ কাউকে দিতে পারেনা,—দেনা-পাওনার বস্তুই এ নয়।

•

বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুক্‌রে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না,—মরে।

•

কাজকর্ম কোরব না, শোক-দুঃখ অভাব-অভিযোগ থাকবে না, হরদম্‌ ঘুরে বেড়াবো, এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? স্বয়ং বিধাতার তো কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি?

•

স্পষ্ট করার লোভ যাদের বড্ড বেশি, বক্তা হলে তারা খবরের কাগজে বক্তৃতা ছাপায়, লেখক হলে লেখে নিজের গ্রন্থের ভূমিকা, আর, নাট্যকার হলে তারাই সাজে নিজের নাটকের নায়ক। ভাবে, অক্ষরে যা প্রকাশ পেলে না হাত-পা নেড়ে তাকে ব্যক্ত করা চাই।

•

ভারতের জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব এই ভারতেরই বিশেষত্ব এবং প্রাণ! এই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, তবে সে স্বাধীনতায় ভারতের তো জয় হবে না, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

•

আচার-অনুষ্ঠানই যে মানুষের ধর্মের চেয়েও বড়,—যেমন বড় রাজার চেয়ে রাজার কর্মচারীর দল।

•

আলো-বাতাস নিয়ে মানুষের বিবাদ নেই, বিবাদ বাধে অন্নের ভাগাভাগি নিয়ে,—যাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল কোরে বংশধরের জন্য রেখে যাওয়া চলে।

[বিপ্রদাস]

ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত দিয়ে মানুষকে শুধু খিঁচোনোই যায়, তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না।

[সাহিত্য ও নীতি]

পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা ভারি ভারি কেতাব থেকে শক্ত শক্ত অকাট্য নজির তুলে সপ্রমাণ করেছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার আমি একেবারে সর্বনাশ ক'রে দিয়েছি। এত সত্বর এত বড় দুষ্কার্য কি ক'রে কোবলাম তাও আমি বিদিত নই, কি-ই বা এর কৈফিয়ৎ সেও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

[অভিভাষণ]

মেয়েদের বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন কথা বললে বাহাদুরি হতে পারে, কিন্তু ওপথে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

[চিঠিপত্র]

আজকাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয় তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়—নিছক কালি-কলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার।

•

বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে আমার মনে এমনিধারা একটা ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই healthy নয়। ছোটগল্পের কি দুরবস্থা আজকাল!

•

শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তা ছাড়া ওটা

এমণই বটে! তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেষিয়া বসিয়াছি—এসব নেই। রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সকল চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত।

•

না হয়, বানাইয়া গল্প লিখিতে পারি—এতে পাণ্ডিত্য কোথায়? যাক্। B. A. M. A. B. L. টাইটেলগুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাহাই জানাইলাম।

•

মাসিকপত্রের পরিচালকরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না।

•

আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারি না। তা ছাড়া সব রকমই পারি।

•

খাতিরে পড়ে ছাই মাটি দেওয়া কিম্বা 'নাম' দেখে ছাই মাটি দেওয়া দুই মন্দ।

•

তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত, এটা সংসারের ধর্ম।

•

হোমিওপ্যাথী ডোজে এতে একটু ওতে একটু অশ্রদ্ধা করে যা-তা করে তর্জমা করে, পরের ভাব চুরি করে—এ সব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই। আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পারিব না।

•

জনকয়েক এই সর্বসাধারণ পয়সাওয়ালারা তোমাদের মতন দুচার জনের প্রশ্রয় পেয়ে আজকাল রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণী ছেড়ে হঠাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে আরম্ভ করেছেন। আচ্ছা, কোনো কম্পার্টমেণ্টে এঁদের দু তিন জনকে ঘণ্টা তিন

চার ঢুকিয়ে রাখবার পরে দেখেছ কি কী কাণ্ডটা হয়? আর কারও সাধ্য থাকে, প্রবৃত্তি থাকে সে কামরা ব্যবহার করে? এক ঝুড়ি মাটি থেকে শুরু করে, ছোলা সেদ্ধ, পকোড়া, থুথু, তীর্থসলিল—সে দৃশ্য যে দেখেছে সে কি আর কখনো ভুলতে পারে? আসল কথা অন্দরে শোবার ঘরে বসে সন্দেশ সেবা করারও যে একটা যোগ্যতা আছে, তা অর্জন করা চাই।

•

সেদিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ করে মনে হয়েছিল লেখকের বিদ্যের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েচে।

•

আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিই বা নাটক লিখি, তা হলেও আমার মজুরী পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলছি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিকপত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিসারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ, শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ যায়গাটার আক্শন (action) কম,—দর্শকে নেবে না, কিম্বা এ বই অচল, ও তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনেওয়ালা দর্শকের নাড়ী নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামোকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৭৭-১৯৩৮)

[ধোঁকার টাটি]

এই দেখো এই সাহেবরা—এরা কেউ কিছু বিদ্যে শিখে, কেউ কিছু না শিখেও সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে লক্ষ্মীর সন্ধানে আসছে; দুহাতে যেমন জেব ভর্তি করছে, যে দেশে কাজ করছে সে দেশের সন্ধানও করছে তারাই;—ভারতবর্ষের পুরাতন ও বর্তমান সকল বিষয়ের তন্ন তন্ন সন্ধান করেছে ও করছে কারা? ওরা সব সরস্বতীকে সহায় করে লক্ষ্মীকে বশ করে, তবে না হয় ওরা পতি! আর আমরা সরস্বতীকে বিদায় দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করতে চাই, তাই পাই শুধু পেঁচার মুখভ্রষ্ট উচ্ছিষ্ট উঞ্ছ এতটুকু।

•

কয়লার খনিতে হীরক পাওয়া গেলে সেই হীরকের সমাদর তো কয়লার দরে হয় না!

•

নিজের চেহারা বা পিতা-মাতার চেহারা বেছে নেবার উপায় নেই, বিধাতার বিধান মেনে নিতেই হয়!

[পঙ্ক-তিলক]

হ্যাঃ! তোরা আজকালকার ছেলেরা আবার বউকে খেঁৎলাবি! সে ছিলেন আমাদের ওঁরা, উঠ্‌তে কোস্তা বস্‌তে লাথি! তবে না আমরা এমন ভবিষ্যতা শিখ্‌তে পেরেছি।

[সদানন্দের বৈরাগ্য]

যেখানে অনেক অপরিচিত মেয়ে একত্র হয়, সেখানে একটু গায়ে গা ঠেকলে

কি কাপড় মাড়িয়ে ফেললে আর রক্ষা থাকে না; যার ত্রুটি সেও ক্ষমা চাইতে জানে না, যার অসুবিধা ঘটেছে সেও ক্ষমা করতে পারে না; অতি তুচ্ছ কারণে কোন্দল বাধিয়ে কলরব করতে লেগে যায়। (পিঞ্জরের বাহিরে)

•

এক বাড়ীতে দুজন রক্তসম্পর্কে পরমাত্মীয় স্ত্রীলোক থাকলে ঝগড়ার চোটে চালে কাগ চিল বসতে পারে না; কিন্তু এক-মেস নিঃসম্পর্ক পুরুষ দিব্য বনিবনাও করে মানিয়ে সামলে থাকে দেখা যায়। এত যে তারা ভালো মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে ভাব করে থাকে, মাঝখানে একটি মেয়েলোক এসে পড়লে আর তখন ভাব থাকে না—ভাই ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে পারে না। বাস্তবিক মন আর ঘর ভাঙাতে স্ত্রীলোক যত পটু, পুরুষ তেমন নয়। (পিঞ্জরের বাহিরে)

•

ঈর্ষাটা পুরুষচরিত্রের ভারি একটা চিরন্তন দিক। পশু-জগৎ থেকে আরম্ভ করে মনুষ্য-জগৎ পর্যন্ত সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় যে, রমণীর করুণা যে পায় তার সঙ্গে, ব্যর্থ যারা তারা সকলে এককাট্‌ঠা হয়ে লাগে। (পিঞ্জরের বাহিরে)

•

যদি রোজগারের কথাই বলেন, তা হলে আমাদের দেশের কত মধ্যবিত্ত গরীব ঘরের মেয়ে উপবাসে থাকে, তাদের কি বাঁচবার জন্যে বাইরে বেরুতে হবে না? তারা বাইরে বেরুতে পারে না, সকল মেয়েই বাইরে বেরোয় না বলে, বর্বর পুরুষগুলোর চোখে নারী জাতির স্বাধীনতা সয়ে যায়নি বলে! পুরুষদের ভালো লাগে না বলে তারা খাঁচায় বন্ধ থেকে অনাহারে মরে, তবু বেরোয় না। তারপর অসহ্য হলে তারা যখন বেরোয় একেবারেই বেরোয়! পথে বাড়ীর মেয়েরা বেড়ালে আমাদের দেশের পুরুষপুঙ্গবদের মাথা হেঁট হয়! কিন্তু তাঁরা যখন অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে অবলাকে পথে বসান, তখন মাথাটা খুব উঁচু করেই চলতে পারেন বোধ হয়! (পিঞ্জরের বাহিরে)

•

তেলমেখে ঘাটে আছে দেখেও লোকে জিজ্ঞাসা করবে, নাইতে এসেছ? কিম্বা

বাজারে মাছ তরকারী কিনছে দেখেও জিজ্ঞাসা করবে, বাজার করতে এসেছ? যদি সন্দেহ থাকে, হয় চশমা নেও গিয়ে, নয় বুদ্ধি বাড়াবার জন্যে কবিরাজের ব্রাহ্মী ঘৃত খাও গিয়ে, অমন বোকার মতো প্রশ্ন করে লোক হাসিয়ো না।

(পিঞ্জরের বাহিরে)

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

[নীহারিকা]

সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই—সত্যি কথাই বলি,
বড়লোক যারা—খেতে বলে কেউ? মিছে এত বড় হ'লি!
চা ও খানদুই বিসকুট্ নামে সঙ্গে তাহারি চাট্—
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ-কেউ ভদ্র-আনার ঠাট;

(অভদ্র-কাব্য)

•

নিজেরে যে মূঢ় আপনি মেরেছে, কে তারে বাঁচাবে বল্,
তাই তারে নিয়ে জুয়ো খেলে যত জাত-জুয়াড়ীর দল!
ধনী মহাজন, মনিব কৃপণ রাজা প্রভু সরকার
নানা নামে তারে খেল্‌না সাজিয়ে সাধে নিজ দরকার!
পোষণের নামে শোষণ তাই তো শাসন করিছে বিশ্ব,
নিত্য নিয়ত নিঃশক্তিরে নিঃশেষে করি নিঃস্ব!

(অভদ্র-কাব্য)

•

নাই ভগবান নাইক ধর্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে! (অভদ্র-কাব্য)

[বন্যা-সঙ্কট]

নয়কো এ বান্—আজ ভগবান বাংলা জুড়ে দেশটাকে
ভাসিয়ে দিয়ে দেখছে তাদের আত্মবোধের চেষ্টাকে।

(বন্যা-সঙ্কট)

•

জাত-ভিখিরীর কপট কান্না—তোদের দেখে ঘেন্না হয়—
হাত থেকে যে ভিক্ষে করে—দান ত তাদের অপব্যয়!

(বন্যা-সঙ্কট)

•

আজকে এল অন্নকষ্ট লক্ষ দশেক খস্‌ল তায়,
কাল্‌কে এল মহাপ্লাবন আধখানা দেশ খস্‌ল হায়!
পরশু এল মহামারী—শীর্ণ হাতে ভিক্ষা চাই,
বাঁচাও রাজা, বাঁচাও ধনী নইলে মোদের রক্ষা নাই।
পায়ে ধরাই উপায় যাদের, উপায় তাদের ভীষণ শাপ,
তাদের বেঁচে থাকার চেয়ে কোথায় আছে এমন পাপ!

(বন্যা-সঙ্কট)

[জাগরণী]

দেখিস্ না চেয়ে চোখের উপরে কিবা হয় দিনরাত,
পাপ—সে হাসিয়া পুণ্যের শিরে করিতেছে পদাঘাত;
দরিদ্র দীন মূক অসহায়
ধনীর দুয়ারে আপনা বিকায়,
দম্ভী দর্পী হেলায় ঘৃণায় হেসে করে দৃকপাত—

(পাশার বাজি)

•

যষ্টি-মধু

একশ' বচ্ছর দেখা গেছে উল্টে বয়ের পাতা,
একশ' বচ্ছর লেখা গেছে গোলামখানার খাতা ;
একশ' বচ্ছর কম বড় নয়, জাতির ইতিহাসে,—
ফল যা হ'ল, দেখা গেল—চোখ্ ফেটে জল আসে !

(চরকা-সঙ্গীত)

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[নির্বাসিতের আত্মকথা]

শরৎবাবুর কি একখানা বই-এ পড়িয়াছিলাম যে, গালাগালিতে হিন্দুস্থানীর মত লম্বা জিহ্বা আর কোন জাতির নাই। তাঁহাকে একবার পোর্টব্লেয়ারে গিয়া ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলন করিতে আমাদের সবিনয় অনুরোধ। হিন্দুস্থানীর সহিত পাঞ্জাবী পাঠান ও বেলুচ মিশিয়া যে অমৃতের উৎস সেখানে খুলিয়া দিয়াছে, তাহার আস্বাদন একবার যাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে, সেই মজিয়াছে। সাত জন্ম সে ভাষা চর্চা করিলেও আমাদের দেশের হাড়ী, বাগ্দী পর্যন্ত সে রসে সম্যক অধিকারী হইতে পারিবে কি না সন্দেহ। বীভৎসতার মধ্যে এত রকমারি থাকিতে পারে, পূর্বে তাহা জানিতাম না।

আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকার হাত হইতেই নির্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদ্‌গতির আশায় উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইয়াছিল ; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙালী। রাজনৈতিক কয়েদী মাত্রেরই শেষে সাধারণ নাম হইয়া উঠিল—বাঙালী।

হেমদা' বলিলেন যে, তরকারীর মধ্যে এক আউন্স কুইনাইন মিক্‌চার ফেলিয়া দিলেই তাহা সুক্ত হইয়া যায়। আমাদের দেশের যে সমস্ত নবীনা গৃহিণী পাঁচ খণ্ড পাক-প্রণালী কোলে করিয়া রাঁধিতে বসেন, তাঁহারা সুক্ত রাঁধিবার এই অভিনব প্রণালীটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে তাঁহারা একাধারে আহার ও পথ্যের আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারিবেন।

•

স্ত্রীলোক ও রাজপুরুষের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে হারিয়া যাওয়াই ভদ্রতাসঙ্গত।

•

নিজের লেজে পা না পড়িলে কেহ পরের দুঃখ বুঝিতে পারে না।

[বর্তমান সমস্যা]

নবাবদের সিংহাসনকে দূর হইতে কুর্ণিস করিতে করিতে যাহাদের কোমরে খিল ধরিয়া যাইত, নবাবদের বংশধরেরা আজ তাহাদের বংশধরদিগের জামা সেলাই করিয়া ও জুতা বানাইয়া কৃতকৃতার্থ! অদৃষ্টের পরিহাস!

(ইংরেজের আগমন)

•

বেণের জাত, দু পয়সা ট্যাঁকে পুরিতে পারিলেই তাহারা সুখী। কিন্তু কড়ি কুড়াইতে গিয়া তাহাদের হাতে ঠেকিল মোহর; আর মোহর খুঁজিতে খুঁজিতে মিলিয়া গেল একেবারে সোণার খনি। ব্যবসা হইতে একচেটিয়া ব্যবসা; তাহা রক্ষা করিবার জন্য লাঠালাঠি; লাঠালাঠির ফলে বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি, আর শেষে দেওয়ানি করিতে করিতে গুলিখোর নবাবকে ঠেলিয়া দিয়া একলম্ফে মসনদে আরোহণ—ইহাই ইংরাজের বাংলা অধিকারের ইতিহাস!

(ইংরেজের আগমন)

•

এক লক্ষ ইংরাজ যখন ত্রিশ কোটী ভারতবাসীকে শাসন করে, তখন এক একজন ইংরাজ যে তিন তিন হাজার ভারতবাসী অপেক্ষা বলবান—এটা ত সোজা ত্রৈরাশিকের হিসাব। আর এই হিসাব ধরিয়া অনেক ইংরাজই আপনাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বগল বাজাইয়া গিয়াছে। (ইংরেজের আগমন)

•

আমরা ত ইংরেজী শিখিয়া ইংরাজের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে গেলাম, কিন্তু ইংরাজ আমাদের কাছে ঘেঁসিতে দিল না। পরকে আপনার করিয়া লইবার অভ্যাস ইংরাজের নাই; অপরের ঘেঁস সে সহিতে পারে না। সে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া যাহাদের জাত মারে, তাহাদের সমান অধিকার দেয় না!

(ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ফল)

•

ছেলেরা সবাই যদি সরকারী স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দেয়, রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া বেড়ায়, উকিল-ব্যারিষ্টারেরা যদি আদালত ছাড়িয়া চরকা কাটিয়া বসেন, রায় বাহাদুরেরা যদি বাহাদুরী ছাড়িয়া সোজাসুজি ভদ্রলোক হইয়া দাঁড়ান, আইন-সভার মুরুব্বীরা যদি আইন-সভার বদলে মাঠে ঘাটে বক্তৃতা করিয়া জিহ্বার কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করেন, এমন কি দেশশুদ্ধ সকলেই যদি খাদি-প্রতিষ্ঠানের বা অভয়াশ্রমের আনুচর্য স্বীকার করিয়া খদ্দরাচার্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ইংরেজ যে কেন দিল্লীর রাজপ্রাসাদের চাবী আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়া বোম্বায়ে গিয়া জাহাজে চড়িয়া বসিবে, সে কথা সহজ বুদ্ধিতে আসে না। (পুরাতন কাসুন্দি)

[অনন্তানন্দের পত্র]

হায় রে, ভগবান কি এমনই বোকা যে, দু'টো সংস্কৃত বচনে ভুলে গিয়ে আমাদের রেহাই দেবেন? তা যদি হতো, ত এই হাজার বৎসর ধরে আমাদের সমাজের পিঠে গুঁতোর উপর গুঁতো বর্ষণ হচ্ছে কেন? শাস্ত্রে লেখে ধর্মের ফল সুখ। আমরা যদি এত বড় ধার্মিক ত আমাদের লাঞ্ছনা আর দুঃখ ভোগের নিবৃত্তি নেই কেন? জগতের সবাই দু'পায়ে হাঁটে, আর আমরাই শুধু কেঁচো,

কৃমির মত বুকে হেঁটে মরচি কেন? পরকালের সুখের জন্য? যে ভগবান ইহকালে আমাদের জন্য কেবল ঝাঁটা আর লাথির ব্যবস্থা করেছেন, তিনি যে পরকালে আমাদের জন্য মেঠাই মোণ্ডার বরাদ্দ করে দেবেন, এ কথা সংস্কৃত অক্ষরে ছাপা পুঁথিতে দেখলেও যে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

০

ধর্ম যে নাক টেপাটিপি বা নাড়ী শোধনের কসরৎ নয়, সাড়ে সতের কাহন কড়ি দিয়ে তা যে ভট্টাচার্য মশায়দের দোকানে কেনা যায় না, ধর্মের চাপে মানুষের আড়ষ্ট বা আধমরা হয়ে উঠা যে একান্ত আবশ্যক নয়, ডিগবাজী খেতে খেতে ভবপারে ছিটকে পড়াই যে ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এ কথা যতদিন লোকে না বুঝবে, ততদিন ধর্মের আর কর্মের সামঞ্জস্য যে কি করে হবে তা ত খুঁজে পাই নে।

[পথের সন্ধান]

খাঁটি সত্যি কথা হচ্ছে এই, দেড়শ বছর ধরে বিদেশী ধুলো-কাদা আমাদের মনের উপর এত জমা হয়েছে যে, আমাদের নিজের সত্যিকার রূপটা আমরা এক রকম ভুলেই গেছি। কাজে কাজেই স্বরাজের নাম করে যত মাল আমদানী করচি, তা একটু নাড়লে চাড়লেই Made in Europe-ছাপটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। (স্বদেশী স্বরাজ)

০

অতীত অভিজ্ঞতার ফলে এইটুকু আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি যে, দরিদ্রের বা অশিক্ষিতের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খেতে শিক্ষিত বা অভিজাত সম্প্রদায় কোনো দেশেই সঙ্কোচ করেনি। (স্বদেশী স্বরাজ)

০

আমাদের সব কাজ যে অর্ধেক রাস্তায় ভেঙ্গে পড়ে, তার মূল কারণ হচ্চে এই যে, আমাদের মন আর মুখ এক নয়; নিজেদের সঙ্গে আমাদের একটা পাকাপাকি বোঝাপড়া হয়নি; আমরা ভাজি ঝিঙে আর বলি পটোল। আমাদের মনগুলো একেবারে স্বদেশী ফণ্ডের মতো—কোথাও তার হিসাব নিকাশ নেই, সবটাই

জোড়াতাড়া আর গোঁজামিল। (গোঁজামিল)

[স্বাধীন মানুষ]

যারা কুড়ে, গেঁতো, হতভাগা, তাদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে ভগবানের দয়ার সমুদ্রে কখনো বান ডাকবে না। যারা নিজেদের ফাঁকি দেবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাদের ফাঁকি দেবে। জগতে যারা কিছু করেছে বা পেয়েছে, তারা চিৎ হয়ে পড়ে পড়ে লেজ নাড়তে নাড়তে তা পায়নি বা করেনি। তাদের বুকের রক্ত জল করতে হয়েছে। (সত্যি সত্যি কি চাও?)

০

দেশভরা কান্নার রোল উঠেছে; মেয়েরা কাপড়ের অভাবে ফাঁসি খেয়ে মরছে, ছেলেরা পেটে হাত দিয়ে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করে মরছে; আর তোমরা? সোনার চশমা চোখে এঁটে, বিজলীপাখার তলায় বসে হিসেব করছো যে, কত নম্বর পেলে তোমার নামের পিছনে এম-এ ডিগ্রীটা ঝোলাতে পারবে। (সত্যি সত্যি কি চাও?)

০

স্বাধীনতার জন্যে সত্যি সত্যি যাদের প্রাণ কাঁদে, থিয়েটারী ঢঙ করে তারা নিজেদের ঠকায় না। (সত্যি সত্যি কি চাও?)

০

সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে ভাড়াটে ভক্তের দরকার হয় না, কেননা সত্য চিরদিনই নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। (হরিনাম আর মাগুরমাছ)

০

গোলাপ, টগর, মল্লিকা যখন আলোতে পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে, তখন তারা ভ্রমরদের বাড়ী বাড়ী নোটিশ পাঠিয়ে দিয়ে বলে না—'ওগো আমরা ফুটে আছি, তোমরা এসে আমাদের চারিদিকে একবার গুন গুন করে যাও।' পূর্ণিমার চাঁদ যখন আকাশের বুকের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন সে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সুপ্ত বিরহীদের জাগিয়ে দিয়ে বলে না—'তোমরা ওঠ, একবার আমায় দেখে বিরহের ব্যথা চাগিয়ে তুলে চোখের জলে বান ডাকাও।' মধুর গন্ধে ভ্রমর

আপনি এসে জোটে ; অমৃতের লোভেই হোক আর কলঙ্কের লোভেই হোক, প্রণয়ী নিজের প্রাণের তাড়ায় আকাশের পানে তাকায়। (হরিনাম আর মাগুরমাছ)

০

মেয়েদের চালিয়ে নিয়ে যাও ত বেশ চলবে, তোমার ভাত রাঁধবে, মাথা টিপে দেবে, আদর -আপ্যায়িত করে কৃতার্থ করবে। কিন্তু মেয়েদের ফাঁদে যদি পা দাও অর্থাৎ তোমার নাকে দড়ি দিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার অধিকার যদি মেয়ের হাতে তুলে দাও ত বাস্—ডুশো ঠক্কর খেয়ে শেষে গোরুর গাড়ী চাপা পড়তেই হবে। (বুদ্ধির বাঁদর নাচ)

০

যাঁরা এদিক-ওদিক ডুদিক রেখে কর্তাদের সঙ্গে একটা রফা করতে চান, কর্তারা তাঁদের বলেন,—'আরে, আমরাও তাই চাই। তোমাদের এ বোঝা বইতে আর আমরা পারি নে। ঘর সর্বস্ব সবই তোমাদের, আমাদের হাতে শুধু চাবিটি বৈ ত নয়। তোমরা মানুষ হয়ে ওঠ, তারপর একটা ভাল দিন দেখে তোমাদের হাতে চাবিটি দিয়ে দেবো।' এই নাবালকের দল মাঝে মাঝে কর্তাদের দরজায় হাজির হয়ে বলেন—'কর্তা গো, দেখ দেখি, আমরা মানুষ হয়েছি কি না ?' কর্তা ঘাড় নেড়ে, মাথা চেলে বলেন—'হুঁ, গোঁপের রেখা দেখা দিয়েচে বটে, কিন্তু হাড় এখনো শক্ত হয়নি। এই বিপুল রাজ্যভার এখনি তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে শেষে কি তোমাদের বিপদে ফেলবো ? জানই ত আমাদের কি রকম দয়ার শরীর।' (অনন্ত লীলা)

[ঊনপঞ্চাশী]

নিজেদের যে আমরা চিনিনি তার প্রমাণ ত পদে পদে পাচ্ছি। সব নেতাদের জিজ্ঞেস কর যে, ইংরেজ চলে গেলে তাঁরা দেশটাকে কি রকম গড়তে চান। তাঁদের ধারণাগুলোর পনের আনা ভাগ ফিরিঙ্গিস্থান থেকে ধার করা—ঐ পার্লামেণ্ট, ভোট, ব্যালট্ আর মেজরিটি। আমাদের মাথায় ভিতরকার স্বরাজের সঙ্গে দেশের নাড়ীর যোগ আছে কি না তা এখনও আমরা ভেবে দেখিনি। (ক্রন্দোলন)

এ দেশে পুরুষের চেয়ে মহাপুরুষের সংখ্যা যে রকম বেড়ে চলেছে—তাতে কোনটা যে এখন বেশি দরকার, তা বোঝা মুস্কিল। (ধর্মের সোল এজেন্সি)

০

তোমাদের বিদ্যাদায়িনী যন্তোর এমনি কায়দা করে তৈরী যে, যিনি বাঘের মত হালুম-হালুম করতে করতে ঐ যন্তোরের মধ্যে ঢুকবেন, তাঁকেও বার হবার সময় মেনি বেড়ালের মত মিউ মিউ করতে হবে। যত বড় দস্যি ছেলেই হোক না কেন, বিদ্যের চাপে যদি মারা না পড়ে, তবু তাকে পঙ্গু হয়ে থকতেই হবে। সরকারী শান্তিরক্ষার এমন উপায় আর নেই। পাঁচশ পুলিস ইন্সপেক্টার যে কাজ না করতে পারে, পাঁচটা ইস্কুল মাষ্টারে তা অনায়াসে করে দিচ্ছে। আমাদের দেশে যদি জবরদস্তি বিদ্যে শেখাবার ব্যবস্থা হয়, তাহলে পুলিসের থানা রাখবার আর দরকার হবে না। ন্যাংড়া, নুলো, কাণা, বোঁচা হয়ে যে সব ছেলেপিলে কলেজ থেকে বার হবে, তাদের দিয়ে সরকারী শান্তি-সভা স্থাপন করা ছাড়া আর কোন কাজ হবার আশা নেই। (না পড়ে পণ্ডিত)

•

গেরুয়ার romance আজকাল অনেকটা কেটে গেছে। বিবেকানন্দ মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে গেরুয়াও মারা পড়েছে। এখন ছেলেরা শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে স্বামীজীর ছবিকে আরতি করেই কাজ সারে। গেরুয়ার দিকে বড়-একটা ঘেঁসে না। (গদায়ের বৈরাগ্য)

০

গলা টিপে ধরলে যেমন দম আটকে মানুষের প্রাণটা বেরিয়ে যায়, ভাষাটাকে মেরে দিলেও তেমনি জাতটার প্রাণও বেরিয়ে যায়। পরাধীন জাতের যতক্ষণ নিজের ভাষা থাকে ততক্ষণ বেঁচে ওঠবার আশাও থাকে। দেখনি, সেইজন্য জার্মানি পোলাণ্ডের ভাষা মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, ইংলণ্ড আইরিষ ভাষা মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল ? আর আজ যদি তোমরা ভারত-জোড়া এক ভাষা করবার খাতিরে বাংলা ভুলতে আরম্ভ কর, তাহলে তোমাদের দুর্দশা দেখে শেয়াল-কুকুর কেঁদে যাবে। (নবীন ভারতী)

পরশুরাম

(রাজশেখর বসু)

[গড্ডলিকা]

নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁরা মরিলে অম্লজান, উদ্‌জান, যবক্ষরজান প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁরা আস্তিক, তাঁদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁরা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমত একটি বড় ওয়েটিং-রুমে জমায়েৎ হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁদের শেষ বিচার হয়। (ভুশণ্ডীর মাঠে)

০

হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্রতত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে,—আবশ্যক-মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু-চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেউ-বা দশ-বিশ বৎসর পরে, কেউ-বা দু-তিন শতাব্দী পরে। ভূতদের মাঝে-মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে খুব ফুর্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে পাপ ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্মশরীর বেশ হালকা ঝরঝরে হয়, তা ছাড়া সেখানে অনেক ভাল-ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হইবার সুবিধা আছে। (ভুশণ্ডীর মাঠে)

[কজ্জলী]

প্রেম সম্বন্ধে লোকের অনেক বড় বড় ধারণা আছে। চণ্ডীদাস বলছেন—নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া ঐছন কানুর প্রেম। রাশিয়ান কবি ভড্‌কাউইস্কি বলেন—প্রেম একটা নিকৃষ্ট নেশা। মেটস্নিকফ বলেন—প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘোল আরও উপকারী। মাদাম দে সেইয়াঁ বলেন, প্রেমই নারীর একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা পুরুষের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া যায়। ওমর খায়খাম লিখেছেন—প্রেম

চাঁদের শরবত, কিন্তু তাতে একটু শিরাজী মিশুতে হয়। হেনরি দি-এইটথ্ বলেছিলেন—প্রেম অবিনশ্বর, একটি প্রেমপাত্রী বধ করলে পর পর আর দশটি এসে জোটে। ফ্রয়েড বলেন—প্রেম হচ্ছে পশুধর্মের ওপর সভ্যতার পলেস্তারা।

(রুচি সংসদ্)

০

প্রেম একটা ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, নায়াগ্রা-প্রপাত, আকস্মিক বিপদ—যাতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। (রুচি-সংসদ্)

০

দেবতাগণের খ্যাতি আছে—তাঁহারা অন্তর্যামী। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদিগকেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে। (জাবালি)

[হনুমানের স্বপ্ন]

স্ত্রীজাতির রহস্য আমি কি-ই বা জানি! এই অদ্ভুত প্রাণীর গুম্ফ নাই শ্মশ্রু নাই বল নাই বুদ্ধি নাই। অথচ দেখ ইহারা শিশুকে স্তন্যদান করে। ইহারা অকারণে হাস্য করে, অকারণে ক্রন্দন করে, তুচ্ছ মুক্তা প্রবাল ইহাদের প্রিয়, সন্তানপালন ও নিরর্থক বস্তুসংগ্রহই একমাত্র কার্য।

০

নিজের কীর্তি নিজে বলা ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি শত্রু ও প্রিয়ার নিকট আত্মগৌরব কথনে দোষ নাই।

০

আমি অনেক ভেবে চিন্তে যা বুঝেছি শোন। যাঁর দাড়ি গোঁপ দু-ই আছে তিনি হলেন জোয়ান, যেমন রবি ঠাকুর, পি সি রায়। যাঁর দাড়ি নেই শুধুই গোঁপ তিনি যুবক, যেমন আশু মুখুজ্যে, গান্ধীজী। আর যাঁর দাড়িও নেই গোঁপও নেই তিনি তরুণ, যেমন বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে।

বাল্যে দুগ্ধ, যৌবনে লুচি-পাঁঠা, বার্ধক্যে একটু নিমঝোল আর প্রচুর হরিনাম— এই হ'ল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত পথ্য।

০

হেন বস্তু নেই যা কাঁটালে পাবেন না। গুঁড়ি চিরুন, তক্তা হবে, হোগ্‌নি কাঠ তার কাছে তুচ্ছ। পাতা পাকিয়ে নিন, হুঁকোয় পরাবার উত্তম নল হবে। আর ফলের তো কথাই নেই। কোলে তুলে নিয়ে বাজান, পাখওয়াজের কাজ করবে। কাঁচার কালিয়া খান, যেন পাঁঠা। বিচি পুড়িয়ে খান, যেন কাবুলী মেওয়া। পাকা কোয়ার রস গ্রহণ করে ছিবড়েটা চরকায় চড়িয়ে সুতো কাটুন, বেরোবে সিল্ক।

০

আমরা ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার গালাগাল বিস্তর খেয়েছি, সোনাপারা মুখ করে সমস্ত সয়েছি। কিন্তু সে দিন আর নেই মশায়। তখন এই কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চলত, ছেলেরা গোঁপ রাখত, কোটের ওপর উড়ুনি ওড়াত, মেয়েরা নোলক পরত আর নাইবার ঘরে লুকিয়ে গান গাইত, গবরমেণ্টকে লোকে তখন বলত সদাশয় সরকার বাহাদুর।

[গল্পকল্প]

স্থূল মিথ্যা অতি বর্বর জিনিস তা স্বীকার করি, কিন্তু সূক্ষ্ম মিথ্যা অতি মহামূল্য অস্ত্র, তাগ করে লাগাতে পারলে জগৎ জয় করা যায়, তা আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পরিমার্জিত মিথ্যাই সভ্যসমাজের আশ্রয় আর আচ্ছাদন, সমস্ত লোকাচার আর রাজনীতি তার উপর প্রতিষ্ঠিত। (গামানুষ জাতির কথা)

০

রাজা মহারাজ সার রায়বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব তুলে দিয়ে কি লাভ হ'ল? এ সব থাকলে বিনা খরচে সরকারের সহায়কদের খুশী করা যেত। রাজভক্ত প্রজাদের বঞ্চিত করা হয়েছে, অথচ মন্ত্রীরা তো দিব্যি ডি. এস-সি এল-এল ডি খেতাব নিচ্ছেন! (শোনা কথা)

[ধুস্তুরী মায়া]

শুনেছি বালিগঞ্জ আর নতুন দিল্লিই হচ্ছে প্রেমের জায়গা।

(দুই বুড়োর রূপকথা)

০

সেকালের লেখকদের হাত পা বাঁধা ছিল, প্রণয়ব্যাপার দেখাতে হলে প্রাচীন হিন্দুযুগে অথবা মোগল-রাজপুতের আমলে যেতে হত, নইলে নায়িকা জুটত না।

(রামধনের বৈরাগ্য)

০

আধুনিক বাঙালী লেখকরা বুঝেছেন যে সেক্স-অ্যাপীলই হচ্ছে উৎকৃষ্ট গল্পের প্রাণ। (রামধনের বৈরাগ্য)

০

এইটুকু বুঝেছি যে গরুর যেমন শিং, শজারুর যেমন কাঁটা, খট্টাশের যেমন গন্ধ, তেমনি সিদ্ধ পুরুষদের আত্মরক্ষার উপায় গালাগালি। তাঁদের কটুবাক্যের চোটে অনধিকারী বাজে ভক্তরা ভেগে পড়ে, শুধু নাছোড়বান্দা খাঁটী মুক্তিকামারা রয়ে যায়। (ভরতের ঝুমঝুমি)

০

বৃহৎ কাষ্ঠে যেমন সংসর্গদোষ হয় না তেমনি বৃহৎ বা বহুজনের ব্যাপারে অনাচার করলে অধর্ম হয় না। রাম শ্যাম যদুকে ঠকানো অন্যায় হতে পারে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটি রেলওয়ে বা জনসাধারণকে ঠকালে সাধুতার হানি হয় না। যদি বা কিঞ্চিৎ অপরাধ হয় তবে ধর্মকর্ম আর লোকহিতার্থে কিছু দান করলে সহজেই তা খণ্ডন করা যেতে পারে। (লক্ষ্মীর বাহন)

০

পুরুত যেমন করে যজমানদের মন্ত্র পড়ায় আমিও তেমনি করে ছাত্রদের পড়াই। নিজেও কিছু বুঝি না, তারাও কিছু বোঝে না। (অক্রূর সংবাদ)

০

ভারতবর্ষ হচ্ছে বাঁকা শ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরারীর দেশ। এখানকার লোকে খাড়া

হয়ে দাঁড়াতে পারে না, চাকর ধোবা গোয়ালা নাপিত যেই হক—এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকও—দরজায় বা দেওয়ালে হাতের ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সেই শ্রীকৃষ্ণের আমল থেকে চলে আসছে, অজন্তার ছবিতে আর পুরী মাদুরা রামেশ্বর প্রভৃতির মন্দিরে একটাও সোজা মূর্তি পাবেন না। বাড়ির চাকর আর আগন্তুক লোকদের গা-হাত লেগে দেওয়াল আর দরজা ময়লা হয়, কিছুতেই কদভ্যাস ছাড়াতে পারি না! (অক্রূর সংবাদ)

০

দাম্পত্য হচ্ছে তিন রকম। এক নম্বর, যাতে স্বামীর বশে স্ত্রী চলে, যেমন গান্ধী-কস্তুরবা। দু নম্বর, যাতে স্বামীই হচ্ছে স্ত্রীর বশ, অর্থাৎ স্ত্রৈণ, ভেড়ো বা হেনপেক, যেমন জাহাঙ্গির-নুরজাহান। দুটোই হল ডিক্টেটারী ব্যবস্থা, কিন্তু দু ক্ষেত্রেই দম্পতি সুখী হয়। তিন নম্বর হচ্ছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী কিছুমাত্র রফা না করে নিজের নিজের মতে চলে, অর্থাৎ দুজনেই একগুঁয়ে। এই হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক আদর্শ দাম্পত্য সম্বন্ধ, কিন্তু এর পদ্ধতি বা টেকনিক লোকে এখনও আয়ত্ত করতে পারে নি। (অক্রূর সংবাদ)

০

শৃঙ্গী নখী আর দন্তী প্রাণীর মতন সালংকারা স্ত্রীও ডেঞ্জারাস। (অক্রূর সংবাদ)

০

টাকা থাকলে দান করায় বাহাদুরি কিছু নেই। (অক্রূর সংবাদ)

০

ভগবানের ওপর হাত না চালায় কে? ভগবান লেংটা করে পাঠিয়েছিলেন, কাপড় পরছ কেন? দাড়ি কামাও কেন? দাঁত বাঁধিয়েছ কেন? (ষষ্ঠীর কৃপা)

[কৃষ্ণকলি]

ফ্রয়েডের শিষ্যরা যাই বলুন, প্রাণীর আদিম প্রেরণা ক্ষুৎপিপাসা।

(নিরামিষাশী বাঘ)

ফেস লিফ্‌টিং জানেন? বিলেতে খুব চলন আছে, আমাদের মা-লক্ষ্মীরা কেউ করিয়েছেন কিনা জানি না। বেশী বয়সে গাল ঝুলে পড়লে রগের চামড়া টেনে সেলাই করে দেয়, তাতে যৌবনশ্রী ফিরে আছে। ফাটা দেওয়াল যেমন লোহার প্লেট আর নট-বোল্টু দিয়ে টেনে রাখা হয় সেই রকম আর কি। (বরনারীবরণ)

০

মানুষের যেমন তিন দশা—বাল্য যৌবন জরা, নারীর যৌবনের তেমনি তিন দশা—আদ্য মধ্য আর অন্ত্য। এই তিন যৌবনের তোয়াজ বা পরিচর্যার পদ্ধতি আলাদা, প্রসাধন বা মেরামতও একরকমে হয় না। (বরনারীবরণ)

০

একটু আঁষটে গন্ধ না থাকলে যেমন কাঙালী ভোজন বা বাঙালী ভোজন হয় না, তেমনি একটু কামগন্ধ না থাকলে মামুলী বা প্লেটনিক কোনও প্রেমই হবার জো নেই। চণ্ডীদাসের নিকষিত হেম খাঁটী সোনা নয়, অন্তত এক আনা খাদ আছে। (নিকষিত হেম)

০

এদেশে মানুষ যা খায় বাঁদরও তাই খায়, তার ফলে মানুষের ভাগে কম পড়ে।

(সরলাক্ষ হোম)

০

চুরির জন্যই যে চুরি তাতে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ পাওয়া যায়। দেশের কাজে চুরি, সরকারী কনট্রাক্টে চুরি, তহবিল তসরুফ, পকেট মারা ইত্যাদির উদ্দেশ্য যতই মহৎ হক, তাতে আনন্দ নেই, শুধু স্থূল স্বার্থসিদ্ধি। (আতার পায়েস)

০

যশোদাদুলাল শ্রীকৃষ্ণ ভালুই খেতেন, কার্বোহাইড্রেট প্রোটীন ফ্যাট কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না, তথাপি তিনি ননি চুরি করতেন। তাঁর কটিতটের রঙিন ধটি যথেষ্ট ছিল, বস্ত্রাভাব কখনও হয়নি, তথাপি তিনি বস্ত্রহরণ করেছিলেন। এই হল নিষ্কাম সাত্ত্বিক চুরির ভগবৎপ্রদর্শিত নিদর্শন। (আতার পায়েস)

[নীল তারা]

চাবুক মেরে কি বেটাছেলেকে জব্দ করা যায়! ওদের একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে হয়, পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে কাটতে হয়। বেটাছেলে টিট করবার দাবাই হল আলাদা।...দাবাইটা বলছি শোন। আগে ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করতে হয়, আশকারা দিয়ে যত্ন আত্তি করে মাথাটি খেতে হয়। তার পর যখন খুব পোষ মানবে, তুমি না হলে তার চলবেই না, তখন নাকে দড়ি দিয়ে চরকি ঘোরাবে, নাজেহাল করবে, কড়া কড়া চোপা ছাড়বে, নাকানি চোবানি খাওয়াবে। (জয়হরির জেব্রা)

০

শাস্ত্রে আছে, সাধকদের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা। কবিরা তেমনি প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য একটি পরমা প্রেয়সীর কল্পনা করেন। এ এক-রকম তান্ত্রিক নায়িকাসাধনা। (দ্বান্দ্বিক কবিতা)

[আনন্দীবাঈ]

বাংলা সাহিত্য যতই সমৃদ্ধ আর উঁচুদরের হক, হিন্দী ভাষায় গালাগালির যে শব্দসম্ভার আছে তার তুলনা নেই। (আনন্দীবাঈ)

০

ভগবান নাচার, সব সময় দয়া করলে তাঁর চলে না, তা বোঝেন? ইঁদুরকে যদি দয়া করেন তো বেড়াল উপোস করবে। মাছ মুরগি পাঁঠা ভেড়াকে দয়া করলে আপনার আমার পেটই ভরবে না। তিনি যখন মানুষকে দয়া করেন তখন মাইক্রোব ধ্বংস হয়, আবার মাইক্রোবকে দয়া করলে মানুষ মরে। নিজের হাত-পা বাঁধা বলেই ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, বলেছেন—আমার হয়ে তোরাই যতটা পারিস দয়া করবি, মনে রাখিস অহিংসাই পরম ধর্ম। (বটেশ্বরের অবদান)

০

নামী লোকের নিন্দে সকলেরই ভাল লাগে। সেকালে যে সব পত্রিকা

রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করত তাদের বিস্তর পাঠক জুটত। কবির ভক্তরাও পড়ে বলত, হে হে হে, কি মজার লিখেছে দেখ! (দুই সিংহ)

০

আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন, মেয়েদের পূর্ণ যৌবন হয় পঞ্চাশের পরে। মর্তমান কলা খেয়েছ তো? পাকলেই সুতার হয় না। যার খোসাটি কালচিটে হয়ে কুঁচকে গেছে, শাঁসটি মজে গিয়ে একটু নরম হয়েছে, সেই পরিপক্ক কলাই অমৃত। মেয়েরাও সেইরকম। এখনকার পঞ্চাশীর কাছে তোমাদের সেকেলে ষোড়শী-টোড়শী দাঁড়াতেই পারে না। (কাশীনাথের জন্মান্তর)

০

টাকাহীন প্রেম আর চাকাহীন গাড়ি দুইই অচল, কষ্টের সংসারে ভালবাসা শুকিয়ে যায়। 'ধনকে নিয়ে বনকে যাব থাকব বনের মাঝখানে, ধন দৌলত চাই না শুধু চাইব ধনের মুখপানে'—এ আমার পোষাবে না বাপু। (রাজমহিষী)

[চমৎকুমারী]

অরাজক জনপদে নিজস্ব কিছু নেই, লোকে মৎসের ন্যায় সর্বদা পরস্পরকে ভক্ষণ করে। এদেশে অবশ্য ঠিক অরাজক অবস্থা এখনও হয়নি, তবে মাৎস্য ন্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে, পরস্পর ভক্ষণের সুযোগ দিন দিন বাড়ছে। এখানে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা হারুন অল রসিদের নির্মম দণ্ডবিধি নেই, কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্টদের দুর্দান্ত শাসনও নেই, পাঁচ ভূতের লীলাখেলা চলছে। (মাৎস্য ন্যায়)

০

জোর যার মুলুক তার। উদ্যোগী পুরুষসিংহ অর্থাৎ যোগাড়ে গুণ্ডাকে লক্ষ্মী বরণ করেন। দু-চার জন রোগা-পটকা গুণ্ডা হাজার জন বলবান সজ্জনকে কাবু করতে পারে। দুর্জনরা একজোট হতে পারে কিন্তু সজ্জনরা পারে না, তারা কাপুরুষ, তাদের নীতি হচ্ছে, চাচা আপনা বাঁচা। মাৎস্য সমাজী জনসাধারণের উদ্দেশে বলে—মানতে হবে, মানতে হবে, কিন্তু নিজের বেলায় মানব না, মানব না। পাপ পুণ্য সব মিথ্যে, শুধু দেখতে হবে পুলিসে না ধরে, আর আত্মীয় বন্ধুরা

বেশী না চটে। (মাৎস্য ন্যায়)

•

ছেলেরা জানে তাদের পিছনে মা বাবা আছেন, ঠাকুমা আছেন, হরেক রকম দেশনেতাও আছেন। মন্ত্রীরাও কিছু করতে ভয় পান! ছেলেরা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত বটুক ভৈরব, কার সাধ্য তাদের শাসন করে। (মাৎস্য ন্যায়)

•

চেন টানলে, গার্ডকে মারলে বা স্কুল কলেজে দাঙ্গা করলে আর্থিক লাভ হয় না, কিন্তু বাহাদুরি দেখানো হয়, সেটাই মস্ত লাভ। আইন লঙ্ঘনে একটা অনির্বচনীয় আত্মতৃপ্তি আছে। (মাৎস্য ন্যায়)

•

যারা খাবার জিনিসে বা ওষুধে ভেজাল দেয়, কালোবাজার চালায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, ঘুষ নেয়, মদ চোলাই করে, নোট বা পাসপোর্ট জাল করে, তবিল তসরূপ করে, তাদের অপরাধ গুরুতর, কিন্তু পকেটমারের চাইতে তারা ঢের বেশী রেস্পেক্‌টেবল্‌ গণ্য হয়। (মাৎস্য ন্যায়)

•

সরকার করুণ ভাষায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন—ভাই সব, ভাড়া না দিলে রেলগাড়ি চলবে কি করে? ও তো তোমাদেরই জিনিস। রেল-কর্মচারীরা নির্দোষ, তাদের মেরো না। এই মিনতিতে কেউ কর্ণপাত করে না। (মাৎস্য ন্যায়)

•

কৌটিল্য বলেছেন, মাছ কখন জল খায় আর রাজপুরুষ কখন ঘুষ নেয়, তা জানা যায় না। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেন নি—ঘুষগ্রাহী অনেক ক্ষেত্রে নিজেই বুঝতে পারে না যে সে ঘুষ নিচ্ছে। পাপ সব সময় স্থূলরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, অনেক সময় সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে দেখা দেয়, তখন তার স্বরূপ চেনা বড়ই কঠিন। স্পষ্ট ঘুষ, প্রচ্ছন্ন ঘুষ আর নিষ্কাম উপহার—এদের প্রভেদ নির্ণয় সকল ক্ষেত্রে করা যায় না। (উৎকোচ তত্ত্ব)

শায়েস্তা খাঁর আমলে দু আনায় এক মন চাল পাওয়া যেত। তার কারণ এ নয় যে তিনি ধানের চাষ বাড়িয়েছিলেন কিম্বা কালোবাজারীদের শায়েস্তা করেছিলেন। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে লড়েন নি, ফ্রী হ্যাণ্ড দিয়েছিলেন। আর আমাদের এখনকার দয়াময় দেশনেতাদের দেখুন, বলেন কিনা প্রাণদণ্ড তুলে দাও! আমার মতে শুধু খুনী আসামী নয়, চোর ডাকাত জালিয়াত ঘুষখোর ভেজালওয়ালা কালোবাজারী দাঙ্গাবাজ ধর্ষক রাষ্ট্রদ্রোহী—সবাইকে সরাসরি ফাঁসি দেওয়া উচিত।

(সাড়ে সাত লাখ)

০

হিন্দুর মেয়ে ছেলেবেলা থেকে সতীত্বের সংস্কার পায়, তাই তারা সহজেই শুচি থাকে। কিন্তু পুরুষরা কোনও শিক্ষা পায় না। মেয়েদের বলা হয় সীতা সাবিত্রী হৈমবতীর মতন সতী হও, কিন্তু পুরুষদের কেউ বলে না—রামচন্দ্রের মতন একনিষ্ঠ হও। (যশোমতী)

[পরশুরামের কবিতা]

কিনিতে পয়সা লাগে একখানি খাতা,
তাহার পাতায় দাতা লিখে দেন যা তা।
সার গর্ভ বাজে বাণী। নাহি লাগে কাজে,
অটোগ্রাফরূপে শুধু খাতায় বিরাজে। (অটোগ্রাফ)

০

মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকগণ,
এবং আর সবাই যাঁদের এ পাড়ায় বাস,
মন দিয়ে শুনুন আমার অভিভাষণ,
আজ আমাদের আলোচ্য—Eat more grass।
অর্থাৎ আরও বেশি ঘাস খান প্রতিদিন,
কারণ, ঘাসেই পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বলাধান,

দেদার ক্যালরি, প্রোটিন ও ভাইটামিন,
ঘাসেই হবে অন্নসমস্যার সমাধান। (ঘাস)

০

ওহে অনন্ত বিশাল বিপুল নিখিলের অধিপতি,
বিশ্বে তোমার না পাই নাগাল, মোরা অতি মূঢ়মতি।
মহাজগতের বিরাট ধান্দা ছেড়ে বারেকের তরে
অতি ছোট হয়ে ধরা দাও আজ মোদের ক্ষুদ্র ঘরে।
ভেবেছ এ ঘর বেশ ত সাজানো, কিসের অসদ্‌ভাব,
হায় হায় প্রভু বুঝিলে না এ যে ভাড়া করা আসবাব।

(প্রার্থনা)

[লঘুগুরু]

নরেন্দ্রনাথ বা এককড়ি শুনিলে মনে আসে না নামধারী বড়লোক বা কাঙাল। রমণীমোহন সুপ্রচলিত সেজন্য অতি নিরীহ, কিন্তু মহিলামোহন শুনিলে lady killer মনে আসে। (নামতত্ত্ব)

০

বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু উক্ত নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন তবে চিন্তার কথা। (নামতত্ত্ব)

০

হইতে পারে বিলাতী পদ্ধতি অধিকতর সভ্য ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। কিন্তু কলাপাতে ভাত ডাল খাইলেও বিজ্ঞানের অবমাননা হয় না।

(ডাক্তারি ও কবিরাজি)

০

বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে, তাহার চারিদিকে গণ্ডি। গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত অনিশ্চিত। কে তাহাকে অভয়দান করিবে? (ভদ্র জীবিকা)

০

কেমিস্ট্রি ফিজিক্স পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনও গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না। (ভদ্র জীবিকা)

০

অনেক বৎসর পূর্বে ইংরেজের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বাঙালী ভাবিয়াছিল—ইংরেজের চালচলন অনুকরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই। সে ভ্রম এখন গিয়াছে, বাঙালী বুঝিয়াছে মোটা চালচলনের সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যমের কোনও বিরোধ নাই। এখন আবার অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন—খোট্টার অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে জীবনযাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে এবং মানসিক উন্নতির আশা বিসর্জন দিতে হইবে। (ভদ্র জীবিকা)

০

আমার পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল বিজলীতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলী আছে। মালী এক টুকরা ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল। (অপবিজ্ঞান)

০

অশ্বত্থামা পিটুলি-গোলা খাইয়া ভাবিয়াছিলেন দুধ, আমরাও একটা নূতন কিছু খাইয়া ভাবিতে চাই ঘি খাইতেছি। (ঘনীকৃত তৈল)

০

অভিজ্ঞ লোকের কাছে নক্‌শা, বস্তুর প্রতিমাস্বরূপ, কিন্তু আনাড়ির কাছে তা প্রায় নিরর্থক। (ভাষা ও সংকেত)

[বিচিন্তা]

সেকালের তুলনায় একালের হিন্দুর অনেক অন্ধ সংস্কার দূর হয়েছে, কিন্তু এখনও যা আছে তা পর্বতপ্রমাণ। অনেক সুশিক্ষিত হিন্দু ফলিত জ্যোতিষ ও মাদুলি-কবচে বিশ্বাস করে, তার প্রমাণ নিত্য নূতন নূতন রাজজ্যোতিষীর অভ্যুত্থান এবং খবরের কাগজে তাঁদের বড় বড় বিজ্ঞাপন। স্বামী, বাবা, ঠাকুর ইত্যাদি উপাধিধারী অনেক মন্ত্রদাতা গুরুর উদ্ভব হয়েছে, এঁদের শিষ্যও অসংখ্য। এই

শিষ্যরা কেবল ধর্মকামনায় বা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের জন্য অথবা শোকদুঃখে সান্ত্বনার জন্য গুরুবরণ করেন না; অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাঁদের চাকরির উন্নতি, ভাল জায়গায় বদলি এবং রোগের নিবৃত্তিও গুরুর অলৌকিক শক্তিবলে সাধিত হবে। সব রকম সাংসারিক সংকটে তাঁরা গুরুর উপর নির্ভর করে থাকেন।

(বিলাতী খ্রীষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু)

•

বহু আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু বকরিদের খাসির মাংস অথবা খ্রীষ্টান ইউকারিস্ট সংস্কারে নিবেদিত রুটির টুকরো পেলে বিনা দ্বিধায় খেতে পারেন, কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে এসকল বস্তু খাদ্য মাত্র। কিন্তু খ্রীষ্টান মুসলমান এবং গোঁড়া ব্রাহ্মর পক্ষে হিন্দু দেবতার প্রসাদ খাওয়া সহজ নয়, তাঁরা মনে করেন এপ্রকার খাদ্যে পৌত্তলিক বিষ আছে, খেলে আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত হবে। (বিলাতী খ্রীষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু)

•

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায় ভেজাল ঘি তেল বেচার জন্য আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা হয়েছে। যাদের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। যারা বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে তারা জানে। যদি সমস্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে বদনাম আর খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-কারবারীরা কতকটা শাসিত হতে পারে। সরকারী কর্তারা যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারেন তবে লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করবে। (ভেজাল ও নকল)

•

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ-স্টোন পাওয়া গিয়েছিল, কয়েক গাড়ি তেঁতুল-বিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার পরেই চুপ। অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হত? (ভেজাল ও নকল)

সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেক বীর পুরুষের উদ্ভব হয়েছে। এরা ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে মারে, মান্যগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক ও স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের খেপায়, কিন্তু ভেজাল নকল কালো-বাজার প্রভৃতি দুষ্কর্ম সম্বন্ধে পরম নির্বিকার। শুধু অশান্তির প্রসারই এদের কাম্য।

(ভেজাল ও নকল)

০

দক্ষিণ ভারতের পুরুষ লজ্জা জানাবার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশের জন্য ইংরেজ শিস দেয়। অনেক বাঙালী নবযুবক পথ দিয়ে চলবার সময় কেবলই মাথায় হাত বুলোয়—চুল ঠিক রাখবার জন্য। অনেক বাঙালী মেয়ে নিম্নমুখী হয়ে এবং ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দেহ নিরীক্ষণ করতে করতে চলে—সাজ ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য। বাঙালী বৃদ্ধদেরও সাধারণ মুদ্রাদোষ আছে, অবৃদ্ধরা তা বলতে পারবেন। (ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার)

০

আধুনিক শংকরাচার্যদের নামের পূর্বে এক শ আট শ্রী না দিলে তাঁদের মান থাকে না, কিন্তু আদি শংকরাচার্যের শ্রীর প্রয়োজন নেই, এবং হরি দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতা দু-একটি শ্রীতেই তুষ্ট। (ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার)

০

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ফাসিস্ট-বিরোধী লেখক-সংঘের উদ্ভব হয়েছিল। তার কিছুকাল পরে কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ গঠিত হয়। কমিউনিস্ট লেখক ও শিল্পীদেরও সংঘ আছে। হিন্দু-মহাসভা, সমাজতন্ত্রী দল এবং প্রজা-পার্টি থেকে লেখক-সংঘ গঠনের চেষ্টা হচ্ছে কিনা জানি না। (সাহিত্যিকের ব্রত)

০

গোঁড়া হিন্দু ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, কৃত্য-অকৃত্য, কাল-অকাল প্রভৃতি বিচার করে সাবধানে জীবনযাপন করে। মিথ্যা কথা, প্রতারণা বা পরস্বাপহরণে ধর্মচ্যুতি হয় না, কিন্তু গ্রহণের সময় খেলে বা বিধবাকে গহনা পরতে দিলে হয়।

* সাধুতার চেয়ে লোকাচার বড় এই ধারণা সকল ধর্মের গোঁড়া লোকের মধ্যে আছে। (ভারতীয় সাজাত্য)

০

খাদ্যশস্যের অভাবের জন্য সরকার আইন করে ভূরিভোজ নিষিদ্ধ করেছেন। আইন মানলে চক্ষুলজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, খরচ বাঁচে, একটা সামাজিক কুপ্রথা দূর হয়। কিন্তু যেহেতু অমুক অমুক আত্মীয় বা বন্ধু আইন না মেনে হাজার লোক খাইয়েছে অতএব আমাকেও তা করতে হবে নতুবা মান থাকবে না। (জীবনযাত্রা)

০

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগের তুলনায় এখনকার লেখকরা বেশী ভুল করেন, যাঁরা বাংলায় এম. এ. পাস্ করেছেন তাঁরাও বাদ যান না। সেকালে লেখকের সংখ্যা অল্প ছিল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্য লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। একালে লেখকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসতর্কতাও বেড়েছে। অশুদ্ধির একটি প্রধান কারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা পূর্বের তুলনায় খুব কমে গেছে। (বাংলা ভাষার গতি)

০

হুজুগে মেতে বা দেশদ্রোহীর প্ররোচনায় গুণ্ডামি করা আর দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা এক নয়। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শুধু সাহস নয়, শিক্ষাও আবশ্যক। দেশ-রক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হচ্ছে তাতে যদি দলে দলে বাঙালীর ছেলে সাগ্রহে যোগ দেয় তবেই তাদের এবং তাদের পিতামাতার সাহস আর দেশপ্রেম প্রমাণিত হবে। এককালে ইংরেজ আমাদের রক্ষা করত, এখন অবাঙালী ভারতবাসী রক্ষা করবে—এ কথা ভাবতেও লজ্জা হওয়া উচিত। (জাতিচরিত্র)

০

দশ-বারো বছরের ছেলে যখন বলে, নেমে যান মশাইরা, এ গাড়ি পোড়ানো হবে, তখন যাত্রীরা সুবোধ শিশুর মতন আজ্ঞা পালন করে। নাগরিক কর্তব্যবুদ্ধি এবং অন্যায় কর্মে বাধা দেবার বিন্দুমাত্র সাহস কারও নেই। ঝঞ্ঝাটে দরকার কি

বাপু—এই হচ্ছে জনসাধারণের নীতি। পাশ্চাত্ত্য পানদোষ আর ইন্দ্রিয়দোষের তুলনায় এই ক্লীবতা আর কর্তব্যবিমুখতা অনেক বড় অপরাধ। (জাতিচরিত্র)

•

আমাদের অন্য অভাব যতই থাকুক অবতারের অভাব নেই। সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতদের বিনাশ—এই হল অবতারের আসল কাজ। তার দিকে এঁরা একটু দৃষ্টি দেন না কেন? (জাতিচরিত্র)

•

অনেক গল্পকারও পাঠকসাধারণের স্বাভাবিক সুস্থ রুচির দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক মনে করেন না। লোকে বিকৃত প্রেম আর লালসার চিত্র চায়, রোমাঞ্চ চায়, সেজন্য আমাদের কথাগ্রন্থে তাই থাকে—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। গল্পকার নিজের রুচি অনুসারেই লেখেন এবং তিনি যদি শক্তিমান হন তবে পাঠকবর্গের মনেও তাঁর রুচি সঞ্চারিত হয়। পাঠক ফরমাশ করে না, লেখকের কাছ থেকে যা পায় তাই হাল ফ্যাশন বলে মেনে নেয়। (নিসর্গচর্চা)

[চলচ্চিন্তা]

গত সত্তর বৎসরে আমাদের পরিচ্ছদের যে ক্রমিক পরিবর্তন হয়েছে তার একটি কারণ নকল, ফ্যাশন বা হুজুগ, অন্য কারণ ধুতির মূল্যবৃদ্ধি। (আমাদের পরিচ্ছদ)

•

বাঙালীর কোঁচা একটা সমস্যা, পথ চলবার সময় অনেকেই বাঁ হাতে কোঁচার নিম্ন ভাগ ধরে থাকে। সেকালের ভারতীয় সুন্দরীদের হাতে লীলাকমল থাকত, মধ্যযুগের রাজাবাদশাদের হাতে গোলাপ ফুল বা শিকারী বাজপাখি থাকত, ভিকটোরীয় যুগের বিলাসিনীদের হাতে flirting fan থাকত। মানবজাতির কাণ্ডজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় ওসব অনাবশ্যক প্রথা লোপ পেয়েছে। বর্তমান কর্মময় যুগে পথচারী বাঙালী কোঁচার দায়ে এক হাত পঙ্গু করেছে এই দৃশ্য অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। কোঁচার নীচের অংশটা কোমরে গুঁজলে ক্ষতি কি? (আমাদের পরিচ্ছদ)

সেকালে সদ্য এনট্রান্স পাস করা ছাত্র এবং অনেকে যারা পাস করে নি তারাও ইংরেজী নভেল পড়ত, অথচ শুনতে পাই এখনকার অধিকাংশ গ্রাজুয়েট ইংরেজী নভেল বুঝতে পারে না। নব্য বাঙালীর শক্তি বা রুচির এই পরিবর্তন উন্নতি কি অবনতির লক্ষণ তা শিক্ষাবিশারদগণ বলতে পারেন। (গল্পের বাজার)

০

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরঙ্গজনকে অনেক চিঠি লিখেছেন। মথুর কুণ্ডুও পাটের দর জানাবার জন্য শিবু শাকে চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তাই প্রকৃত চিঠি, আর মথুর কুণ্ডু যা লিখেছেন তা কিছুই নয়—এ কথা বলা চলে না। তুচ্ছ মহৎ ভাল মন্দ যাই হক, কবি প্রেমিক উকিল বা পাওনাদার যিনিই লিখুন, সমস্ত চিঠির সামান্য লক্ষণ—একজন অপর জনকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে। সাহিত্যেরও সামান্য লক্ষণ বলা যেতে পারে—একজন (বা একদল) বহু জনকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে। (সাহিত্যের পরিধি)

০

ভারত সরকার তেল ঘি ইত্যাদি অনেক জিনিসের standard বেঁধে দিয়েছেন, হয়তো ভবিষ্যতে এক-দুই-তিন নম্বর সন্দেশেরও উপাদানের অনুপাত নির্দেশ করে দেবেন। কিন্তু এক-দুই-তিন নম্বর সাহিত্যের মান বেঁধে দেবার শক্তি সাহিত্য-আকাডেমিরও নেই। (সাহিত্যের পরিধি)

০

খাদ্যে কতটা ঘি দিলে উপাদেয় হবে, কটা লংকা দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটা পেঁয়াজ রসুন দিলে উৎকট গন্ধ হবে না,—এবং সাহিত্যে শান্তরস আদিরস বা বীভৎসরস, সুনীতি বা দুর্নীতি, একনিষ্ঠ প্রেম বা ব্যভিচার, কত মাত্রায় থাকলে সুধীজনের উপভোগ্য হবে তার নিরূপণের সূত্র অজ্ঞাত। (সাহিত্যের পরিধি)

০

এদেশের অনেক লোক গরুকে মাতৃজ্ঞান করে, বাঁদরকে ভ্রাতৃজ্ঞান করে, কিন্তু গোখাদক শিকারপ্রিয় পাশ্চাত্ত্য জাতিদের তুলনায় আমাদের জন্তুপ্রীতি মোটের

উপর কম। (আমিষ নিরামিষ)

০

অহিংসা পরম ধর্ম, কিন্তু তা পুরোপুরি মেনে চলা আমাদের অসাধ্য। আমিষাহার না হয় বর্জন করা গেল, কিন্তু আরও অনেক নিষ্ঠুর কর্ম আমরা চোখ বুজে করে থাকি। ষাঁড়কে নপুংসক করে বলদ বানিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাই। কোটি কোটি পোকা মেরে পবিত্র আর শৌখিন এণ্ডি গরদ তসর তৈরী করি, তুচ্ছ শখের জন্য পাখিকে খাঁচায় পুরি, নানা জন্তুর স্বাধীনতা হরণ করে জুএ বন্দী করি, পোলিও-ভ্যাকসিন তৈরির জন্য হাজার হাজার বাঁদর চালান দিই, তাদের বধ করা হবে জেনেও। এসব কি জীবহিংসা নয়? (আমিষ নিরামিষ)

০

আধুনিক ছেলেমেয়ের চালচলন যেমন অনেক লোকের পক্ষে দৃষ্টিকটু, আধুনিক বাঙলা ভাষার রীতিও সেই রকম। অন্ধ গোঁড়ামি সকল ক্ষেত্রেই অন্যায়, কিন্তু শুধু হুজুগ বা ফ্যাশনের বশে কোনও নূতন বস্তু বা রীতি মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। (গ্রহণীয় শব্দ)

০

ইংরেজীতে অনেক লোকের নাম একত্র লিখতে হলে আগে Messrs বসানো হয়, অর্থাৎ এঁরা সকলেই Mister। হিন্দীতে তার নকল চলছে সর্বশ্রী, বাঙলাতেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। সর্বশ্রী শুনলেই মনে আসে হাওড়াশ্রী ব্যাটরাশ্রী। লোকে যদি এতই শ্রীর কাঙাল হয় তবে উৎকট সর্বশ্রী না লিখে শ্রীর পর কোলন বা ড্যাশ দিয়ে সমস্ত নাম লেখা যেতে পারে। (গ্রহণীয় শব্দ)

০

সেদিন রাস্তায় একটি কবিরাজী দোকানে সাইন বোর্ড দেখেছি—শ্রীআয়ুর্বেদম্। সংস্কৃত ভাল করে না শিখলে কবিরাজ হওয়া যায় না। আয়ুর্বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ। দোকানের মালিক শেষে ম্ যোগ করে আয়ুর্বেদকে নপুংসক করলেন কেন? (গ্রহণীয় শব্দ)

০

প্রাসাদের বদলে আটচালাতেও উচ্চ শিক্ষা চলতে পারে। বাহ্য আড়ম্বরের চাইতে বিদ্যানকুশলী ও সন্তুষ্ট অধ্যাপকবর্গের প্রয়োজন অনেক বেশী। (শিক্ষার আদর্শ)

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

[বাংলার ইতিহাস]

এদেশে আজকাল যাঁরা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে বাংলার ইতিহাস ও জনশ্রুতি সম্পর্কে ছুঁত মার্গী হয়ে চরমপন্থীয় (ultra-radical) মনস্তত্ত্ব পোষণ করছেন, তাঁরা ভুলে যান যে চরমপন্থীয় মনোভাব শেষে কুসংস্কার (Prejudice) ও প্রতিক্রিয়ায় (Reaction) পরিণত হয়ে থাকে।

[আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা]

আমরা নূতন চাহি, কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট ও ত্যজ্যকে কুড়াইয়া ভারতে নূতনের স্থানে স্থাপন করিতে পারি না এবং তদ্রূপ স্বর্ণযুগের আকাঙ্ক্ষায় অতীতে পশ্চাদবলোকন করিতে চাই না।

০

বাল্যাবস্থা হইতে আমরা 'Mary had a little lamb' পাঠ করি, বিদেশের সেই নীলচক্ষু, কটাচুল ব্যক্তিরা কি প্রকার সুখে থাকে আর তাহাদের সমাজ কি উন্নত, তাহাদের ইতিহাস কি গরীয়ান ইহাই আমাদের দেশের বালকদের পাঠ্য এবং অন্যদিকে আমাদের সমাজ কি ঘৃণিত, আমরা কি অধঃপতিত জাতি—ইহাই নিত্য চারিদিকে শুনি।

০

ভারতে শিক্ষার বেশীর ভাগ স্থলে অর্থ কেরাণীগিরি বা দারোগাগিরি করিবার জন্য যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ততটুকু।

০

আধুনিককালে ধনের গরমে ধনকুবেররা snobs হইয়াছেন, তাঁহাদের উত্তর-পুরুষদের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন ; অনেকে চন্দ্র সূর্য হইতে বংশোৎপত্তির

তালিকা সৃজন বা আবিষ্কার করিতেছেন আর গরীবদের সঙ্গে Connubium স্থাপনে অনিচ্ছুক।

[অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস]

আমাদের দেশ মনুষ্যত্ব হিসাবে যত অধঃপতিত, পৃথিবীর সভ্যপদবাচ্য কোনো দেশে এই প্রকার হয় নাই। পৃথিবীর অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে—ভারতবাসিরা যত মনুষ্যত্ববিহীন হইয়াছে অন্যান্য দেশ তদ্রুপ হয় নাই। ভারতের জনসাধারণ কখনও স্বাধীনতা ভোগ করে নাই, কাজেই তাহারা স্বাধীনতার নামে কিরূপে অকস্মাৎ চেতনাশক্তি প্রদর্শন করিবে! হিন্দু জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত গোলাম। তাহার জীবনের সর্বদিকই অস্বাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কি প্রকারে সে স্বাধীনতার মর্ম আস্বাদন করিবে?

•

স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া চেঁচাইলে স্বাধীনতা আসে না। বিপ্লব বলিয়া ঢাক ঢোল পিটাইলেই বিপ্লব আসে না।

•

একতাবোধ কোথা হইতে আসিবে, বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে, যাহার মূলমন্ত্র 'বারো হিন্দু তেরো চুল্লী'! যে সমাজে দুইটা লোকের একসঙ্গে মিলিবার স্থান নাই; তথায় এক জাতীয়ত্ববোধ কোথা হইতে আসিবে?

মুকুন্দ দাস

(১৮৮১ - ১৯২৫)

[সমাজ]

যাঁরা বক্তৃতা দেন, মেয়ের বিয়ের খরচ কমাবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁদের ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ের কথা বললে বলেন—আমার ছেলের এখনো বিয়ে করার সময়

৫ হয়নি, ওদিকে ঘটক পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়বে।

০

সংসার বড় কঠিন। এ বন্ধু-বান্ধবহীন অরণ্য।

০

কষাইগিরি না করলে কি আর গতর মোটা হয়? হা-রে—মাংস-লোভী সমাজ! ভাল মাংস খেতে শিখেছ, ছেলের মাংস, মেয়ের মাংস।

০

সংসার নয় তো গোলকধাঁধাঁ। ঢুকলে আর রক্ষা নাই। কত রং বেরঙের লোক দেখতে পাচ্ছি, কেউ হাসছে, কেউ নাচছে, কেউ গাচ্ছে। কিন্তু বাবা! এর সকলের পেটেই জিলিপির পেঁচ। হাতে ছুরি, সময় আর সুবিধা পেলে, গলায় বসাতে কেউ ক্রুটী করে না গো, কেউ ক্রুটী করে না।

০

দেশে এখন আর মায়ের পূজা কোথায়? পূজার নাম করে কিছু সময় ফুর্তি করা, আর রাত্রি জেগে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে মাত্র।

০

পূজায় পুরোহিতেরও প্রয়োজন নাই। উকীল, মোক্তার দিয়ে কি আর ঐ দরবারে ছোয়ালজবাব চলে? এ পূজার পুরোহিত—আমি, মন্ত্র আমার গুরু-বাক্য, প্রেম পুষ্প, ভক্তি চন্দন, শ্রদ্ধা নৈবিদ্য, অনুরাগ বাতি, মন অগ্নি, আত্মদান আহুতি, নাম নিশান, বিবেক দক্ষিণা।

০

থাকুক আমার বিয়ে,
চাইনা আমি এম,এ, বি,এ
কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মতন
যাদের ছেলের হাটে গিয়ে।

[পল্লী সেবা]

রেখে দেরে পুটুলী বাঁধা,
আর তোদের কাগজে কাঁদা।

০

পূর্বে এদেশের মেয়েরা সকলেই মুষ্টিযোগ জানতেন। ঐটি শেখান—গৃহিণীদের প্রধান কর্তব্য ছিল। কিন্তু এখন গৃহিণীরা কেবল হারমনিয়ম বাজান, আর কবিতা পাঠ করেন। গৃহিণী হতে হলে কি প্রয়োজন, তার দিকে কারোরই নজর নেই।

০

যতদিন তোমরা দেশের বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে গৃহিণী তৈরী করবার উপযোগী করে না তুলবে, ততদিন তোমাদের জাতির কল্যাণ নেই।

০

বিদ্যালয়ে তৈরী হচ্ছেন কতকগুলি মেম সাহেব। দেখছ না, কাপড় এখন ১২ হাতের কমে হয় না, কারণ কাপড়টা মেমদের মত গাউন করে পরতে হবে তো! দশটা ছেপটিপিন না হলে পোষাকটা মানানসই করে পরা যায় না; সিঁথিতে সিন্দূর নেই—তার বদলে হয়েছে কপালভরা টিপ। সিঁথিটে পূর্বে ছিল মধ্য দিয়ে, এখন হয়েছে টেরী। হাতে রুমাল তো ঘুরতেই আছে।

০

মনে রেখো যে নেতাই যা করুন না কেন, মা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা দেশে কর্মী ছেলেও পাবেন না, কাজও তাঁদের এগুবে না।

০

মায়ে যেমন রাঁধে তেমন,
বুনে রাঁধেন ছাই।
গিন্নী যেদিন রাঁধেন সেদিন,
অমৃতের মতন খাই!

০

আমাদেরই বাংলা, অথচ তা লুঠে নিচ্ছে মারোয়াড়ী, ভাটীয়া, দিল্লীওয়ালা,

ইংরেজ। কুলী, মজুর সব উড়ে, বাসার চাকর বামুনও উড়ে। ত্রিশ টাকার চাকরীর জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলছ কেন? যাও না ঐ নারায়ণগঞ্জের ঘাটে গিয়ে কুলীর কাজ করো না কেন, মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা পাবে, কারো তোষামুদির প্রয়োজন হবে না। কেউ যাবে কি? মান খসে যাবে, এ কথা বল তো লাঠি নিয়ে মারতে আসবে। ভিক্ষায় মান যায় না, কাজ ক'রে খাবে তাতে মান যাবে, এ জাতির কল্যাণ নাই, কল্যাণ হ'তে পারে না।

০

আজ বাঙ্গালী সকল ব্যবসা বাণিজ্য হতে বিতাড়িত, তার কারণ সে সততা হারিয়েছে—যেইটে বাঙ্গালী জাতির বিশেষত্ব ছিল; কলকাতার দিকে চেয়ে দেখো, বাঙ্গালী ধুতি চাদরে বাবু, কেরাণীর দল, টাকা দেয়। কিন্তু যারা কুড়িয়ে নিচ্ছে, তারা সবই বিদেশী। চৌতালায় বসে তারা বাঙ্গালীর দুর্দশা দেখে খিল-খিল করে হাসছে।—গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানগুলি পর্যন্ত হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। আর দু'চার বছর পরে এ কলকাতায় তোমরা একটি বাঙ্গালীকেও দেখতে পাবে কিনা, সে বিষয় আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

০

ঐ তো দোষ! আমি শ্রেষ্ঠ, জাতির মুকুটমণি, কেন না আমার মতন কবি, আমার মতন সাহিত্যিক, আমার মতন নেতা, আমার মতন দেশপ্রেমিক কে আছে? এই অভিমানেই বাঙ্গালীর পতন।

০

ভগবান বাঙ্গালীর মাথায় অনেক কিছু দিয়েছিলেন, কিন্তু দেননি অধ্যবসায়, দেননি উৎসাহ আর কর্মের জন্য পিপাসা। ছেলেদের বিশেষ কিছু দোষ নেই, বর্তমান শিক্ষালয়গুলিই হচ্ছে কেরাণী তৈরী করার যন্ত্র, বাপ-দাদা ঐ যন্ত্রে ফেলে ছেলেগুলিকে কেরাণী তৈরী করে নিচ্ছেন, তাই তো আজ দেশে এই হাহাকার!

০

আজকালকার মেয়েদের কথায় কথায়ই ফিট্ হয়; এ যেন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁরে—তা আবার যারা বেশী সুন্দরী তাদেরই বেশী হয়। গ্রাম্য

ভাষায় ওকে বলে পেক্‌না ; আর সাহিত্যিকের ভাষায় ওকে বলে দুর্বলতা।

[ব্রহ্মচারিণী]

আপন ঘরে আগুন জ্বেলে,
বসে দেখ্‌ছিস তোরা,
ফড়িং ভাবে আগুন মিষ্টি,
এমনি কপাল পোড়া ?

এ সংসারে গরীবের থাকতে নেই, যারা বড় মানুষ তারাই থাক, তারাই আমোদ করুক, ফূর্তি করুক, বেশ্যা নাচাক।

০

ঘোর কলিকাল যা দেখি সব উল্টো তোর,
নৈলে মা করবেন দাসীপনা,
গিন্নি উঠছেন মাথার 'পর ॥
যে জন সদা খাচ্ছে মদ,
বেশ্যা যার পরম সম্পদ,
সে নয় দোষী,—তার উচ্চপদ,
যে না খায় সে মদখোর ॥

[কর্মক্ষেত্র]

যে প্রকৃতই বড়, সেকি আর নাম বেচে খেতে চায় ? না কাগজে নাম ছাপিয়ে সমাজের চোখে ধূলা দেবার চেষ্টা করে ?

০

এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার।
আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে,

নাম ছাপে সে দু'চার জনার।
নামটী যার টাইটেল যুক্ত,
লেখনীটি সেথায় মুক্ত,
তা বই লেখার উপযুক্ত,
আছে কিরে তাঁহার ;
রামা আজ দিল্লী যাবেন,
শ্যামা যাবেন কাছার।
ষ্টারে নাচবেন কুসুমকুমারী,
আ মরি খবরের বাহার ॥

০

যেদিন সভ্যতার ধুয়া ধরে পাশ্চাত্যের মন্ত্র আরম্ভ করেছ, সেদিন থেকে দেশের শান্ত নিরাবিল আনন্দ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সব তোদের সভ্যতার ছেঁদো পথে চসমা পরা চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই।

০

বিদেশী ভট্টাচার্যের সার্টিফিকেট না দেখলে যে আমাদের দেশের জিনিষগুলি আমাদের কাছে মূল্যবান হবে না।

০

আমাদের আসক্তির অভাবে আজ অনেক কবিরাজ নিরন্ন, এই বাংলার সংস্কৃত টোলগুলি আজ সব বন্ধ হয়ে গেছে। এত অশ্রদ্ধার ভেতরে থেকেও সে মরেনি, তার বেঁচে থাকার দৃঢ়তা থেকে আজ গুণগ্রাহী বৃটিশ জাতিরও দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এ দেখেও যদি তোমাদের উর্বর মস্তকে একটু জ্ঞান হয়।

০

কাজ অভাবে জাতটা মরতে বসেছে। বাবুরা এই জাতটাকে একটু বাঁচিয়ে তুলুন না।

মাড়োয়ারী দিল্লীওয়ালা,
উড়ে পার্শি ভাটিয়ারা,
তারা মটোর হাঁকে,
চৌতালায় থাকে,
আমাদের নাই পেটে ভাত ॥
যেদিকে যাই বাংলাদেশের,
সকল দিকই করছে গ্রাস,
তোরাই শুধু কেরাণীর দল,
একটা ব'ড়ের চালেই
হ'লি মাৎ ॥

০

আজকাল স্কুল কলেজে ছেলেদের পিতামাতার অবাধ্য হ'তে হবে এই শিক্ষাটাই বোধ হয় খুব ভাল করে দেওয়া হয় ;—ভগবান করুন এই স্কুল কলেজ ভেঙ্গে নূতন করে গড়ে উঠুক, তা না হলে বোধ হয় এ দেশে মানুষ জন্মাবে না।

০

এই চাষারাই সহর বাঁচিয়ে রাখে, দেশ বাঁচিয়ে রাখে, এদের পদধূলি যতদিন না বাবুরা মাথায় তুলে নিচ্ছেন, ততদিন সহস্র আন্দোলনেও এ দেশের হাহাকার দূর হবে না।

০

সব বেটার কৌলীন্য যেন এক সঙ্গে জেগে উঠেছে। টাকা নিয়ে সাধাসাধি করলেও লোক পাবার যো নেই। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার সব বেটারই যেন ল্যাজ ফুলে গেছে ; খেতে পায় না, কিন্তু অপমানবোধটুকু বেশ আছে।

০

যাদের আমরা এতদিন পদদলিত করে চলেছি, তারাই হচ্ছে আমাদের জাতির মেরুদণ্ড। ওদের উঠতে দিলে আজ আমাদের হাবার মতন পরের মুখের দিকে চেয়ে 'দুটি অন্ন দাও, অন্ন দাও' বলে চীৎকার করতে হতো না।

গার্গী লীলা খণার দেশে,
কাপড় হলো গাউন শেষে ;
দেখে শুনেও অন্ধের মত,
খাঁটি দুধে ঢালছিস ঘোল ॥

ধর্ম সাধনার পথে পরিধেয় বস্ত্রখানারও অনাবশ্যকতা জ্ঞান, জড় জগৎটা কিছু নয়, ওটা মায়াময়—এ যে দীন ভারতের উর্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকে ভারত রসাতলে যেতে বসেছে।

আমি একবারই বলেছি গুরু হতে পারবো না।

মানুষ আমার মূর্তিটাকে পূজা করবে, মশারী খাটিয়ে তাঁকে খাটে শোয়াবে, বাতাস করবে, আর লোকের কাছে বলে বেড়াবেন—আহা ইনি কি মানুষ? ইনি ভগবান। পুরুষ প্রকৃতির যোগে ওঁর জন্ম হয় নি।

দেশের নেতাদের বলো, তাঁরা বক্তৃতা না দিয়ে মানুষ তৈরী করার ক্ষেত্র তৈরী করুন। মানুষ তৈরী হলে তাকে রাজনীতি, সমাজনীতি বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন হবে না, তখন তারা নিজেরাই সব বুঝে নেবে, দেশও তখন তাঁদের কথায় সাড়া দেবে।

ভিক্ষান্নে কি কখনো পেট ভরে ভাই? তোমরা নিজের পায় দাঁড়িয়েছ, এ যখন জগৎকে দেখাতে পারবে, তখন তোমাদের জগতে অপ্রাপ্য কিছুই থাকবে না।

ছেড়ে দে মা রেশমী চুরী,
শাখাঁর কি আর অভাব দেশে ?

জাগো গো ও জননী, ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না ;

যষ্টি-মধু

কাঁচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হাতে পরো না ॥
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্মসাক্ষী ;
জগৎ ভরে আছে জানা ;
চটকদার কাঁচের বালা ; ফুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না ॥

০

Editorদের দায়িত্ব যে কত, তাঁদের আসন যে কত উচু, তাঁরাই যে দেশের চালক, এ কথা বর্তমান সময়ের Editor মহাশয়েরা বোঝেন কিনা, সে বিষয় আমার ঘোর সন্দেহ আছে। কারণ বর্তমান সময়ে কাগজ পড়াও যা, আর কবি দলের সরকারের ছড়া শোনাও তাই বলে মনে হয়।

মন্মথনাথ ঘোষ

(১৮৮১ - ১৯৪৪)

[নব্য জাপান]

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে এখনও আমাদের দেশে বঙ্গভাষার পুস্তকাদি মূল্য দিয়া খরিদ করিবার লোক অতি বিরল। তবে নাটক, নভেল বা গল্পের বই হইলে কেহ কেহ কিছু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের জনসংখ্যা হিসাবে অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থ বিক্রীত হয় না বলিলেও চলে। আলমারীর শোভা বৃদ্ধি করিতে বা লাইব্রেরী সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই শ্রেণীর পুস্তক অধিকাংশ স্থলেই গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকারের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত অনেকেই উহা বিনামূল্যে চাহিয়া বসেন। গ্রন্থকারগণ এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া ক্ষতিগ্রস্থ হন, এবং অবশেষে পুস্তক লেখা ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়া তাহার উপযুক্ত পুরস্কার না

পাইলে গ্রন্থকারগণ উৎসাহিত হইবেন কিসে ? ভাল ভাল অনেক বিষয় এই জন্যই আমাদের দেশে অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইতেছে।

[জাপান প্রবাস]

অনেক পড়িয়াছি, কিন্তু কিছুই শিখি নাই। অনেক শুনিয়াছি কিন্তু কিছুই দেখি নাই। যে টুকু শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে কেবল জ্ঞানের তৃষ্ণা হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু সে তৃষ্ণার নিবৃত্তির উপযুক্ত কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও হয় নাই।

০

জগতের সমস্ত ধর্মেরই প্রচারের ব্যবস্থা আছে, কেবল আমাদের হিন্দু ধর্মের নাই। আমাদের ধর্মালোকে কাহাকেও আলোকিত করাও কি দোষ, না ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ? খৃষ্টান ধর্ম যেমন জগত বেড়িয়া ফেলিতেছে, হিন্দু ধর্ম কি তাহা পারিত না ? নিশ্চয়ই পারিত। বেদান্ত ধর্ম প্রচার করিলে বোধহয় জগতের লোককে মুগ্ধ করা যায়।

০

হে সভ্য দেশবাসিগণ ! আপনারা কাহারও বাটীতে জলখাবারের কথা দূরে থাকুক, চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উদরস্থ করিয়া গৃহস্থের নিকট কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকেন ? যে সংস্কৃত ভাষা সমগ্র জগতে সবাপেক্ষা পুরাতন এবং সাধু বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাতে কি এরূপ কোনও কথা নাই ? যদি থাকে তাহা হইলে তাহার ব্যবহার আপামর সাধারণ সকলে কেন করেন না ?

০

কোন্ জাতির ভাষায় আমাদের ন্যায় গালাগালির ছড়াছড়ি ! সহধর্মিণীর ভ্রাতা হইতে আরম্ভ করিয়া গাধা, গরু, শূকর, বোকা, পাঁঠা, লক্ষ্মীছাড়া, হারামজাদা (এখানে বাঙ্গালা ভাষায় গালিটি শ্রুতিমধুর না হওয়ায় হিন্দুস্তানী ধার করিয়া 'শূয়ার কো বাচ্চা' বলা হইয়া থাকে) ইত্যাদি নিজেদের অভিধান খুঁজিয়া বাছাই করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি না হওয়ায় ইংরেজি হইতে Stupid, fool,

nonsense, damn, rascal ইত্যাদি মুখরোচক শব্দগুলি আমদানী করিয়া ভাষার কি উন্নতিই করিয়াছেন।

০

জাপানীর সহিত আলাপ হইলেই তিনি তাঁহার বাটীতে বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। চীনাবাসীদের আচরণ ঠিক ইহার বিপরীত। সাধ্যমত তাঁহারা কোনও পরিচিত বিদেশীয়কে বাটীতে আহ্বান করেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা আপনার বাসায় আসিবেন, কিন্তু আপনি যদি তাঁহাদের বাটীতে যাইতে চাহেন তাহা হইলেই বিপদ। তাঁহাদের বাসস্থান অপরিষ্কার বলিয়াই কি কোনও বিদেশীয়কে তথায় লইতে লজ্জা বোধ করেন?

০

পরিচারিকাকে সম্মানসূচক ভাষায় আহ্বান আমরা কদাচিৎ করি। যে পরিচারিকার নাম সৌদামিনী, তাহাকে সোদো বলিতে জানি, কিন্তু সোদোকে সৌদামিনী কয়জনে বলিয়া থাকি। এইতো আমাদের সভ্যতা!

০

আজকাল আমাদের দেশের স্থানে স্থানে প্রদর্শনীর জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করা হয়; কিন্তু সহস্র প্রদর্শনী অপেক্ষা একটি স্থায়ী Commercial Museum যে কত উপকারী এবং বাঞ্ছনীয় তাহা কেহই একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না।

০

বলুন তো, আমাদের বাটীতে যদি দুটি অন্নের সংস্থান থাকে, তাহা হইলে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা কি করি? কে যেন আমার অন্তরাত্মা হইতে বলিয়া উঠিতেছে, 'কেন বেলা ৮টার সময় বিছানা ত্যাগ করিয়া দ্বিপ্রহরে আহারান্তে আবার নিদ্রাসুখ উপভোগ করি; পরে বেলা ৩টার সময় উঠিয়া তাস, পাশা অথবা দাবা লইয়া বসি। সন্ধ্যাকালে নিশাচরের ন্যায় আড্ডায় আড্ডায় একটু ঘুরি, পরে রাত্রি ৯।১০টার সময় ভাতে উদরে আকণ্ঠা পূর্ণ করিয়া সটান হইয়া শুইয়া পড়ি।

০

বিরাট ভোজের উদ্যোগ করিতে গিয়া অর্থ এবং পরিশ্রমের জন্য গৃহস্থকে যতদূর কাতর হইতে না হয়, ভোজের ফলাফলাদির (কোন্ তরকারীর লবণ ও ঝাল

কম কিংবা বেশী, কোন্ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সম্যক আদরের অভাবে অসন্তুষ্ট হইবেন, ইত্যাদি চিন্তা) জন্য তাঁহাকে ততোধিক চিন্তিত হইতে হয়। কিন্তু এই যে সমস্ত আমরা কিসের জন্য অম্লান বদনে সহ্য করি ! আমাদের ন্যায় সচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকদিগকে অনিয়মে গুরুপাক দ্রব্যাদি উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াইবার জন্য।

০

প্রকৃত দরিদ্রকে সাহায্য করুন এবং মৃতব্যক্তির স্মরণার্থে সামাজিক এবং পরিচিত সকল লোকদিগকে এমন কোনও জিনিস তত্ত্বস্বরূপ দান করুন যাহা চিরকালের জন্য তাঁহার স্মৃতি আত্মীয়গণের মনে জাগরুক রাখিবে। যতই গাণ্ডে পিণ্ডে ভোজ খাওয়ান না কেন, আজ বাদে কাল, তাহা সকলেই ভুলিয়া যাইবে, পক্ষান্তরে একটু দোষ পাইলে তজ্জন্য অসহনীয় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[কমিউনিস্ট প্রিয়া]

অ্যালিউমিনিয়ামের কল্যাণে বর্তমান কালে হাঁড়ি ফাটিবার ভয় না থাকিলেও, অ্যালিউমিনিয়ামের হাঁড়ি উল্টাইবার পক্ষে ত বাধা নেই। (নিবারণ বাঁড়ুজ্যে)

০

সঙ্গে সঙ্গে থাকলেই কি সব সময়ে পরিবর্তন হয় ? সঙ্গে সঙ্গেই বা কেন, স্বামী স্ত্রী ত' পাশে পাশে থাকে, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীর মাথা দেখে স্বামী চুল বড় করে রেখে খোঁপা বাঁধতে আরম্ভ করলে, অথবা স্বামীর মাথা দেখে স্ত্রী চুল ছেঁটে দশ আনা ছ-আনা করে ফেললে, এমন কখনো দেখেছ কি ? (নিবারণ বাঁড়ুজ্যে)

০

ছেলের লেখাপড়ার সংস্থান আর মেয়ের বিয়ের খরচের ব্যবস্থা না থাকতে যে-মানুষ ছেলেমেয়ে পয়দা করে, সে দয়ার পাত্র নয়। (নিবারণ বাঁড়ুজ্যে)

বৈজ্ঞানিকেরা বলছে, আণবিক বোমার দাপট আর কিছু বেশি করতে পারলে তার ঠেলায় চন্দ্রলোকে পৌছানো যাবে। চন্দ্রলোকে যদি একান্তই যাই ত টাকা-কড়ি নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই যাব, কারণ শোনা যায় এত ঠাণ্ডা সেখানে যে, কোনো রকম প্রাণীরই অস্তিত্ব নেই। তবে ভয় হয়, দুটি প্রাণী হয়ত সেখানকার শীতেও কষ্টে-সৃষ্টে জীবন ধারণ করে আছে,—এক কই মাছ, আর দ্বিতীয় কন্যাদায়গ্রস্ত।

(নিবারণ বাঁড়ুজ্যে)

০

স্ত্রীলোক মাত্রেই অল্প-বিস্তর সংশয়পীড়িত প্রাণী ; কিন্তু তাদের মধ্যে আবার যাহারা নিঃসন্তান, তাদের সংশয়ের আর কূলকিনারা নেই। সন্তানের নিগড় দিয়ে স্বামীকে কঠিনতম বাঁধনে বাঁধা যায়নি বলে সর্বদা তাদের ভয়, স্বামী বুঝি অপরের এলাকার দিকে পা বাড়ালে ! (নিশ্চেতন মন)

০

কন্যা সুন্দরী হইলেই যে, পাত্র সংগ্রহ করা সহজ হয় না,—গণ-পণ-রাশি-বর্ণ-প্রপীড়িত বাঙলা দেশে এ কথা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। (নীহারিকা)

[বিদুষী ভার্যা]

ভুল ইংরেজী বলার একটা সুবিধা এই যে, শব্দের পক্ষ বিস্তার করিয়া সে ভুল মহাব্যোমের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যায় ; কিন্তু কাগজের উপর লিখিত ভুল মসীর কলঙ্কে পাকা হইয়া লেখকের অক্ষমতার সাক্ষীস্বরূপ সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে।

০

লক্ষ্মীর দরজায় সরস্বতী চিরদিনই জোড়হস্ত।

০

শুচিবাইয়ের দ্বারা কেউ কোনোদিন শুচি হতে পারে নি, শুধু মানসিক অশান্তিই ভোগ করেছে।

[অন্তরাগ]

প্রেম যখন প্রেমাস্পদার পিতার সোনা-রূপা বাঁধানো প্রণালীর মধ্য দিয়া বহিবার সুযোগ পায় তখন ঈষৎ অবলীলারই সহিত বয়।

০

'সংসার' বলতে আগে যে পদার্থ বোঝাতো এখন হয় তা একেবারে লুপ্ত হয়েচে, নয় গিয়েচে চাকর বামুনের হাতে। সংসারটা চলচে এখন একটা ব্যবসাদারী চুক্তির মত—মাসান্তে স্বামী তার স্ত্রীকে একটা টাকা ধরে দেয়—স্ত্রী তার সৌখিনতার জন্যে খানিকটা তা থেকে কেটে রেখে বাকিটা দিয়ে চাকর বামুনের সাহায্যে সংসার চালায়। শিশু প্রতিপালন করে আয়ায় ফিডিং বট্‌ল্ আর বেবি-সুদারের সাহায্যে। শিশু আর মাতৃস্তন্য পায় না. পায় বট্‌ল্‌ড্ ফুড্—মাতৃস্তন পায় না, পায় রবারের বেবি-সুদার।

[সোনালীরঙ]

আমার ফুলও ভাল লাগে, ফলও ভাল লাগে! তখনকার দিনে তিনি (স্ত্রী) ছিলেন ফুল, এখনকার দিনে ফল। তখনকার তিনি ফুল হয়ে দিতেন সুগন্ধ। এখনকার ইনি ফল হয়ে দেন রস।

[রাজপথ]

দিশী সুতো না হলে দিশী কাপড় হয় না। বিলিতী সুতো বুনে যদি দিশী কাপড় হয় তা হলে কাঁঠালের রস দিয়ে আমসত্ত হবারও কোন বাধা নেই, আর টেম্‌সের জলকেও গঙ্গাজল বলা যেতে পারে।

০

ঠাকুরদাদা থেকে আরম্ভ করে উর্ধ্বতন আর কেউ কখনও চা স্পর্শ পর্যন্ত করেননি, অথচ ঠাণ্ডাও যে আমার চেয়ে তাঁদের কম ভোগ করতে হয়েছিল তা নয়। দুঃখ কষ্ট অভাব-অভিযোগ, এসব আমরা নিজেই তৈরী করেছি। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে জিনিসের নাম পর্যন্ত জানতেন না, আমাদের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই

জিনিসের। সকালে উঠে কাক আর চা-খোরদের একই বুলি। কাকেরা কা-কা করে’ ডাকে, আর চা-খোরেরা চা-চা করে চেঁচায়।

[স্মৃতিকথা]

রূপালি পাতের দ্বারা সন্দেশের শোভা বাড়ে, কিন্তু স্বাদ কমে না।

০

আমাদের সভ্যতার কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের বেশ-খানিকটা অংশ অসত্যের বাণী অধিকার ক’রে সমস্ত জিনিসকে মোলায়েম করে থাকে। নিমন্ত্রণ-গৃহে কদর্য খাদ্য আহার করেও আমরা প্রসন্নমুখে বলি, খাসা খাওয়া গেল! ক্রোড়পতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে করজোড়ে আবাহন করে বলেন, আমার গরিবখানায় পদার্পণ করে আমাকে কৃতার্থ করবেন; আপনার দৌলত-খানার কুশল ত? যদিও ক্রোড়পতি নিজেও অবগত আছেন যে, দৌলতখানায় দু-বেলায় ঠিকমত অন্ন জুটছে না। শুধু ব্যঞ্জনেই আমরা ফোড়ং দিই নে, বাক্যেও দিই।

০

তখনকার দিনে বাড়িতে তালা লাগিয়ে, একটু নজর রাখবার জন্য প্রতিবেশীদের ব’লে ক’য়ে বিদেশে গমন করা চলত। আজকালকার মতো চোরেরা তখন এতটা তৎপর হ’য়ে ওঠেনি। এখন বাড়িতে লোক না রেখে, শুধু তালা বন্ধ ক’রে গেলে, রেলগাড়ি বর্ধমান পৌঁছবার সবুর সয় না, তারই মধ্যে তালা-চাবি ভেঙে ভাল ভাল মূল্যবান সামগ্রী বেছে-বুছে রামের ঘর হ’তে শ্যামের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়।

০

পাপের ফাঁসে মানুষ যদি একবার মাথা গলায়, আর তার রক্ষা থাকে না; নৈতিক শক্তি হারানোর ফলে পাপ যখনই টান দেয় তখনই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপের দিকে এগিয়ে যায়, পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না।

০

সেকালে মেয়েদের বিবাহ হ’ত এগার-বারো বৎসর বয়সে, সুতরাং প্রাগ্‌বিবাহ-কালের যা-কিছু করণীয় ছেলেদের সবই সরিতে হ’ত আট-দশ বৎসর বয়সের মেয়েদের অবলম্বন ক’রে। এখনকার যুবকেরা ফ্রকপরিহিতা যে-সব মেয়েদের খুকী

ব'লে সম্বোধন করে, আমাদের কালের ছেলেরা সেই বয়সের মেয়েদের মনে মনে সখী ব'লে সম্বোধন করত, আর রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামে কবিতা লিখত।

০

একজন পুরুষের পক্ষে অপর এক পুরুষের প্রতিভাব্যঞ্জক বীরত্বদীপ্ত সুশ্রী মুখের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত ক'রে খুশি হওয়া যদি অবৈধ না হয়, তা হ'লে সেই পুরুষের পক্ষে কোনো সুন্দরী তরুণীর মুখমণ্ডলে বালার্কের আভা এবং নীলপদ্মদ্বয়ের লীলা দেখে খুশি হ'য়ে একাধিকবার দৃষ্টিপাত করলে অবৈধ আচরণ হবে কেন ?

০

ওকালতি ব্যবসায় চালাতে গেলে যে দু-চারটি সারগর্ভ নীতিবাক্য অনুসরণ করে চলতে হয়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে—Cheat and be cheated ; অর্থাৎ ঠকাও এবং ঠকো।

০

মধুসূদনের একটা কাজ হচ্ছে অহংকারীর দর্প চূর্ণ করে বেড়ানো। যেখানে দর্প তার উদ্ধত ফণা উঁচু করে অভিমানের বিষবাষ্প ত্যাগ করতে থাকে, নিঃশব্দে সেখানে উপস্থিত হয়ে লগুড়াঘাতের দ্বারা মধুসূদন তাকে চূর্ণ করেন। তাই মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় নাম দর্পহারী মধুসূদন।

০

আমরা হচ্ছি সংসারানন্দ স্বামী। একমাত্র স্ত্রী গ্রহণের ফলে আমরা স্বামী হই ; এবং সেই স্ত্রীরত্নকে মধ্যমণিরূপে সংসারের কেন্দ্রে স্থাপিত করে তার চতুর্দিকে আনন্দের অনুসন্ধান করে বেড়াই।

০

আমার বিশ্বাস, এমন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি কেউ নেই যে, একান্তে অবস্থান করবার কালে আয়নার সামনে দু চারটে মুখভঙ্গি না করে। একান্তই যদি থাকে, তেমন কঠোর মানুষের সঙ্গ সর্বথা বর্জনীয়।

[বিগত দিন]

মৃত্যুকে যদি অমাবস্যা বলা যায়, বৃদ্ধত্ব তাহ'লে জীবনের কৃষ্ণপক্ষ। তাই

রবীন্দ্রনাথ যৌবনকেই জয়টীকা দিয়েছেন ; আর অপর একজন প্রাচীন রসিক কবি সংস্কৃত ভাষার শ্লোকে বৃদ্ধত্বের প্রচুর নিন্দা করেছেন। মূল শ্লোকটি মনে নেই, কিন্তু তার শেষ পদটির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে, 'যুবতীরা বাবা বলে এই বড় দুখ।' অর্থাৎ, চর্ম শিথিল হয়েছে, দাঁত পড়তে আরম্ভ করেছে, দৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণ—সে সব দুঃখ ত আছেই ; কিন্তু সকল দুঃখের সেরা দুঃখ যুবতীরা 'বাবা' ব'লে ডাকতে আরম্ভ করেছে। এ অবশ্য অনেকটা কবির কৌতুকোক্তি, কিন্তু এ উক্তির মধ্যে সত্যেরও যে খানিকটা অংশ নেই, তা নয়। অনাত্মীয়া যুবতীরা 'বাবা' ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলে পুরুষ যে একটা বিশেষ রকমের দুঃখ অনুভব করে সেটা তার ক্ষীয়মান পৌরুষেরই দুঃখ।

০

এক এক সময় মনে করি, কোথায় গেল সেই রসে-কাব্যে-আর্দ্র কলকাতা শহর, কোথায় গেল সেই 'ডালিম ফুলের রঙ, চাঁপা ফুলের রঙ'-হাঁকা ফিরিওয়ালার দল! আর কোথায়ই বা গেল 'এবার পূজোয় বিপদ ভারি' বইওয়ালারা! ডালিম ফুলের রঙ-বিক্রেতাগণ হয়ত কোন লোহার কারখানায় ঢুকে বিদ্যুত চালিত ইস্পাতের করাত দিয়ে লোহার টি-জয়েস্ট চেরায় ব্যস্ত আছে, আর. 'এবার পূজোয় বিপদ ভারি'-রা যত সত্যি সত্যিই বিপদাপন্ন হয়ে পথে পথে লাইন দিয়ে হেঁকে চলেছে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৮৮২ - ১৯২২)

[হসন্তিকা]

ষাঁড়ে তব পূজা ভাগ খায়, বিশ্বেশ্বর।
সেই ষাঁড় কী প্রসবে ? ষাঁড়ের গোবর॥ (রেজকী)

(এই) ইতিহাস কারে বলে তা' জানো কি ?
শোনো তোমাদের বলি—
(লাখো) লাখো খুন যারা করেছে তাদের
নাম লেখা নামাবলী।
(আহা) সেই নামাবলী অঙ্গে জড়ায়ে
ঘুঘু ডাকে ঘুঘুঘু
(ওগো) যার যত আছে কামান তাহার
সম্মান তত—
(কোরাস)............ ..হুঁ !
(হুঃ)

০

B. E. এবং বিশ্বকর্মায় মাত্র তফাৎ এই—
B. E.র একটা ডিগ্রি আছে, বিশ্বকর্মার নেই।
(বিশ্বকর্মার প্রতি B. E.)

০

এই শীত নিবারণ লোমশ ছাগের
মাংস পুরাণে শুনি গো—
নাকি গোপনেতে উদরস্থ করিয়া
হইল লোমশ মুনি গো।
তার গায়ে গজাইল কাশ্মারী শাল—
জামিয়ার বিনা খর্চায়,
তবে লেগে যাও মিতে ! আগত চিতে
লুচি ও পাঁটার চর্চায়।
(কাশ্মারী কীর্তন বা কাশ্মীরা মচ্ছব বর্ণন)

০

ঘড়িতে বারোটা, পথে 'বরোক' 'বরোক',— লোপ !
উড়ি উড়ি আরসুলা ত্যায় তুড়িলাফ ! —সাফ !

পাল্কী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে —উড়ে !
আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা —ছুঁচা !
পাহারালা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ —খোদ !
বেতালা মাতালগুলা খায় হালখিল্ —কিল !
(রাত্রি বর্ণনা)

০

অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
ওড্র কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
নিম্বশিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন সময়ে আহা !
তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে ;
আম্বা করি পুনঃ ঢালিলা জাম্বাটি-ভরি
খাব বলি, কহ দেবী তম্বুরা বাদিনী !
কোন্ জাম্বুবান কৈল মুগ্ধ তার ঘ্রাণে
আচম্বিতে ? জম্বুদ্বীপ হৈল হরষিত !
(অম্বল সম্বরা কাব্য)

০

(আহা) বিয়ে করা ভারি ভালো ঢোলক বাজিয়ে ।
(হাঁ হাঁ) ভাড়া করা পোষাকেতে ভালুক সাজিয়ে ।...
(তুমি) মোটা হও, তাজা হও, হও ভাজা ঘিয়ে,
(তুমি) রাজা হও, প্রজা হও, করে নাও বিয়ে ।
বিয়ে কর কচি খোকা হামা দিয়ে দিয়ে ।
বিয়ে কর দাঁত পড়া দন্ত বাঁধিয়ে ॥...
(ওগো) চালচুলা থাকে থাক দেনায় বিকিয়ে ,
(তুমি) নোঙর বাঁধহ টিকি যাইবে টিকিয়ে ॥

(হাঁ হাঁ) বিয়ে কর বিয়ে কর বেহায়া বেকার,
(যদি) যারি খাবে তারি কাছে জানাবে ঠেকার ॥

(আদর্শ বিয়ের কবিতা)

০

কর্ব্বরে গাল পুরুষের তাই
বিধি যে নারীরে তুষ্ট
করিতে স্বামীর শিরে গ্যান টাক ;
ওতে কি হয়গা রুষ্ট ?

(দ্বিতীয় পক্ষে)

০

(গ্যাখ) কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যগ্যপি ।
(ওগো) ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর বাঁধাকপি ॥
(বস্তু) তন্ত্র মতে গোলাপ চামেলি চাঁপা ওঁচা !
(আহা) ফুল বটে ফুলকপি আর এই মোচা ॥
(ছিছি) অবস্তু আতর কেন মাখ বাছাধন ।
(হাঁ হাঁ) গন্ধ চাই ? শিরে ধর শ্রীগন্ধমাদন ॥
(গ্যাখ) সর্ব-গ্রাহ্য বস্তুতন্ত্র, নেই ইথে ধোঁকা ।
(মরি) ফুল ফোটাইয়া নাকে যেন ফুল শোঁকা ।

(শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসার)

০

লেখ এমন গ্রন্থ যাহা পাঁজাকোলা
করেও না যায় তোলা,
আর চারি যুগে চাটি ফুরাতে নারে যা
ছুনিয়ার আরসোলা ।
ওরে লেখ ব্যসকুট দাঁতে বিস্কুট
আদা জল খেয়ে ল

শুধু   বিরাট হলেই হইবে কেতাব
অজর অমর ।
(কোরাস)..................অ ! (অ !)

[কুহু ও কেকা]

বলব ভাবি 'প্রিয়া' 'প্রাণেশ্বরী'
ছেড়ে দিয়ে 'শুন্‌ছ ?' 'ওগো !,' 'হাঁগো' ;
বলতে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি
ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো ।—
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী
যাত্রাদলের গন্ধ ওতে ভারি
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা,
'পিয়ারা' সে করবে ওদের খাটো ;—
এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা,—
যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো ।...
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ মধুর ডাকের সেরা 'ওগো' । (ওগো)

০

বাঘের ক্ষিদে মিটাও ঠাকুর,—প্রাণ রাখ প্রাণহানি ক'রে ;
মানুষ মরে ক্ষিদেয় জ'রে—হাত গুটিয়ে রইলে স'রে !
(দুর্ভিক্ষে)

০

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে । (মেথর)

০

[বিদায়-আরতি]

জাতির পাঁতির কল্‌মী-দামে আজকে না হয় বদ্ধ হাতী,
তাই ব'লে কি ডুবৃতে দেবে, তোমরা না সব সভ্য জাতি ?
জ্ঞানের বাতি আফ্রিকাতে জ্বালছ নাকি ? শুনতে পাই।
মানুষ বিক্রী উঠিয়ে দেছ নিত্যি শোনাও এই কথাই।
তবে মোদের সকল দাবী দাবিয়ে কেন রাখতে চাও ?
দাবীর কথা পাড়তে গেলেই কুঁচ্‌কে ভুরু দাবড়ি দাও ?
মানুষ হতে দাও আমাদের, ঘুচাও মনের এ আফশোষ,
ঘর-শাসনের দাও অধিকার, হোম্‌রুলে কি এতই দোষ ?

(দাবীর চিঠি)

০

নিষ্ঠাবানের সধবাও করেন একাদশী
পতির পাতে প্রচুর ভাবে 'আট্‌কে' বেঁধে রেখে,
আওটা-দুধে চুমুক লাগান পিছন ফিরে বসি'
পাতিদাতা পতি-গুরু পাছে ফেলেন দেখে।

(দোরোখা একাদশী)

০

আমরা তোমার চাই না শিক্ষা, চাই না বিদ্যা-বিক্রয়ী !
ধর্ম্ম-কথাও পণ্য যাদের, তাদের পণ্য কিনতে ব্যগ্র নহি।
মানুষ খুঁজে ফিরছি মোরা,—মানুষ হবার রাস্তা যে বাংলাবে।
তিক্ত হ'য়ে গেছে জীবন ঘরের পরের অমানুষের তাঁবে।

(কোনো ধর্ম্মধ্বজের প্রতি)

০

দ্যাখ   রঙে আছি মোরা রঙের গোলাম—রঙের টঙের সঙের পাঁতি,
রঙে আছি, তাই টঙে ব'সে আছি, কেউ বা কাগ্‌জী কেউ বা পাতি।
কেউ বা মাচায়, কেউ বা তলায়, কেউ ঘেঁষাঘেঁষি, কেউ তফাতে,
সব সঙই যদি টঙে ভিড় করে ধপাৎ হবে যে অধঃপাতে।...

দ্যাখ ছাপাখানা হয়ে ছত্রিশ জাতে শাস্ত্র বেবাক পড়িছে হায়,
নাই পেয়ে পেয়ে অলপ্পেয়েরা মাথায় ক্রমশঃ চড়িতে চায়!
আহা ভালো ছিল যবে শাস্ত্র শিকায়, ধর্ম্ম ছিলেন টিকিতে ভোঃ!
এখন ছোট মুখে শুনি বড় বড় কথা, তর্কে না দ্যায় টিকিতে, ওঃ!

(পাতিল-প্রমাদ)

অনুরূপা দেবী

[গরীবের মেয়ে]

মেয়ে বড় করিলে নিজের মস্তকে ছোট করিতেই হইবে।

০

য়ুরোপীয়রা যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন করতালি পায়, সেগুলো একেবারেই ফাঁকি। জাতিভেদ উহারা নিজেরা খুব বড় রকম করিয়াই মানে। তবে অপরের জাতি নষ্ট করিয়া দেয় বটে!—জাতিভেদ না মানার ইহাই অর্থ দেখা যায়। যাহাদের উহারা খৃষ্টান করে, তা হৌক তাহারা ব্রাহ্মণ, আর হৌক তাহারা মেথর, তাহাদের এক ঘানিগাছে ফেলিয়া দিব্য করিয়া মিশাইয়া লয়। নিজেরা আভিজাত্যগর্বে অন্ধপ্রায়, নিজেদের আচার-ব্যবহারে এতটুকু চুল কোথাও পরিবর্তন করে না, কিন্তু অন্যের আভিজাত্য উহাদের চোখে কুসংস্কার মাত্র!

[হারানো খাতা]

যারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত, তারাই যেন আরও বেশী করে পরকে অভাবের মধ্যে দেখতে ভালবাসে।

০

শুধু বিলিতি বিবিদের বেশভূষাকেই অনুকরণ করলে চলবে না তো, তাদের সদ্গুণগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে। তা ভিন্ন আমাদের দেশের মেয়েরাও কস্মিনকালে

মূর্খ থাকতেন না। বই পড়া কম থাকলেও এবং না থাকলেও মৌখিক ও দৃষ্টান্তের শিক্ষা সেকালের মেয়েদের অপর্যাপ্তই ছিল।

০

যা সত্য, তা অস্বীকার করিলেও সে মিথ্যা হয় না।

০

বৈষ্ণবের আখড়া বা মঠধারীদের আড্ডা যথার্থ রক্ষামন্দির যে নয়, সে জ্ঞান সকলের নেই।

০

গাঁজা-খোর হইলে যে ঔপন্যাসিক হইতে নাই, তেমন তো কোন বিধান দেখা যায় না।

০

ক, খ শেষ হতে না হতেই শটকে নামতা, সঙ্গে সঙ্গে এ, বি, সি, ডি'র ঠ্যালা। তার পর অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল দেখা দিলেই তো মাথার ঠিক রাখাই গোল হয়ে পড়ে।

[মহানিশা]

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, আইবুড়া মেয়ের বয়স—যেখানেই গিয়া পড়ুক না কেন—ঘড়ির বড়-কাঁটাটার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠিক সেই বারোর অঙ্কেই আসিয়া পৌছায়।

[নারীমঙ্গল]

পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ভোর পাঁচটা (মর্ণিং স্কুলে) হইতে বেলা এগারটা পর্যন্ত নতুবা বেলা ৯॥ টা হইতে ৪টা অবধি, নাকে মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া গাড়ী-ঠাসা হইয়া অনর্গল শুষ্ক কঠোর পাঠাভ্যাসের মধ্যে যেমন ছেলেদের, তেমনি মেয়েদের শরীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে।

•

খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজেও উপাসনার বিধি আছে—কিন্তু হিন্দুসমাজের তো মা-বাপ নাই। কাজেই হিন্দুসমাজের শিক্ষিত ছেলেমেয়ের পক্ষে সন্ধ্যাপূজার্চনা বড়ই লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে!

০

প্রাচীনারা পরকে এক মুহূর্তে আপন করিতে পারিতেন, নবীনারা আপনকেও বহুদিনে নিকটতম করিতে তো পারেন-ই না,—পরন্তু পর করেন।

০

ইদানীং যেমন সকলকার সব কন্যাগুলিকেই চৌষট্টিকলাকুশলা করিয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে সে বেচারাদের এই ঘোর কলির অন্নগত ক্ষীণপ্রাণে আর কতই সামর্থ যে, ইহার উপর আবার রন্ধনাদি কার্যকরী বিদ্যালাভে মনোযোগী হইতে পারে?

০

মেয়েদের শিক্ষাভার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহারা নিজেরাই তো জগদ্‌ব্যাপারে একান্ত অপরিণতবুদ্ধি স্কুলের মেয়ে। নিজেদের সদ্যঃপ্রাপ্ত পুঁথিগত বিদ্যামাত্র সঞ্চয় করিয়া আসিয়াই, শত শত অপরিপক্কমতি বালিকার জীবনগঠনের সহায়তা করিতে হয়।

০

পূর্বেও মেয়েরা অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। তাহাতে নারীমনস্তুষ্টিসম্পাদন পূর্বক গৃহস্থের গৃহে অসময়ের জন্য একটা সঞ্চয়ও থাকিত, কিন্তু এ যুগের নারীবিমোহন যাবতীয় বস্তুজাতই ভুয়া।

০

নিজের মেয়েটিকে বিবাহের বাজারে বাঁধা নিয়মে কনে-দেখানর মামুলী শিক্ষা দিলেই চলিবে না—উহাকে স্বামীর সহধর্মিণী রূপে গড়িয়া দিতে না পার, তবে 'মেকি টাকা' চালানোর মত 'খেলো' জিনিষ দান করার অপরাধে ইহ-পর দুই লোকেরই দরবারে তোমার সাজার ব্যবস্থা হইয়া রহিল, নিশ্চিত জানিও।

০

নিজের ধর্ম, নিজ সমাজের আচার-ব্যবহার, নিজের দেশের রীতিনীতি,—এ

সকলই শুধু বিদেশীয়ের কাছেই নয়, বিদেশী-ভাবাপন্ন আত্মীয়-কুটুম্ব, প্রতিবেশীর সাক্ষাতেও গোপন-চেষ্টায় পলে-পলে আরক্ত গণ্ড হইতে হয়। অর্থোডক্স শব্দটা এখন বোধ হয় সব চাইতে ইতর ভাষায় দাঁড়াইয়াছে।

০

গাড়ী-ঘোড়া এ যুগে যার নাই, সে তো ছোটলোকের সামিল।

০

পূর্বে কতকটা বাধ্যতার গুণে ও এক স্থানে বহুদিন থাকায় লোকজনেরা মুনিব-বাড়ীর চালচলন কিছু কিছু শিখিয়া লইত, এখন সে দিন নাই, পাঁচ বাড়ীর তরকারী চাখিয়া বেড়ানই এখন লোকজনের ফ্যাসন হইয়া উঠিয়াছে। এক বাড়ীতে স্থির হইয়া থাকে না, মায়া-দয়াও হয় না, শেখেও না কিছু।

০

পুরুষ কেরাণীর একটা ধুতি পিরাণ উড়ানিতে, ছেঁড়া জুতায় কাজ চলে। মেয়ে কেরাণীর একটা ইজারগেঞ্জি, সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউস্, সাড়ী, জুতা, মোজা রুমাল—এ নহিলে পুরুষ-মহলে বাহির হওয়া চলেই না।

০

মেয়েরা বিদুষী হউন; কিন্তু তাঁরা মেয়ে থাকুন, তাঁদের পুরুষ হইয়া কাজ নাই—এইটুকুমাত্র তাঁদের কাছে অনুরোধ।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

(সূত্রধার)

[কবি স্মরণে]

কংগ্রেসের ভিতর তখন দুটো দল হয়ে গিয়েছে। প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সের সভাপতি-নির্বাচন নিয়ে বিভ্রাট। শেষ দু'দল একমত হয়ে অদলীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি স্থির করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণ লিখে নেতাদের

একবার দেখিয়ে নেবেন, নেতারা এইরকম আশা করছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করলেন না। অধিবেশন আরম্ভ হল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে উঠলেন। কিন্তু একি! অভিভাষণ যে বাংলায়। দর্শকদের তুমুল হর্ষধ্বনি! কিন্তু নেতাদের মধ্যে অনেকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। এ সেসনটা একেবারে মাটি হল! তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন তো বলেই ফেললেন, রবিঠাকুর যে ইংরেজি জানে না, তাই বাংলায় অভিভাষণ। (বাড়ির আবহাওয়া)

০

স্টার থিয়েটারে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় হচ্ছে; রবীন্দ্রনাথ দেখতে এসেছেন। অভিনয় বেশ জমে উঠেছে, এক বিরতির সময় তাঁর কাছে গিয়ে বললুম—কি হিবার্ট-বক্তৃতা লিখছেন, এই রকমের আরও দু'চারখানা নাটক দিন।

—তা এখনও পারি, আমার মন তো তাই চায়, নিন না আমাকে ওই দিক থেকে ছাড়িয়ে?

—আপনার মন কি যে চায় আর কি যে চায় না, তা তো বুঝতে পারলুম না।

(দর্শন। ধর্ম)

০

রবীন্দ্রনাথ সুগায়ক ছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরের তুলনা ছিল না। রবীন্দ্র-সংগীত একেবারে মিনমিনে, এ কথা যাঁরা বলেন, নিশ্চয়ই তাঁরা কেউ রবীন্দ্রনাথের বা দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান শোনেননি। (গায়ক রবীন্দ্রনাথ)

০

কিশোর রবীন্দ্রনাথ প্রতিবছর এই (হিন্দু) মেলায় যোগ দিতেন—কবিতা পড়তেন, গান গাইতেন। একবার তা শুনে নবীনচন্দ্র সেন অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে বলেন,—আমি মেলায় একটি অপূর্ব নব-যুবককে দেখলুম। কালে সে একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হবে।—শুনে অক্ষয় সরকার বললেন,—কে, রবি ঠাকুর বুঝি, ও ঠাকুর-বাড়ির কাঁচামিঠে আঁব।

এর ষোল বছর পরে নবীনচন্দ্র সেন বলছেন,—সেদিনকার সেই কাঁচামিঠে আঁব এখন পাকা ফজলি। (হিন্দুমেলা)

[অথ নট ঘটিত]

'কুলীন কুলসর্বস্ব'র প্রথম রাত্রির অভিনয়ে এক ব্যাপার ঘটল যা এদেশে নাটক-অভিনয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চারপাশের গ্রাম থেকে লোক ভেঙে এসেছে থিয়েটার দেখবে বলে। স্টেজের চারদিকে তারা বসে গিয়েছে! তর্করত্ন মহাশয় তাদের সরিয়ে সরিয়ে বসাচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এ যাত্রা নয়, এতে শুধু একদিক থেকেই দেখা যাবে। প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেল, দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজলেই অভিনয় আরম্ভ হবে। এমন সময় একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে তর্করত্ন মহাশয়কে স্টেজের ভিতর ডেকে নিয়ে গেল। তিনি গিয়ে দেখলেন, পরামানিক খুর হাতে দাঁড়িয়ে, কিন্তু যে যুবকটি নটী সাজবে সে কিছুতেই গোঁফ কামাতে রাজী হচ্ছে না। তর্করত্ন মহাশয় অনেক বোঝালেন, কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। প্রস্তাবনায় নট-নটী বাদ দেওয়া যায় ন, আর যে নটী সাজবে সে-ছেলেটি গায় চমৎকার। এখন তর্করত্ন মহাশয় একখানা ন্যাকড়া রুমালের মতো করে ছিঁড়ে নিলেন, দুটো কোণা টান-টান করে ধরে ন্যাকড়াটা পাকিয়ে নিলেন; মাঝখানটা সুতো দিয়ে বেঁধে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন, যতক্ষণ স্টেজে থাকবি, দুটা মুড়া ধরে এটা মুখের সামনে ঘোরাতে থাকবি। তাই হল। বাংলাদেশে প্রথম বাংলা-নাটকের প্রথম অভিনয়ে প্রথম দৃশ্যে গোঁফ ওয়ালা নটীর আবির্ভাব হল।

'সাজাহান' অভিনয় হবে, তারাসুন্দরীকে জাহানারার পার্ট দেওয়া হয়েছে। সেদিন রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন থিয়েটারের ম্যানেজার নন, কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে অন্য একজন। নাটকে এক জায়গায় আছে, সাজাহান বলছেন—'ওই মর্মরগঠিত দীর্ঘ-নিশ্বাস তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্'! নাট্যকার তাজমহলকে মর্মরগঠিত দীর্ঘ-নিশ্বাস ব'লে অভিহিত করছেন। কিন্তু শিক্ষক বললেন,—এখানে ছাপার ভুল আছে, ওই দীর্ঘনিশ্বাস কথাটার দু'পাশে বন্ধনী থাকবে, ওটা হল স্টেজ-ডিরেকশন; অর্থাৎ 'ওই মর্মরগঠিত' বলে, তারপর একটা বড়ো রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'তাজমহল' বলতে হবে।—তারাসুন্দরী রিহার্সাল ত্যাগ করে চলে গেলেন, বলতে বলতে গেলেন,—এঁদের কাছেও আমাদের অভিনয় শিখতে হয়!

আবদালা-মর্জিনা নাচ কলকাতা শহরকে মাতিয়ে দিল। ক্লাসিক প্রেক্ষাগৃহে, থিয়েটারি ভাষায় যাকে বলে, বাদুড় ঝুলতে লাগল। যুবকরা চলল, প্রৌঢ়েরা চলল, বৃদ্ধেরা চলল, বাড়ির কর্ত্রী কন্যা-বধূ নিয়ে সেকেণ্ড-ক্লাস ঘোড়ার গাড়ির দরজা-জানলা সব বন্ধ করে ছুটলেন আবদালা-মর্জিনার নাচ দেখতে। আর শুধু কি নাচ, আলিবাবার গানেও দেশবাসী মশগুল হয়ে গেল। গৃহস্থবধূ স্নানের ঘরে গুনগুন করল—বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দেবো না; কোচম্যান ঘোড়ার রশি হাতে পা-দানি ঠুকতে ঠুকতে জোর গলায় আরম্ভ করল—ছি ছি, এত্তা জঞ্জাল!

০

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তেরউইল'-এর নাট্যরূপ 'ভ্রমর'।...অভিনয়ের দিক দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত একটা নতুন কিছু যে দেখালেন, তা নয়। কিন্তু ওই নাটকের প্রযোজনা দর্শককে তাক লাগিয়ে দিল। বারুণী পুষ্করিণীর দৃশ্য! রোহিণী জলে ডুবল; গোবিন্দলাল ঘাটে বেড়াতে এসে তা দেখল; এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল; তারপর চড় চড় করে গায়ের শার্টটা ছিঁড়ে ফেলে ঝপাং করে জলে পড়ল। রোহিণীকে নিয়ে যখন উঠল তখন দুজনেরই কাপড় বেয়ে টসটস করে জল পড়ছে। দর্শকদের হাততালি আর থামে না। গোবিন্দলাল হতেন অমরেন্দ্রনাথ, আর প্রতি অভিনয়ে একটা করে শার্ট ছিঁড়তেন। আর-একটা দৃশ্য দর্শকদের হকচকিয়ে দিত। গোবিন্দলাল-রূপী অমরেন্দ্রনাথ একটা সিনে ঘোড়ায় চড়ে স্টেজে আবির্ভূত হতেন।

০

গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের শেষ অবস্থায় স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রনাথ মিত্র আঙটি ইয়ারিং আয়না রুমাল সাবান প্রভৃতি উপহার দেবার ব্যবস্থা করেন। এ ছিল লটারি। ওইসব জিনিসে একটা করে নম্বর লাগানো থাকত; সেই-নম্বরের টিকিট-ক্রেতা জিনিস পেতেন। এমারেল্ড থিয়েটারও ভাঙবো-ভাঙবো অবস্থায় অনুরূপ ব্যবস্থা করল। থিয়েটারের উপর সাজানো থাকত একঝুড়ি কয়লা, এক-কাঁদি কলা, প্রকাণ্ড একটা লাউ, দুটা কুমড়া—এইরকম সব জিনিস। এও লটারি। অভিনয়শেষে ভাগ্যবান দর্শক মুটের মাথায় দিয়ে ওইসব জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরত।...এখন আর লটারি নয়, প্রত্যেক টিকিটের ক্রেতা বই পাবে,

টিকিটের মূল্য অনুসারে বই-এর সংখ্যা।

প্রতি অভিনয়-রাত্রে হেতুয়ার মোড় থেকে বিডন-উদ্যান অবধি এক জনসমুদ্র রাত তিনটায় অভিনয় দেখে দর্শকগণ যেন স্কুল থেকে ফিরছে, প্রত্যেকের। হাতে বই।

০

মিনার্ভায় অভিনয় চলছিল মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার'। মনোমোহন গোস্বামী একজন গ্র্যাজুয়েট। এখনকার মতো তখন অলিতে-গলিতে শতাধিক গ্র্যাজুয়েট থাকত না। গ্র্যাজুয়েট বললে লোকের মনে সম্ভ্রমের উদয় হত। গ্র্যাজুয়েট শুধু বই লেখেননি, আবার স্টেজে নামছেন। বাইরে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। পোস্টারে হাণ্ডবিলে প্রোগ্রামে যেখানেই মনোমোহন গোস্বামীর নাম থাকে, পাশে দেওয়া হয় বি,এ,।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[টিকি বনাম টাক]

টাকাটাই বড় কথা নয়। কোনও বড় কাজ করবো বলে মনে করলে টাকার জন্য ঠেকে থাকে না। আসল দরকার হচ্ছে লোকের।

০

মোদ্দা বিধবার বিয়ে আমরা চাই না। বিধবারা যদি আবার বিয়ে করতে আরম্ভ করে, তবে আমাদের কন্যারা যাবে কোথায়?

০

শাস্ত্রে সব ব্যবস্থা আছে, বেশ্যার বেশ্যাবৃত্তি করবার ব্যবস্থা আছে, চণ্ডালের অভক্ষ্য ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে—কেন না, শাস্ত্র সমস্ত লোকের জন্য।

[বিপর্যয়]

যেটা আছে সেটা খুব কম সময়েই আমাদের নজরে পড়ে। যেটা নেই সেইটাই সব সময়ে আমাদের কাছে খুব বড় হয়ে ওঠে।

[শুভা]

থিয়েটারেই হ'ক বাহিরেই হ'ক বেহায়াপনারই সর্বত্র জিত।

০

নারীর স্বাধীন সত্তা কি অসম্ভব? পুরুষের ঘাড়ে না চড়িয়া কি নারী জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না?

[অন্তরায়]

বিয়ে ব্যাপারটা একটা জুয়াখেলা বিশেষ—তা যাচাই করেই কর আর যাচাই না করেই কর। ষোল আনা সুখ বিয়ে করে কেউ কখনও পায় না—পেতে পারেই না। কেউ পায় দু আনা, কেউ পায় চৌদ্দ আনা।

০

Ice-bagএ যদি উপকার হয় তবে একটি বাঙ্গালীর মেয়ে বিয়ে করলেও সে কাজ হবে।

[রাজগী]

জাতিভেদ মানবো না অথচ হিন্দু থাকবো, এ প্রায় হওয়াই অসম্ভব। আর কোথাও যদি না ঠেকি, তো বিয়ের বেলায় গিয়ে ঠেকতে হবে।

০

সমাজ তো প্লাষ্টিসিনের পুতুল নয় দাদা, যে, যখন তখন ভেঙ্গে চুরে যেমন করে ইচ্ছা তেমনি গড়ে ফেলতে পারি।

Revolution মাত্রই অল্প বিস্তর জুয়া খেলা।

০

কোদাল দিয়ে মাটি কোপালে বা মাকু ঠেলে কাপড় বুনলে intellectuality নষ্ট হবে, আর grip dumb-bell দিয়ে exercise করলে তা পুষ্ট হবে, এ আমার বিশ্বাস নয়।

[বংশধর]

পঞ্চাশের ওপারে ধরাখানাকে সরা যে না ভাবে, বুঝতে হবে যে তার যৌবনে অকালে ঘুণ ধরেছে।

০

ঘাটের মড়া দিয়ে যদি কাজ চ'লতো তবে লোকে পয়সা দিয়ে জ্যান্ত মানুষ খুঁজতো না।

০

নীরবে অপমান হজম করবার অসামান্য শক্তি না থাকলে, যাদেরকে কেউ চায় না, তারা কোনও মতেই আপনাদের মাথা রাখবার ঠাঁই করে নিতে পারে না।

০

লাঠির ঘা সামলান যায়, খোঁটার আক্রমণ দুর্বার।

০

দূর থেকে চেয়ে দেখতে সুন্দরবনের শোভা অতুলনীয় কিন্তু তার ভিতরে গর্জন করছে হিংস্র শ্বাপদ। জীবনটাকেও তেমনি বেশী খুঁড়লে তার তলায় বেরুবে রাশি রাশি দুঃখ। জীবন সম্ভোগ করতে গেলে একেবারে তার তলা স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা দমন করতে হয়।

০

এক একজন আছে এমন, যারা খুব রাগ হলে হঠাৎ ভারী উদার হয়ে পড়ে, নীতিশাস্ত্রে ত্যাগ-ধর্মের যত সব চলতি কথা আছে অনবরত তাই আবৃত্তি করতে

থাকে ; তাদের এসব কথা শুধু তাদের রাগের বহিরাবরণ—প্রকৃত ঔদার্যের পরিচয় নয়।

[গ্রামের কথা]

মেয়েমানুষ জাত, তাকে যেখানে রাখবে সেইখানেই শিকড় গেড়ে বসবে। মাথায় একবার চড়ালে সেখান থেকে তাকে নামায় কে ? (দত্তগিন্নী)

০

লোকের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবার জন্যই যাহাদের জন্ম, তাহাদের প্রায়ই কাঁটালেরও অভাব হয় না. আর কাঁটাল ভাঙ্গিবার জন্য মাথাও জুটিয়া যায়। (যোগী)

০

ডাক্তার বল, কবিরাজ বল, হাকিম বল, সত্য কথা বলিলে সবাই স্বীকার করিবেন যে, রোগীর মরণ বাঁচন তাঁদের হাতে যদি এক পোয়া থাকে, তবে অদৃষ্টের হাতে অন্ততঃ তিন পোয়া নির্ভর করে। বেশীর ভাগ রোগী আপনা আপনি আরাম হয়, আর বাহাদুরী পায় চিকিৎসক। ইহা না হইলে পৃথিবীতে হোমিওপ্যাথি ইলেক্ট্রোপ্যাথি হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র তন্ত্র তুক-তাকের এত প্রাচুর্য হইতে পারিত না। (যোগী)

[বিয়ের খাতা]

বিয়ে ব্যাপারটা মোটেই কবিতা নয়, এ হচ্ছে ছাঁকা ফ্যাক্ট। এর জন্য যে সব জোগাড় করতে হয় সে সব নিতান্ত ভৌতিক ব্যাপার।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

[জমা-খরচ]

ডাক্তারের তো কথাই নেই। হোয়েছে যদি একটু সামান্য সর্দিজ্বর, কি ধরেছে একটু কিক্‌ব্যথা, বলে বসলেন, প্রকাণ্ড একটা বদখৎ নাম—গ্যালাকটোগোগস কি

হাইপোকনড্রিয়াসিস—কেস বড় খারাপ—হার্ট য়্যাটাক্ হবার খুবই চান্স। বড় বড় গোটাকতক বাক্য ঝেড়ে, দিলেন বাড়ীশুদ্ধ সকলের মাথা একেবারে ঘুলিয়ে। তারপর, এই রকমারি ধরণের প্রেসক্রূপশন লিখতে স্থুরু করে, একদিকে খালি কত্তে লাগলেন রোগীর বাড়ীর ক্যাশবাক্স, আর অন্যদিকে বাড়াতে লাগলেন, নিজের নামের ব্যাঙ্ক-একাউণ্ট।

[পথের-স্মৃতি]

কু-টাই রটে, আর সে রটনা বাতাসের আগে আসিয়া পড়ে। সু-টা কিন্তু কাহারও চোখে কাণে পৌঁছায় না—তাই চাপাই পড়ে। এই বোধ হয় বিধির বিধান।

[মাটীর স্বর্গ]

স্কুলের মাইনেটিতে শুধু অন্ন বা শুধু বস্ত্র—দুটির একটি হয়। স্থুতরাং টুইসনি না করলে কারুরই চলে না। কিন্তু এই টুইসনির কি কম হাঙ্গামা! ছেলে রোগা হয়ে যাচ্ছে, মষ্টারমশাইকে তার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে; ছেলে খেতে বসে গোলমাল করে, দায়ী মাষ্টার মশাই; ছেলের পেটের অস্থুখ হয়েছে—কেন হয়, মাষ্টার মশাই তবে কি করে।

০

বাঙ্গালার সব গাঁয়েরই এই দুর্দশা! এ যেন সেই গল্পের দেশের অবস্থা, হাতীশাল আছে—হাতী নেই, ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, বাড়ী আছে মানুষ নেই, বাজার আছে পণ্য নেই! ঐশ্বর্যময়ী অম্বিকার এ যেন বিসর্জনের পরের মাটী ছাড়া খড়ের মূর্তি! ম্যালেরিয়া মহামারীতে দেশও যেমন উৎসন্ন গিয়াছে, দেশের লোকও যে দু'একটা বেঁচে আছে, তারাও তেমনি অধঃপাতে গিয়েছে। তারা যেমন অজ্ঞ তেমনি সঙ্কীর্ণ মন, তেমনি তাদের খল স্বভাব।

০

হাজার হাজার শিক্ষিত লোক দেখিছি, যাদের ডিগ্রীর বহরের সঙ্গে সঙ্গে, নীচতা, স্বার্থপরতা, দম্ভ-অভিমান, অন্যায় অত্যাচার, হিংসাদ্বেষ, দুষ্টুমি প্রভৃতিও ঠিক

সমান বহরে থাকে। যে শিক্ষায় এই সব পশুভাব মন থেকে যায় না, বা নতুন করে সৃষ্টি করে, তেমন শিক্ষার ধার আমি ধারি না। আমি ত দেখছি, আজকাল-কার স্কুল-কলেজের শিক্ষা যারা কিছুই পায়নি, বরঞ্চ তারাই অনেকটা মানুষ আছে।

০

রেলে যেতে আসতে নিশ্চয় দেখেছেন যে, যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, তবু ভেতরের বাবু ভদ্রলোক, বাইরে থেকে আর কারুকে উঠতে দেবে না। হয় ত সে বেচারার যাবার সকলের চাইতে বেশী দরকার, হয় ত সে সারাপথ দাঁড়িয়ে যেতে পেলেও বেঁচে যায়, তবু দরজা চেপে ধরে তাকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। এ সব কি কম অত্যাচার! শিক্ষিত লোক হয়ে এ সব কি করে পারে, আমি ত ভাবতেও পারি না।

নিরুপমা দেবী

[দিদি]

হে যৌবন! এই-ই কি তোমার স্বরূপ? তোমার ফেনিলোচ্ছ্বাসে মন হইতে কর্ত্তব্যের কঠোর চিন্তা ধুইয়া মুছিয়া যায়, তাই কি তুমি এত সুখদায়ক? তোমারই তীব্র মাদকতায় মানুষ মাতাল হইয়া উঠে, দুঃখের অতল গর্ভে পড়িয়াও তোমারই নেশায় বিভোর থাকে! ত্রিলোকের তৃষিতহৃদয়-বাঞ্ছিত সুরাসদৃশ হায় যৌবন! হায় একীভূত সুধা ও গরল!

০

সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারকে বাদ দিয়া চলিবার উপায় নাই।

০

শুধু শুধু বসিয়া থাকাটা মেয়ে-মানুষের পক্ষে অশোভন, অছিলার মত হাতে একটা কার্য থাকার দরকার।

পঙ্কজিনী বসু

(১৮৮৪ - ১৯০ -)

লম্ফ ঝম্ফ হাঁকা-হাঁকি
দেশোদ্ধারে ডাকাডাকি
সভায় করিয়া, ঢুকে শৃগাল গুহায় !
বাঙ্গালীর ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় !
(বাঙ্গালীর ছেলে)

০

শ্রমেতে বিমুখ এরা,
শ্রম করে অসভ্যেরা,
সভ্য বাঙালীরা শুধু প্রভু লাথি খায় !
যাট বর্ষে মরে দারা
তবু দারা গ্রহে তারা
নাহি লজ্জাবোধ কিংবা অপমান তায় !
আছে কি স্বর্গীয় প্রেম তাদের আত্মায় !
(বাঙ্গালীর ছেলে)

সতীশচন্দ্র ঘটক

(১৮৮৫ - ১৯৩২)

[ঝলক]

গাভী নারায়ণ কি না রে গয়লা বল,
গয়লা হাসিয়া বলে নারায়ণ জল ।

০

ঢাক ঢাক খালি ঢাক।
চশমা কামিজে সবাই দামা যে
কে চেনে ময়ূর কাক
যত ফাঁকা খোল
তত ভারি বোল,
'তেড়ি কেটে টিকি ঢাক' চাঁটি তোল,
টিকিতে যদিও কত পচা টোল
টাটকা আছে বেবাক ;
বাজা নারে ঢোল বাজা না শ্রীখোল
বাজা না নিজের ঢাক। (ঢাক)

০

কলেজ আমার, কলেজ আমার;
যেখানে টিচার ফেলিল বেত্র
গরিমার তুমি জন্মভূমি মা,
ধর্মনীতির কুরুক্ষেত্র ;
দিয়াছ যুবকে মগজ জননী,
ঘর্ষণ জাত তাড়িতে দীক্ষা
দিয়াছ যুবকে পান ও গল্প,
গর্জ্জ শক্তি, কর্জ্জ ভিক্ষা।
কলেজ আমার. কলেজ আমার,
কে বলে মা তুমি গড় না ছাত্রী—
লজ্জানাশের তুমি মা জননী,
সজ্জা বাসের তুমি মা দাত্রী।
(গোলামখানা)

০

দেখো, তাহলে এ পৃথিবীটা ভালোই হত আরো
যদি একের পিঠে দুই একুশ হত,

দুয়ের পিঠে এক বারো।
যদি, বালকরা সব বৃদ্ধদিগের হতেন অভিভাবক,
আর জলের জ্বালা টগবগিয়ে উঠতো ফুটে পাবক,
আর, পড়লে পরেই বিদ্যা হতো,
বুঝতো না যে তারো। (আরো ভালো)

০

আদিরস—ছোট কাঁটাটিরে সবার সমুখে
ধরি বড় কাঁটা চুমা দেয় মুখে।
বীররস—অবসর মত নিয়ে এক দম,
সতেজ পুলকে চলে একদম।
করুণরস—খাটুনি বিরাম নাই একটুক,
প্রাণটুকু শুধু করে ধুকৃধক।
হাস্যরস—কাঁটায় কাঁটায় মাপিছে সময়,
তবু মাঝে মাঝে কম বেশি হয়।
রৌদ্ররস—তেজ কেন রবি বিধির বরেতে?
ঘড়িও সে ঘোরে বারোটা ধরেতে।
ভয়ানক রস—দেয়ালেতে ওই কালের প্রহরী;
তবু পলে পলে হাসির লহরী।
অদ্ভুত রস—কাজ করে যায়, মুখে নেই বাক্,
দেখে শুনে যেগো লেগে যায় তাক।
বীভৎস রস—দিনরাত শুধু করে টিকটিক
টিকটিকী-খেকো মেজাজটা ঠিক।
ভক্তিরস—দিনেতে দুবার কি ভকতিভরে
উপরে দুহাত তুলি জোড় করে। (ঘড়ি)

০

দেখলাম আমি অনেক ভেবে চিন্তে
সভ্য হওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার

পারবো নাকো সভ্য খেতাব কিনতে
অন্তত এই একটু আগেও ক্ষেপার।
ক্ষুধা পেলেও করলে হবে ভক্ষণ
অল্প খাবার গল্প করে আস্তে,
এই যদি হয় সুসভ্যতার লক্ষণ,
অসভ্যতা ছাড়বো কিসের ওয়াস্তে ?
আবার নাকি উচ্চ গলায় হাস্য
সেটাও নাকি বর্বরতার চিহ্ন,
পেট ফুললেও কুঁচকে ঈষৎ আস্য
ঠোঁট দুটিকে করতে হবে ভিন্ন।··
ট্রেন জাহাজে অচেনা কেউ সঙ্গী
থাকলে পরে, করবো আলাপ শুরু ;
চটেন যদি—দেখান ক্রোধের ভঙ্গি,
বলবো মারুন, চামড়া আছে পুরু।
(সভ্যতা)

০

চাঁদা, চাঁদা, চাঁদা !
চাঁদি দাও চাঁদ সূক্ষ্ম এ ফাঁদ
অনেক ফিকিরে ফাঁদা।
ভিক্ষা চাহিলে মুখটি ঘুরাও বেশ,
কর্ম চাহিলে দাও ঝেড়ে উপদেশ,
তাই ত চাঁদার খাতা করিতেছি পেশ,
দেখাবো গোলোক ধাঁধা। (চাঁদা)

[রঙ্গ ও ব্যঙ্গ]

হে জুতা-রতন
পারিনি তোমারে কখনত আমি করিতে যতন,

তবু তুমি মোর লাগিয়া সতত—
বৃষ্টি ও কাদা মাখিয়াছ কত,
সহিয়াছ কত কণ্টক ক্ষত
সাধুর মতন ;
তার চেয়ে বেশি কি হয়েছে আজ
হে জুতা রতন ।...
বন্ধু হে মম !
পৃষ্ঠেতে নহ, কিন্তু চরণে
তুমি অনুপম ;
তোমার মূরতি সদা মনে জাগে,
রিক্ত চরণে যবে ব্যথা লাগে,
যবে মনে পড়ে কত অনুরাগে
সুন্দরতম
বর্মের মত চর্মে রাখিতে
বন্ধু হে মম । (চটি বিলাপ)

০

আমরা বাঙালী খাঁটি ;
মোরা হয়ে বিনিদ্র, পরের ছিদ্র
সতত লইয়া ঘাঁটি,
শুধু নিজের রন্ধ্র দেখিতে অন্ধ
নয়নযুগল আঁটি ।
ভিখারী গরিব, দীন প্রতিবেশী
সেদিকে আমরা চাহিনাক বেশী
হায়, তথাপি আমরা পূর্ণ স্বদেশী
বাখানি দেশের মাটি ;
আর স্বদেশের তরে কাঁদি অকাতরে

দেশীভাবে চুল ছাটি ;
আমরা বাঙালী খাঁটি। (বাঙালা চরিত)

০

শালী কি মধুর নাম,
সেই সুখশালী, যে পেয়েছে শালী,
মর্ত্তে গোলোক ধাম।
আদরে যতনে ক্রীড়া-পরিহাসে,
শাসনে পীড়নে ব্যঙ্গ-বিলাসে,
কৌতুক ভরা বিদ্রূপ হাসে
শালীসম কেহ নাই,
জনমে জনমে শৈশব হতে
শালী যেন খালি পাই। (শালা)

০

ঝাঁটা বঙ্গীয় গৃহস্থালীর Penal code. এককথায় ইহাকে বঙ্গালয়ের D. P. C. (Domestic Penal Code) বলা যাইতে পারে। ইহা বর্ত্তমান সুসভ্যযুগের মার্জ্জিত শাসনদণ্ড। জানি না ইহা যমদণ্ডের অপেক্ষাও ভয়াবহ কিনা। (ঝাঁটা)

০

যিনি নিতান্ত কুৎসিত, তিনিও আপনাকে দর্পণোদরে দেখিতে ভালোবাসেন এবং অনেকটা সুন্দরও দেখেন ; কারণ তাঁহার মনের এমন একটা সৌন্দর্য্যাভিমান আছে যাহাতে তিনি বরং আপনাকে মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করিবেন তথাপি কুৎসিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। (আরসি)

০

অবর্ণযানে দিগদর্শন যন্ত্র না থাকিলে নাবিকেরা যেরূপ প্রমাদ গণিয়া থাকেন, এই মুখদর্শন-যন্ত্র গৃহে না থাকিলে বামাকুলও সেইরূপ প্রমাদ গণিয়া থাকেন।

(আরসি)

০

নারীগণ চিরদিনই দৈহিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতিনী, কারণ পুরুষের চিত্তাপ-

হরণের উপরই তাঁহাদিগের বলবিক্রম, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করে।

(আরসি)

•

আরসির দ্বারা জগতের আর কোন উপকার হউক বা না হউক, উহা ডারউইন সাহেবের মতটিকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে। তাহার সম্মুখে যদি কেহ কিছুক্ষণ নির্জনে দণ্ডায়মান থাকেন, তাহা হইলে তিনি রমণীই হউন, পুরুষই হউন, বালকই হউন, বৃদ্ধই হউন, তাঁহাকে নানাপ্রকার বিকৃত মুখভঙ্গি করিতেই হইবে। (আরসি)

•

যৌবনসুলভ ক্রীড়াকৌতুককে চপলতার চিহ্ন বলিয়া নিন্দা করা এদেশে বুদ্ধিমান লোকে একটি নিত্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন। ইঁহারা যখন অতি গম্ভীরভাবে বলেন যে, 'শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশ না'—তখন ইচ্ছা হয় এই উত্তর দিই যে, তোমার বিজ্ঞতার শিং লইয়া তুমি বসিয়া থাক—পরের উদরে সেটি প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টাটি না করিলেই ভালো হয়, কেননা তাহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। (হাসি)

•

গরুর গাড়ি স্বদেশী জিনিস। উহাতে অপবিত্রকর চামড়া বা তৈজস পদার্থের সংস্রব নাই। অধিক কি, একখানি খাঁটি গরুর গাড়িতে একটি লোহার পেরেক খুঁজিয়া পাইবেন না। এককথায়, উহা সম্পূর্ণ স্বদেশী বা আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত।

(গরুর গাড়ি)

•

এক একবার আমারই সন্দেহ হয় যে এই অদ্বিতীয় দেবতাই বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম কিনা। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, টাকাও তাই। টাকাকে সৎ ভিন্ন যে অসৎ বলে তাহার মত মূর্খ আর নাই। টাকাকে দাঁড় করানো যায় না, সে সর্বদাই চিৎ এবং টাকা আনন্দময় না হইলে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেও সে সুমধুর ঝংকার তুলিবে কিরূপে? (টাকা)

হে টাকে, তুমি যথার্থই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। তুমি আপনচক্রের উপর জগৎসংসার ঘুরাইতেছ। তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষায় লোকে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে, ভিক্ষা করিতেছে, দাসত্ব করিতেছে। হে কমনীয়, হে রমনীয়, হে চিরবাঞ্ছিত, তোমাকে কাহার সহিত তুলনা দিব? তুমি যথার্থই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অথবা কবির ভাষায় 'তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।' (টাকা)

০

কুলা! তুমি সকল ঋতুর সহায়; দারুণ গ্রীষ্মে তোমাকে পাখায় পরিণত করা যায়, বর্ষায় তোমাকে ছত্র করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাওয়া যায়, শরৎকালে তোমাতে ধান্য পরিমাণ করা যায়, শীতকালে তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া কাষ্ঠের কার্য করা যায়। তুমি ঋষি, কারণ বিবাহাদি শুভ কার্যে মন্ত্রদ্রষ্টা। তুমি শাস্ত্র, কারণ অতি পুরাতন। (কুলা)

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

[শিক্ষা ও সভ্যতা]

যদি শিক্ষার ফলে সকলেই আদর্শ মানুষ, অর্থাৎ এক ছাঁচের মানুষ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের সঙ্গ আমাদের নিকট এমনই অসহ্য বোধ হইত যে, মানুষ ঘর ছাড়িয়া বনে পালাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিত না। (শিক্ষার লক্ষ্য)

০

যিনি শিক্ষার দ্বারা চরিত্রগঠন বিষয়ে অতিমাত্র উদ্যোগী, তিনিও সাহিত্যের একশ' পাতার মধ্যে দশপাতা হিতোপদেশ থাকিলে ভাল হয়, এই কথাই বলেন, এবং ইস্কুলের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টার জন্যেও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। (শিক্ষার লক্ষ্য)

০

আমাদের বাঙ্গালা দেশে দেখা যায়, যিনি আইনের বিদ্যা ও বক্তৃতা বেচে টাকা

জমিয়েছেন, তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীর ছেলেকে ইস্কুল-কলেজে বৃথা সময় নষ্ট না করে চটপট ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যেতে খুব জোরালো বক্তৃতা দেন। অবশ্য সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলধনের জন্য তাঁর জমান টাকার কোনও অংশ পাওয়া যাবে না, কেননা তাঁর যে বংশধর ওকালতি করবে কিন্তু উপার্জন করবে না তার জন্য সেটা সঞ্চিত থাকা নিতান্ত দরকার। (অন্নচিন্তা)

৬

অন্ন এখন মহাকালের মূর্তি ছেড়ে কুবেরের মূর্তি ধরেছে। মানুষের কত সভ্যতা মহাকালের করাল দংষ্ট্রা হতে উদ্ধার পেয়ে স্থূলোদর ভোগপ্রসন্ন মুখ কুবেরের মেদপুষ্ট বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে! (অন্নচিন্তা)

৫

আমি যে অন্য সকলের চেয়ে ভিন্ন রকমের, এবং মোটের উপর এ রকমটি আর হয় না, এ জ্ঞান যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। নিজের সম্বন্ধে এই মর্মগত বোধটা লোকে যখন প্রকাশ করে ফেলে, তখন তার নাম হয় 'অহঙ্কার', দ্বিতীয়ভাগ থেকে বেদান্তগ্রন্থ পর্যন্ত সবাই যার একটানা নিন্দা করেন। (আমরা ও আমি)

৩

বিংশ শতাব্দীর বৈশ্যের অবশ্য কোনও ধর্মশাস্ত্রের বালাই নেই; সভ্যতার বাঁধনকেও সে একরকম কাটিয়ে উঠেছে। কেননা বৈশ্য আজ সভ্যতার মাথায় চড়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে বলছে, তোমার কাজ হল আমার কারখানায় কল-কব্জা গড়া, কাঁচা-মালকে কেমন করে সস্তায় ও সহজে তৈরীমাল করা যায় তার ফন্দী বাৎলান; না হয় আমার খবরের কাগজে আমার মতলবমত প্রবন্ধ জোগান। শূদ্রকে বলছে, এস বাপু! তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে লেগে যাও আমার কলের কাজে; পেট-ভাতার অভাব হবে না। আর জেনো এই হচ্ছে সভ্যতা, এতে অসূয়া করা মানে দেশদ্রোহ, একেবারে সমাজের ভিত ধরে নাড়া দেওয়া। ক্ষত্রিয়কে বলছে, হুঁসিয়ার থেকো যেন এই যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের তৈরী আমার কলের মাল দিকে দিকে ছুটল, জলে স্থলে এর গতিকে অবাধ রাখতে হবে, তোমার কামান, বন্দুক, জাহাজ, এরোপ্লেন যেন ঠিক থাকে। (বৈশ্য)

শিক্ষিত বাঙালীর চেয়ে যে নিরক্ষর দিল্লীওয়ালা শ্রেষ্ঠ এর পরিচয় ত একের মোটরকার ও অন্যের ছেঁড়া জুতোতেই সুপ্রকাশ। কিন্তু বাঙালীর মনের এমনি মোহ যে এর প্রতিকারে কেউ ইস্কুল কলেজ তুলে দেবার উপদেশ দেয় না। প্রস্তাব হয় এগুলিতে অন্য রকম শিক্ষা দেওয়া হোক। শিল্পবিদ্যালয় ও কারবার শেখার ইস্কুলে দেশটা ভরে ফেলা যাক। অথচ সকলেই জানি মোটর-বিহারী দিল্লীওয়ালা কি শিল্প, কি সওদাগরি কোনও ইস্কুলেই কোনদিন পড়েনি। (বৈশ্য)

•

মাটি যেদিন ধন হয়েছে, ও-স্বর্গরাজ্যও সেইদিন মাটি হয়েছে। চাষের ফসলকে জীবনোপায় করার সঙ্গে সেই কৌশল মানুষের করায়ত্ত হয়েছে, যাতে একজন বহু-জনকে অনাহারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে খাটিয়ে নিতে পারে। (চাষী)

•

হালের ভারতবর্ষ নিয়ে আমাদের ইংরেজ সরকারের যে মুস্কিল হয়েছে তার বিশগুণ বিপদে পড়েছি আমরা ভারতবাসীরা প্রাচীন ভারতবর্ষকে নিয়ে।

বর্তমান যাহোক অনেকটা চোখের সামনে রয়েছে। ওর ভিতরে কি আছে না আছে আশঙ্কা হলে সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে দেখা যায়; ওর ধড়ফড়ানি লাঠি পিটে ঠাণ্ডা করা চলে; ওর মুখরতার মুখ বন্ধের জন্য মোয়া লাড্ডু, রাহা খরচ আছে। কিন্তু অতীতকে নিয়ে কি করা যায়। ওকে না যায় চোখে দেখা, না চলে চেপে ধরা। অথচ অবস্থার গতিকে এমনি দাঁড়িয়েছে যে, আজকার দিনে ভারতবর্ষের অতীত ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফিরাতে গেলেই গালে চড় পড়ে; ওর বোঝার চাপে পিঠ বাঁকা হওয়ার নামই মুক্তি নয়, এ বলার যো'টী নেই। কারণ আমরা দশে মিলে ভোটে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি যে ভারতবর্ষের অতীতই তার বর্তমানের পথের আলো; ও-আলো আমাদের পেছন থেকে সামনে ছায়া না ফেলে কেবল আলোই ছড়াচ্ছে। (ভারতবর্ষ)

•

আজকার চিত্তবিভ্রমের দিনে এই সহজ কথা আমাদের মনে করা দরকার হয়েছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষেও রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হ'ত, সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করত, দুর্ভিক্ষে লোক মরত, কবিরা প্রেমের কবিতা লিখত, উৎসবে

মোহমুদ্গর পাঠ হত না। এবং আমরা বর্তমান ভারতবর্ষে যে সভ্যতা গড়ে তুলব তারও বিশিষ্টতা থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু চার পাশের সভ্যতার সঙ্গে সে একটা খাপছাড়া কিছু হবে না। (ভারতবর্ষ)

০

'বাংলা ছিল সোনার বাংলা' তা ত বটেই। কিন্তু কবে ছিল? কল-কারখানা, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় আসবার পূর্ব পর্যন্ত কি? সেই সময়েই ত ছিয়াত্তুরের মন্বন্তর। তাতে নাকি সোনার বাংলার এক পোয়া লোকের উপর না খেয়ে মরেছিল! মোগল পাঠানের আমলে বোধ হয়? বিদেশীদের বর্ণনা, আবুল ফজলের গেজেটিয়ার, মুকুন্দরামের কবিতা রয়েছে। গোলায় ধান, গোয়ালে গরু অবশ্যই ছিল—এখনও আছে। কিন্তু এখনকার মত তখনও সে গোলা আর গোয়ালের মালিক অল্প কজনাই ছিল। সোনার বাংলার অনেক সোনার ছেলে তখন চটের কাপড় পরত এমনও আভাস আছে। তবে হিন্দুযুগে নিশ্চয়। কিন্তু সে যুগেও কি এখনকার মত দেশে শূদ্রই ছিল বেশী? (তুতান-খামেন)

০

দেশে গোলাভরা ধান থাকলেও দেশবাসীর বেশীর ভাগের কপালে কেবল ক্ষুদকুঁড়ো জুটতে কোনও আটক নেই।

যাক, এ সব 'আন্‌পেট্রিয়টিক্' খবর চাপা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

(তুতান-খামেন)

[ইতিহাসের মুক্তি]

এদেশে যা একবার আসে তা তো আর সহজে বিদায় হয় না, তা শক-হূনই কি, আর প্লেগ-ম্যালেরিয়াই কি। (বৈজ্ঞানিক ইতিহাস)

০

সমাজে নূতন কিছু আনতে হলে শ্রীচৈতন্যের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস-অনুসন্ধান-সমিতি দিয়ে সে কাজ চলে না। মানুষ জীবনের টানে এগিয়ে চলে, সৃষ্টির প্রেরণায় নূতন সৃষ্টি করে। ইতিহাস জীবনের এই সৃষ্টিলীলার দর্শন। এ লীলার কলকৌশল বুঝলেই সৃষ্টির ক্ষমতা আসে না, যেমন কাব্য বুঝলেই কবি

হওয়া যায় না। তা যদি হত তবে মম্‌সেন ইতিহাসের পুঁথি না লিখে একটা রাজ্যস্থাপন করতেন, আর ব্র্যাড্‌লির হাতে আর একখানা হ্যাম্‌লেট লেখা হত।

(ইতিহাস)

[পত্রাবলী]

ওকালতি বা ভূষিমালের ব্যবসায় যে বড় হয়েছে সাহিত্য-সভায় তাকে আমরা নিত্য মোড়লি করতে দিচ্ছি। (ধর্ম ও বিজ্ঞান)

০

জেলের জাল তৈরী হয়েছে মাছ ধরার কাজে, তা দিয়ে জল ধরা যায় না। তা থেকে কোনও জেলে এ কথা ভাবে না যে পৃথিবীতে শুধু মাছই আছে জল নেই। কিন্তু অনেক পণ্ডিত লোকের বিশ্বাস যে গণিত-সহায় বিজ্ঞান—সৃষ্টির যে জ্ঞান দেয়, তার বাইরে আর কিছুই নেই। (ধর্ম ও বিজ্ঞান)

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

[লঘু-গুরু]

উদরের জ্বালা বড় জ্বালা…কতজনকে পোষ মানাইতে হয়, কতজনের পোষ মানিতে হয়।

[রতি ও বিরতি]

চেহারাই যদি মানুষের সর্বস্ব এবং একমাত্র পরিচয় হইত তবে অনেক অনর্থ ঘটিতই না; অনেক বাক্যে আবশ্যকই হইত না; অনেক দুরভিসন্ধি ধরাই পড়িত না; অনেক পাপাচার চিরকাল গোপনই থাকিয়া যাইত। (পামর)

[অসাধু সিদ্ধার্থ]

চোখের জলের মত সুলভ অথচ যুগপৎ সুকোমল ও সুকঠিন জিনিস জগতে আর কিছুই নাই বলিলেও চলে।

০

উলটাইয়া না পড়া পর্যন্ত গণেশ ঠাকুরকে কেহ বড় স্মরণ করে না।

০

কলিতে ধর্ম নাই ; নিজের কাজ বাগিয়ে নাও—এই কলির একমাত্র ধর্ম।

০

শূন্য উদরে ধর্মের জয়ঢাক বাজাইয়া বেড়ান নির্বোধের কাজ, আত্মঘাতীর কাজ।

০

শিক্ষাপ্রাপ্তা বলিয়া আধুনিক সুন্দরীরা যত আড়ম্বরই করুক, হৃদয় সম্পর্কে সেই আদি নারীর চাইতে তিলমাত্র উন্নতি তাদের হয় নাই। একবার টলিলেই গড়াইতে সুরু করিয়া দিবে ; বিচার বুদ্ধি লোপ পাইয়া এমন হুঁসটুকু রহিবে না যে, গড়াইয়া সে রসাতলেও পড়িতে পারে।

০

[নন্দ আর কৃষ্ণা]

নারীর রূপ আর আকর্ষণ, বিভ্রান্তিকর সেই মোহন ইন্দ্রজাল, পুরুষ অত সহজে আর অত সত্বর ভুলিতে পারিলে পৃথিবীর বুক হালকা, কাব্য ক্ষুণ্ণ, এমন কি মরণ-শীল, পুরাণ অপাঠ্য, আর পাগলের সংখ্যা চৌদ্দ আনা হ্রাস প্রাপ্ত হইত।

[যথাক্রমে]

চেঁচাইয়া কথা না কহিলে মানুষ মানুষের কর্ম ক্ষমতা এবং আত্মীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

[নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ]

অন্ধ সাজিয়া কেলেঙ্কারি করিলেই যদি ক্ষমা পাওয়া যাইত তবে ফৌজদারি

কার্যবিধি আইন বহু পূর্বেই বাতিল হইয়া যাইত, পাপীকে নরকের ভয় দেখান হইয়া উঠিত হাস্যকর এবং যে ব্যক্তি মানুষের মন ভাঙিয়া দেয় তারই বাড়িত মান।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[অপরাজিতা]

শাখা প্রশাখা সমন্বিত একটি বড় গাছ যখন খাড়া থাকে, তখন কত প্রাণীই তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রতিপালিত হয়। কিন্তু সেই গাছ পড়িয়া গেলে তাহার পানে আর কেহই তাকায় না, সবাই তখন স্বতন্ত্রভাবে নীড় বাঁধিতে পাগল।

০

এই যে দেশের নামকরা সাহিত্যিকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে যে সব মহাজন মাটির দরে তাঁদের প্রতিভা কিনে নিয়ে নিজেরা ইমারতের পর ইমারত তুলছেন, সে দিকে লক্ষ্য কারুর আছে?

[মহীয়সী]

যাদের মস্তিষ্ক আছে, গবেষণার শক্তি আছে, তাদের পিছনে টাকার থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্থপতির দালালরা। তাদের শিক্ষালব্ধ গবেষণা নিম্নস্তরের সুলভ বস্তুর রস নিষ্কাষিত করে রসায়নে রসিয়ে এমন ভাবে মূল্যবান খাদ্য বস্তুর উপাদানে পরিণত করছে—বাজারে যার চাহিদার অন্ত নেই। যদিও ঐ সব কৃত্রিম খাদ্য জনসাধারণের জীবনে বিষের ক্রিয়া এনে জীবনীশক্তির অবসাদে করছে। কিন্তু স্ফীত হয়ে উঠছে অর্থপতিদের লাভের তহবিল।

০

মুনাফাখোররা চোরা-বাজারের দৌলতে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েও লোভ নাকি এখনো সামলাতে পারে নি। সাধারণ পণ্য থেকে কাঞ্চন রস নিংড়ে বার করে এমনি তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, টাকার মোহে মানুষের জীবন নিয়ে

ছিনিমি নি খেলাটাও তাদের লাভের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

০

দেশ ও জাতির জীবনস্বরূপ শিশুদের দুধে যারা ভেজাল দিয়ে তাদের স্বাস্থ্যকে নষ্ট করতে পারে, তারা তো পরাধীন হয়ে থাকবেই।

[নারীর রূপ]

যত রোক আর লক্ষ্য চুনোপুঁটিদের দিকে। কিন্তু বড় রুইকাতলার ত্রিসীমাতেও কেউ ঘেঁসে না। আর ঘেঁসলেই বা সাধ্য কি তাদের মাথার একগাছি চুলে কেউ হাত দেয়।

০

সব ব্যাপারেই দেখি, চুড়োয় বসে কল-কাটি টিপছে অন্য প্রদেশের একটা পাগড়ীওয়ালা মাথা।

০

যে নারী স্বামীকে ভালোবাসে না, পৃথিবীতে আর কাউকেই সে ভালোবাসতে পারে না।

০

ইনভারসিটির গোটাকতক ডিগ্রী থাকলেই কি তাকে শিক্ষিত বলে মেনে নিতে হবে? আফিসে চাকরী করতে গেলে হয়তো ডিগ্রীগুলো দেখে ওপরওয়ালা ভড়কে যেতে পারে, কিন্তু যদি কেউ বাজিয়ে নিতে চায় তো দমে যাবে।

[হুইপ]

মাথার উপর মুরুব্বী থাকিলে উন্নতির বিলম্ব হয় না।

[স্বয়ংসিদ্ধা]

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার বেশী. উঁচু বংশও অনেক সময় নীচু কাজ ক'রে লোক হাসায়, কাজেই বংশ নিয়ে বড়াই করা মস্ত ভুল।

বিনয়কুমার সরকার

[বর্তমান জগৎ]

ভারতবাসীর মত নিরানন্দ ও নির্জীব ভাবে দুনিয়ার কোন লোক জীবনধারণ করে না।

°

জগৎ বসিয়া নাই, আমাদের আত্মাভিমান তুচ্ছ করিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছে। প্রাচীন জাতি মাত্রেরই আত্মাভিমান একটা বিষম ব্যাধি।

[যুব বাঙলার অর্থশাস্ত্র]

বাঙলার নরনারীকে মানুষের বাচ্চা হিসাবে মজবুদ করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতির সঙ্গে নিবিড় কুটুম্বিতা স্থাপন।

°

আমাদের গোবরের সারে আর চলিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বাঙলার গরু-গুলা খায় কি? তার আবার গোবরের কিম্মৎ কতটুকু? চাই রাসায়নিক সার।

[বাঙলায় দেশী-বিদেশী]

বাঙলায় হিন্দু নরনারী সংস্কৃত মন্তরের 'থোড়াই কেআর' করে। বাংলা ভাষায় তৈয়ারি গান, কিচ্ছা, কাহিনী ইত্যাদি সাহিত্য বঙ্গ-হিন্দু ধর্মের প্রধান বা একমাত্র বাহন বলিলে ঠিক বলা হয়। বাঙালী হিন্দুর বেদগুলা বাঙলা সাহিত্যের ভিতর ঢুঁড়িতে হইবে,—সংস্কৃতের 'ক্যাকড়া বিছা'র ভিতর নয়।

[ইতালিতে বারকয়েক]

ছেলে শাসন করিবার কায়দায় দেখিতেছি—ইতালিয়ান বাবুটি প্রায় ভারত-বাসীরই মাসতুত ভাই। মারপিট, চেঁচামেচি, চোখরাঙানি ইত্যাদি যন্ত্র কায়ে

হইয়া থাকে যখন তখন।

০

জার্মাণ-সমাজের প্রত্যেক পরিবারের গিন্নীই অতিথিকে নিজ রান্নাঘরটা দেখানো এক চরম গৌরব ও গর্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকে। অতি উচ্চশিক্ষিতা নারীও হেঁসেল-ঘরের রাণী রূপে নিজের কৃতিত্ব জাহির করিতে লজ্জা বোধ করে না।

০

ঠাকুমা বা ঠানদির নিকট যাহা কিছু শিখা যায়, জার্মাণ বালিকারা একমাত্র তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে না। গিন্নীপনার বিদ্যালয় জার্মাণিতে আর অষ্ট্রিয়ায় বিশেষ ইজ্জৎজনক প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বড়ঘরের মেয়েরাও হাতেকলমে গিন্নী হইতে শিখে।

০

স্বাধীনতা চিজটা বক্তৃতার বা লেখালেখির মাল নয়। 'কেজো' লোকের বীরত্ব কেজো লোকের ধড়িবাজি, লাঠিশোটার আওয়াজ, এই সব যেখানে নাই, স্বাধীনতা সেখানে মুখ দেখায় না।

০

মানুষ মরে,—ইহা দুনিয়ার নরনারীর এক মহা দুঃখ। এই দুঃখের শান্তি চাই। সেই শান্তি ছড়াইবার কলই ধর্ম-জীবনের ষোড়শোপচার।

০

কুসংস্কার, ধর্মের গোঁড়ামি, চিত্তের অন্ধতা, সঙ্কীর্ণতা খৃষ্টান সমাজে বেশী ছিল কি হিন্দু সমাজে বেশী ছিল তাহার আলোচনায় বসিলে নিক্তির ওজনে উনিশ বিশ করা সহজ নয়।

[মরুমায়া]

আচ্ছা বলো তো চাচা, এত যারে ডাকলে
সে বিধি মেহেরবান
হিঁদু না মোছলমান ? (ফেমিন রিলিফ)

০

মিথ্যা বন্ধু লিখিব পড়িব, শেষটা মরিব দুখে,
তোমার মতন মৎস্য ধরিব—খাইব পরম সুখে,
(মৎস্য-শিকার)

০

রসমাতাল ও মুক্তিমাতালে প্রভেদ জানিহ থোড়া,
একজন কাটে তালের আগা ও আর জন কাটে গোড়া।
(মুক্তিঘুম)

০

পেটের উপর বুকের বসতি, বুকের উপর মাথা,
তাহার উপর সুখের বসতি, মাথার উপর ছাতা।
(ছাতার কথা)

[সায়ম্]

পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি, ধর্মমেষেরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে, যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে ?
(কৃষ্ণা)

[মরুশিখা]

সিঁদূর মাথানো পাথর দেখিলে তখনই নোয়াই ঘাড়,
পায়ে ধরে সাধি শীতলার গাধী বিরূপাক্ষের ষাঁড়।

প্রাণপণে অবিরাম
জপি,—হনুমান, মুস্কিল-আসান, শিব শনি কালী রাম।
(ভক্তির ভারে)

•

প্রেমমন্দিরে তাহারই বিপদ যেজন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়াভাঙা যত কোলকুঁজো ঘাড়-গুঁজোদেরই মজা।
(ভক্তির ভারে)

•

এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।
(দুঃখবাদী)

•

সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো বলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।
(দুঃখবাদী)

•

তিক্ত সত্যে চটে যান যদি ভক্তের ভগবান,
মোরে ছেড়ে তিনি বাকী সাধুদের করুন পরিত্রাণ।
আমি রয়ে গেনু বিনাশের আশে দুষ্কৃতদের দলে,
দেখিব বন্ধু, মড়ার উপরে কত খাঁড়ার ঘা চলে।
(নবপন্থা)

•

জীবনের মানে,—মরণ তাড়নে উঠে পড়ে শুধু ছুট্।
(জীবন ও মৃত্যু)

•

নিজেরে ছলিতে বাহাদুরি নিতে মিথ্যা বোলো না ভাই।
মরণের আগে মরণের ভয় কারো কভু কাটে নাই।
(জীবন ও মৃত্যু)

•

বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুনি
আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।
(কখির কাব্য)

[মরীচিকা]

জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খাম-খেয়ালী
(ঘুমের ঘোরে)

০

চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে ?
(ঘুমের ঘোরে)

০

ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,
'গোরু মেরে জুতাদান' অপেক্ষা নহে কভু বেশি পুণ্য।
(ঘুমের ঘোরে)

০

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি !
(ঘুমের ঘোরে)

০

এ ধরা গোরস্থান ;
মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দুদিনে ভূমি-সমান !
(ঘুমের ঘোরে)

০

ব্যথার গুমটে এ ধরণী সদা পচিয়া উঠিতে চায়,
পবন তপন কত রসায়ন লেপন করিছে তায়।
(চামড়ার কারখানা)

০

বেতসের মতো সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলা মাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি। (মানুষ)

৩

অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
মামুলি প্রেমের নেট-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি। (মনকবি)

অমরেন্দ্রনাথ রায়

(১৮৮৮ - ?)

[বঙ্গের রঙ্গ-কথা]

এক একখানি করিয়া কাগজ মাসে মাসে পয়সা খরচ করিয়া কিনিও,—ঘরে বসিয়া থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখার সুখ পূরা মাত্রায় পাইবে। ইহার যেমন ছবি, তেমনি গল্প-উপন্যাস!—বাহিরের নগ্ন সৌন্দর্য দেখিয়া যদি নয়ন সার্থক করিতে চাও তবে ইহার ছবিগুলি দেখ! আর অন্তরের নগ্ন সৌন্দর্য যদি উপভোগ করিতে চাও, তবে ইহার গল্প-উপন্যাস সকল পাঠ কর! নগ্নতাই সৌন্দর্যের প্রাণ!—নগ্নতাই আর্টের চরম বিকাশ! আমরা এই নগ্ন-আত্মা-সমন্বিত আর্ট দুই হাতে বিলি করিতে বাহির হইয়াছি;—তোমরা লুফিয়া লও! লুটিয়া লও! (চাই আর্ট)

৩

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ঠাকুরপো একটা আনকোরা অদ্ভুত জিনিষ! আমরা এই রকম চিত্র-চিত্রণের—এই রকম চরিত্র-অঙ্কনেরই পরম পক্ষপাতী। সীতা-লক্ষ্মণে অরুচি জন্মাইয়াছে! আধুনিক ঔপন্যাসিকগণের কল্যাণে কিষ্কিন্ধ্যার ছবিতে

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরিয়া উঠুক—উপচাইয়া পড়ুক। ইহা আশার লক্ষণ —সজীবতার স্পন্দন! উহারই ফলে আজ না হউক, দশ দিন পরেও সতীত্বরূপ কুসংস্কার দেশ হইতে ধুইয়া মুছিয়া উঠিয়া যাইবে। (সতীত্ব সত্যই কুসংস্কার)

•

আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে সাহেব সাজিতে বাধা নাই বটে, তবে ভোট-ভিক্ষার সময় সর্বাঙ্গ খদ্দরে ঢাকিয়া রাখা চাই। ধর্ম-প্রচার-ক্ষেত্রে যেমন গেরুয়ার পশার, রাজনীতি-ক্ষেত্রে তেমনই খদ্দরের বাহার! খদ্দরে সাহেব সাজিলে দোষের হয় না। (মালসী-মেকিং-মাদুলী)

•

হে পয়সা! সকল সৌন্দর্যের মূল তুমি। তুমিই মানুষের মনুষ্যত্বের একমাত্র মাপকাঠি। তোমার কৃপায় মর্কটও মন্ত্রী হয়,—রাসভও রাজ-সভার আসনে বসিতে পায়। এ ভব-সাগরে তুমি একমাত্র তরী। এ জীবন-পোতের তুমি একমাত্র কাণ্ডারী। (পয়সা)

•

বাহার বাহিরেরই বস্তু, ভিতরের নহে। বারান্দায় দাঁড়াইলে তবেই না বাহার খোলে! নহিলে উহা দেখে কে,—চাকেই বা কে? কাজেই বলিতে হয়, প্রেম যদি ঘরের ভিতর—শুধু স্বামী-স্ত্রীর অন্তর জুড়িয়া জুজুবুড়ী হইয়া বসিয়া থাকে, তবে তাহার বাহার বৃথায় যায়—জলুস জলমগ্ন হয়!

(বঙ্গ সাহিত্যে প্রেমের পিণ্ড-পিণ্ডান্ত)

•

যশের জন্য লিখিবেন ও নিজের ঢাক নিজে পিটিবেন। তাহা হইলে লেখা ভাল না হইলেও যশ অনিবার্য। যশ হইলে মন্দ লেখাকেও কেহ মন্দ বলিতে সাহস করিবে না। (নব্য লেখকদিগের প্রতি)

•

ইংরাজি, ফরাসী ও সংস্কৃত প্রভৃতি নানা প্রকার ভাষার কোটেশন-কণ্টকে প্রবন্ধের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করাই বিদ্যা প্রকাশের উৎকৃষ্ট উপায়। প্রবন্ধের যেখানে সেখানে ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, ও অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতির নাম করিবেন,

এবং সেই সঙ্গে অসীম, অনন্ত, নিখিল ও বিশ্ব প্রভৃতি শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন। তাহা হইলেই লেখার কদর বাড়িবে। (নব্য লেখকদিগের প্রতি)

০

বিলাতী সুতা আনাইয়া খাঁটী স্বদেশী তাঁতে এই সকল ধুতি ও সাটী আমরা প্রস্তুত করাইয়াছি। এই বস্ত্র-প্রভাবে প্রকৃতির পুরুষত্ব এবং পুরুষের প্রকৃতিত্ব প্রসূত হইবে,—বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বাবু-বৌ বা বৌ-বাবুর আবির্ভাব হইবে।

বস্ত্রের পাড়ের নাম—মালসী-ধাক্কা-মন্ত্রী-পেড়ে। মুখ-সর্বস্ব সারর্ভেন্ট-পাছা। ভণ্ডামী-ভরা মহান্তশাড়ী। নীতি-ধাক্কা-চরিত্রহীন-পেড়ে। ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই-পেড়ে। ডাক্তারী-পাশ-করা খিচুড়ী-কবিরাজ-শাড়ী। অসহযোগ-পোড়া স্বরাজ-পেড়ে। মোটর বিহারী নেতা-পেড়ে। মুচকী হাসি যুবতী-পেড়ে। ম্যালেরিয়া-ধাক্কা ডাক্তার-ডুরে। পরিষদ্দী পারিষদ-শাড়ী। পোষ্টগ্রাজুয়েট-বিদ্বেষী-প্রবাসী পাছা। অভিনয়ের মাথা-খাওয়া আর্ট-পেড়ে। গ্রাহক শূন্য মাসিক-শাড়ী। ন্যাকামিপূর্ণ-কবি পাছা। কনের বাপে বাঁশ দেওয়া পেড়ে। 'দিনে হরি রেতে যীশুখৃষ্ট' ভজা-পেড়ে। জল উচু-নীচু হাতে-মাটি শাড়ী। ইত্যাদি

আমাদের ষ্টোর্সে 'একদর' নাই। সুবিধা মত দর কমে ও বাড়ে।

(পূজার বাজারে—বস্ত্রের বাহার)

৬

যুবতীরা যে পরিমাণে বাঁকা টেরির বাহার দেন, যুবকেরা সেই পরিমাণে চেরা সিঁথির শোভা দেখান। প্রথম দর্শনে অনেক যুবককেও যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। ফুটফুটে রং, দাড়ী-গোঁফ-হীন মুখ, কিনারাদার কুঞ্চিত ওড়নার বেষ্টনে বক্ষঃস্থল বাঁধা, বিনোদিনীবৎ বিন্যস্ত কুন্তল—সে কুন্তলের মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ সীমন্ত অযত্নে রচিত! তাহার উপর সেমিজ-নিন্দিত-চাপকান সদৃশ চুড়িদার, হাঁটু পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই সঙ্গে হিজড়া-সুলভ-ভঙ্গীতে ইহাদিগকে বয়ঃস্থা কুমারী কন্যা বলিয়াই ভ্রম হয়। পুনঃ পুনঃ খেউরীর তাড়নায় মুখখানা কিছু পাকা হইলেও ক্রীম ও হেজলীনের প্রলেপ-প্রভাবে অনেক সময় তাহা ধরা পড়ে না। এই যুবতী-ভাবাপন্ন যুবক ও যুবক-ভাবাপন্ন যুবতীরাই দেশের এখন আশা ভরসা! আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার ইহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই মেওয়া-ফল

কলিতে আরম্ভ করিয়াছে। (বাঙ্গালীর ঘরে তিলোত্তমা)

০

ধন আর যশ জেনো জীবনের সার,
উহা ছাড়া যাহা কিছু—সব ফক্কিকার !
ধামা ধরি' ধাপে ধাপে হও অগ্রসর ;—
তোমারে ধরিবে ধামা—অন্যে অতঃপর !

(নব মোহ-মুদ্গর)

০

যতই করিবে উচ্চ হৃদয় তোমার,
ততই হইবে রুদ্ধ উন্নতির দ্বার।
অর্জুন কোথায় আজ, রাম নিরুদ্দেশ :—
বিভীষণ বেঁচে কিন্তু ভোগে আছে বেশ !

(নব মোহ-মুদ্গর)

০

কবি + ত = কবিতা। অর্থাৎ, কবি কাব্যি-রূপ ডিম্বে তা' দিয়া যাহা বাহির করেন, তাহারই নাম কবিতা। কাব্যি-রোগের লক্ষণ কি? (১) গলার বোতাম খুলিয়া রাখা, (২) চসমার ভিতর হইতে ক্যাল ক্যাল করিয়া যুবতীদের দিকে চাওয়া, (৩) টেরী কাটিয়া পরে চুল আলু-থালু করিয়া দেওয়া, (৪) গায়ের চাদর মাটিতে কতকটা লুটাইয়া চলা, (৫) আকাশের দিকে মাঝে মাঝে হাঁ করিয়া তাকানো (৬) ন্যাকা ন্যাকা ভাষায় মেয়েলী ধরণে কথা কহা। (কবিতা)

০

'পাষাণী'র তুল্য কেতাব, 'রায় সাহেব' তুল্য খেতাব,
মদের তুল্য নেশা, এটর্ণির তুল্য পেশা,
নোংরামির তুল্য আর্ট, কাটা-সৈন্যের তুল্য পার্ট,
রেসের তুল্য খেলা, কুলের পাটের তুল্য মেলা,
ছ্যাবলামির তুল্য রসিকতা, হেঁয়ালীর তুল্য কবিতা,

বিধবা-বিবাহের তুল্য বিবাহ,মেয়ের বিয়ের তুল্য নিগ্রহ,
উপরি-পাওনা তুল্য পাওনা, ঢোল কাঁসির তুল্য বাজনা,
পুলিশের তুল্য মান, শিক্ষিতের তুল্য প্রাণ,
বাবুদের তুল্য দেশ-ভক্ত, দুনিয়ায় পাওয়া শক্ত। (দুর্লভ)

০

মন রে ধামা ধরতে জান না।
এমন হাত দু'খানা রৈল পড়ে, ধরতে পারলে পেতে সোণা।
তেল মাখিয়ে বাগিয়ে ধর, ধাধা-বিয়ের ভয় রবে না।
কত হাড়-হাবাতে, এই তেলের জোরে, করে গেল বালাখানা॥
বিদ্যা-বুদ্ধি যতই থাকুক, ধামার কাছে কেউ লাগে না—
বড় হবার সিদ্ধ মন্ত্র—হাতে হাতে ফল যায় গো জানা॥
ধামা নির্গুণে সগুণ করে, মুড়ি-মিছরী ভেদ রাখে না।
তার প্রভাবে প্রতিভা যায় গড়াগড়ি, সর্বঘটে করে মুরুব্বিয়ানা॥
(যুগ-ধর্মের গান)

০

দেখিলাম, দলে দলে লোক স্বর্ণ-গর্দভের বাড়ীর দুয়ারে দুয়ারে মেও মেও করিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। বুঝিলাম, ইহারাও আকৃতিতে মানুষ হইলেও প্রকৃতিতে মানুষ নহে, মেষও নহে,—মার্জার জাতীয়। কাঁটাটা, গুঁড়াটার লোভে স্বর্ণ-গর্দভদের পায়ে ইহারা লুটাইয়া পড়ে। বাঙ্গালার সবত্রই এই জীবের প্রাদুর্ভাব বেশী। কেহ লেখক-বিড়াল, কেহ উকিল-বিড়াল, কেহ অভিনেতা বিড়াল, কেহ সম্পাদক বিড়াল কেহ ভাবী মালসী বিড়াল, কেহ বা হবু কমিশনার-বিড়াল। (কমলাকান্তের পত্র)

০

দেবতার মধ্যে যেমন উপ-দেবতা, রোগের মধ্যে যেমন উপদংশ, নায়ক নায়িকার মধ্যে যেমন উপপতি ও উপপত্নী, সাহিত্য-সংসারের মধ্যে তেমনই উপন্যাস। 'ন্যাস' অর্থে বিন্যাস বুঝায়। অতএব বুঝিতে হইবে, উপপতি ও উপপত্নীরা যাহার ভিতর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া বাহার দেয়, তাহাই উপন্যাস। বিশ্বাস না হয়, আধুনিক 'মনস্তত্ত্ব অবতার'দের লেখা পড়িয়া দেখ! (উপন্যাস)

মোহিতলাল মজুমদার

স্কুলে যেমন বাংলা শিক্ষক অনুপস্থিত থাকিলে, যে কোনও শিক্ষক—এমন কি অবস্থা বিশেষে কেরাণীবাবুও কাজটা চালাইয়া দিলে নিতান্ত অসঙ্গত বা অশোভন হয় না, তেমনই বাংলার ঊর্ধ্বতম অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইতে হইলে, বাংলা বিদ্যা যেমন তেমন, অপর যে কোনও বিদ্যার অধিকারী হইলেই চলে।

(বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য)

০

এ যুগ মুখ্যত পত্রিকার যুগ—ক্ষণজীবী যুগ। উপন্যাস ভিন্ন সাহিত্যের আর কোনও রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার দুর্বুদ্ধি কোনও প্রকাশকের নাই —বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ মাতৃভাষায় লিখিত আর কোনও ধরণের গ্রন্থ স্পর্শ করেন না। (বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য)

•

পত্রিকাগুলি সাধারণত অর্ধশিক্ষিত যুবকযুবতীর দিবানিদ্রা আকর্ষণের ঔষধ-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সম্পাদকগণ সাধারণত সেইদিকেই লক্ষ্য রাখেন এবং সম্পাদকের কোনরূপ পাণ্ডিত্য না থাকিলেই কাজটি আরও সহজ হয়।

(বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য)

০

পত্রিকাগুলিতে আপনারা যে কোনও রামা-শ্যামার ফোটো প্রকাশিত হইতে দেখিবেন; আর দেখিবেন কলার-টাই-ধারী অসংখ্য বালবৃদ্ধযুবার প্রতিকৃতি; কেহ বড় চাকুরিয়া, কেহ বা দুরুচ্চার্য নামধারী সাধারণ শ্রেণীর পণ্ডিত, কেহ বা কোনও বড় লোকের বিলাতযাত্রী বংশধর। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে সাহিত্যিকের ছবি নাই। আজকাল অবশ্য সিনেমা অভিনেত্রী ও নৃত্যকলাবিলাসিনীর প্রতিপত্তিই অধিক, ময়ূরবাহন সাহিত্যের কুমার সম্প্রদায় এক্ষণে 'উষার উদয়সম

অকুণ্ঠিতা' এই সকল উর্বশীকেই তাঁহাদের ইষ্টদেবীরূপে বরণ করিয়াছেন।

(বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য)

০

'বাংলায় এম্-এ' বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে ভক্তির উদ্রেক হয়, 'সাহিত্যিক' বলিলে ভদ্রলোকমাত্রেরই মনে ঠিক তদ্রূপ ভাবই জাগে। ভেক ধারণ করিলেই যেমন ভিক্ষা মেলে, একটি ডুগডুগি বা একতারা লইয়া গৃহস্থের নিদ্রাভঙ্গ ও তণ্ডুল হরণ দুই কার্যই নির্বিঘ্নে সমাধা হয়—গৃহস্থ তাড়াইয়াও দেয় না, বসিতেও বলে না—আধুনিক সাহিত্যিকগণের সামাজিক অবস্থা সেইরূপ।

(বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য)

০

সাহিত্যকে এক অতি অসাহিত্যিক শাসনের অধীন করিয়া তাহার আদর্শ বিচার করিবার চেষ্টা আমাদের দেশে, এখনও বিংশ শতাব্দীতে বন্ধ হয় নাই। এখনও যাহারা পণ্ডিত মাত্র, অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র সম্বল—যাহাদের কোন প্রতিভাই নাই, তাহারাই শাস্ত্রের চর্বিতচর্বণকে পুনরপি চর্বণ করিয়া, সাহিত্য বিচারের নামে নিজেদেরই পাণ্ডিত্য অভিমান চরিতার্থ করিতেছে।

(সাহিত্য বিচার)

০

জীবন-যুদ্ধে যাহারা অপারগ—ভোগের বস্তু আহরণ করিবার শক্তি নাই, অথচ দীনদরিদ্র-সুলভ কাঙ্গালপনা যাহাদের মজ্জাগত, দেহে শক্তি নাই অথচ দেহের ক্ষুধা আছে,—এমনই অভিশপ্ত প্রেতদশা যাহাদের, সাহিত্যে তাহাদের কি কাজ? তাই সাহিত্যের নামে তাহারা যাহা করিতেছে তাহা ভোগের আনন্দ নহে, ব্যর্থ ভোগ-পিপাসার লালাস্রাব। (জাতির ভাষা ও সাহিত্য)

০

প্রতিভার সহিত পৌরুষ যুক্ত না হইলে যাহা হয়, এক্ষণে আমাদের দেশে তাহাই হইতেছে—ক্ষণজীবী ওষধিলতার মত কবিতা ও গল্পে মাঠ বাট আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু বৎসরান্তে তাহাদের চিহ্নও থাকে না, আর একদল গুল্ম ও লতায়

জঙ্গলে চলিবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। (বঙ্কিম-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য)

০

এখন প্রত্যেকেই আপনাকে জাহির করিতে চায়—যে সব চেয়ে বেশী চীৎকার করিতে পারে সেই তত বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে লেখক ব্যাকরণ ও অভিধানের মুণ্ডপাত যত বেশী করে, যাহার রচনায় ভাষার প্রাথমিক নিয়মগুলিও তিরস্কৃত হইয়া থাকে, সেই তত অধিক হাততালি অর্জন করে। কিন্তু এই সৌভাগ্যও তাহাকে বেশীদিন ভোগ করিতে হয় না, কারণ তাহার ঠিক পশ্চাতেই আর একজন আসিয়া উপস্থিত হয়—এক হাততালি না থামিতেই আর এক হাত-তালি সুরু হয়; কারণ, এই পরবর্তীর চীৎকার আরও গগনভেদী, তাহার রচনা আরও অদ্ভুত, আরও চমকপ্রদ। (বঙ্কিম প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য)

০

আধুনিক ইউনিভার্সিটির কল্যাণে এখন যেমন সকলেই গ্র্যাজুয়েট, কাহাকেও মূর্খ বলিবার জো নাই, তেমনই আজ দেশে রসিক নয় কে? এ যুগে যে কারণে 'মর‍্যালিটি' একটা কুসংস্কার মাত্র, কাব্যরসও ঠিক সেই কারণে একটা সার্বজনীন সহজিয়া সংস্কার। (অতি আধুনিক বাংলা কবিতা)

০

দল গড়িলেই কোন কিছুর প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না; বরং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নানাস্থানে শাখা স্থাপন করিয়া একটা নিখিল রকমের বড় দল গড়িয়া তুলিলেই বুঝিতে হইবে, উদ্দেশ্যটা সাহিত্যের দিক দিয়া সৎ বা সত্য নহে। এই সকল প্রগতিপন্থী সাহিত্যিক বীরকে আকাশে তুলিয়া সংবাদপত্রে পত্র প্রেরকদিগের যে হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের অনুপাতে কালচার বড়ই কমিয়া গিয়াছে—সাহিত্যে রসবোধ দুর্লভ হইয়াছে বলিয়াই যশ এত সুলভ হইয়াছে। (বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক)

০

সাহিত্যের কামধেনুকে যেভাবে দোহন করা হইতেছে, তাহাতে সে আর বাঁচে না; ইতিমধ্যেই ফুঁকা দেওয়া সুরু হইয়াছে। সেদিকে ব্যবসায়ীদের দৃকপাত নাই। চাহিদার অনুপাতে যোগান এত কম যে, খাঁটির কথা ভাবিলে চলে না;

দুধের রংটা থাকিলেই হইল—শিশুদের দুধ চাই-ই; সাহিত্য-দুগ্ধ-লোলুপ শিশুর সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া চলিয়াছে, কাজেই কামধেনুও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন যে-কোনও ধেনু দিয়া কাজ চালাইতে হয়—যাহাকেই মাঠে পাওয়া যায় তাহাকেই দোহন করা হয়; খাইতে দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না, হইলে বোধহয় ব্যবসায় চলিত না। বুড়া গরুকে ফুঁকা দিয়া এবং অপরগুলির দুধে জল মিশাইয়া কারবার চলিতেছে। (সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

যেদিন হইতে সাহিত্য জীবিকার বস্তু হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সাহিত্যিকের স্বাধীনতা খর্ব হইয়াছে। যাঁহাদের ধর্ম ও কর্ম ছিল সরস্বতীর সুন্দরী ও সতী মূর্তিকে রসপিপাসু পাঠকের সমক্ষে স্থাপন করা, উৎকৃষ্ট ভাব-চিন্তার জগতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করাই যাঁহাদের বিধিদত্ত অধিকার, তাঁহারাই আজ জনমনের পরিচর্যায় আত্ম বিক্রয় করিতেছেন। (সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

আজকাল সাহিত্যের আদর্শ লইয়া যে কোলাহল উঠিয়াছে, অভিজাত ও সৌখীন বলিয়া এক আদর্শকে অশ্রদ্ধা করিয়া, সত্য ও বাস্তব জীবনের দোহাই দিয়া যে অপর আদর্শ খাড়া করা হইয়াছে—তাহার মূলে আছে সাধারণের মনোরঞ্জন, যাহারা সিনেমা গৃহের জনতা বৃদ্ধি করে তাহাদেরই দুষ্ট-ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন।

(সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

আজ বাংলা-সাহিত্যের প্রাঙ্গনে, সাহিত্য ও সাহিত্যসেবী উভয়কেই গ্রাস করিবার জন্য এক বিকট Frankenstein মুখ-ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

পুস্তক বিক্রেতাদের সঙ্গে গ্রন্থলেখকদের যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহা অনেকটা বাড়ীউলী আর রূপজীবিনীর মত! বহি যেমন হোক, তাহার ভিতরে যাহাই থাক, বাহিরের চেহারাটা চটকদার হলেই হইল; খরচ যা-কিছু ঐ জন্যই, অন্য খরচ বিশেষ কিছুই নাই। তার উপর যদি খানকতক বেশ একটু suggestive রকমের রঙ্গীন

ছবি—বারান্দা-বাসিনী উর্বশীর 'অকুন্ঠিতা অনবগুন্ঠিতা' মূর্তি জুড়িয়া দেওয়া যায় তবে ত সোনায় সোহাগা! এইরূপ আগাগোড়া চিত্রিত অনুবাদ কাব্য প্রকাশ করা খ্যাতনামা প্রকাশকদিগের একটা কীর্তি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পরস্পরে পাল্লা দেওয়া চলিতেছে। (সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

বড় কাগজগুলি প্রায় সম্পাদক-বিহীন স্বত্বাধিকারী। অর্থাৎ ব্যবসায়ী দোকানদারই ইহাদের কর্ণধার। সাহিত্যকে ইহারা খোলাখুলি অবজ্ঞার চক্ষে দেখে; ইহারা সাহিত্যের জমিদার—লেখকগণ ইহাদের প্রজা, নিতান্তই কৃপার পাত্র।

(সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

ক্ষণজীবী পত্রিকার সংখ্যাই বেশী। ইহাতে ছাপাখানা কাগজ ব্যবসায়ী ও দপ্তরী কিছু পাইয়া থাকে, লেখক ত নহেই; যাহারা প্রকাশক তাহারা তাহাদের সখ বা দুর্বুদ্ধির দণ্ড দিয়া শেষে সরিয়া পড়ে। অর্ধশিক্ষিত সাহিত্য ব্যাধিগ্রস্ত ছোকরার দলই এই সকল পত্রিকার জন্য দায়ী।

(সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

যাহারা সাহিত্যের ক্রেতা, তাহাদের মাপিয়া লইবার মাপকাঠি, অথবা ওজন করিয়া দেখিবার বাটখারা নাই। এ ব্যবসায় শৌণ্ডিকের ব্যবসায় অপেক্ষাও নিরাপদ; কারণ সেখানে খরিদদার মাতাল হইবার পূর্বে অন্ততঃ প্রথম বোতলের হিসাব রাখে। এখানে গোড়া হইতেই রসোন্মাদ!

(সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

কবিরাজী ঔষধের দোকান খুলিয়া যে কেবল মোদক বিক্রয় করে, সে যেমন কবিরাজী ব্যবসায়কেই লোকের চক্ষে হীন করিয়া তোলে, ঔষধের পরিবর্তে নেশার সামগ্রী বিক্রয় করিয়া মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে—তেমনই, সাহিত্যের ব্যবসায় করিতে বসিয়া যাহারা সস্তা দামে, সুদৃশ্য মলাটে মুড়িয়া, বটতলারও অপাংক্তেয়

উঞ্ছ সামগ্রী বিক্রয় করে, তাহারা ব্যবসায়ের নীতিকেও লঙ্ঘন করে।

(সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

কবিতার লেখক আছে—পাঠক নাই, গল্প ও উপন্যাস ছাড়া অন্য কোনও উচ্চাঙ্গের রচনা পছন্দ করিবার মত রুচি কিম্বা হজম করিবার মত বোধশক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের মুখাপেক্ষা করেন না।

(সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

যাঁহারা নিতান্তই সাহিত্যের সেবা ত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যেন জীবিকার জন্য সাহিত্য নয়,সাহিত্যের জন্য জীবিকা নির্বাচন করেন। যদি দুইই এক সঙ্গে না চলে এবং নিজেকে বলি দিয়া সাহিত্যকে বাঁচাইবার শক্তি না থাকে, তবে সাহিত্যকেই বিসর্জন দিয়া তাঁহারা যেন জীবিকার উপায় করেন।

(সাহিত্য সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়)

০

সবুজ রংটি খুব সুন্দর, তাহার সঙ্গে যে সকল ভাব মনে আসে তাহাও উপাদেয়; কিন্তু পুকুরের পানাও ত সবুজ, কোন কোন সাপের রং সবুজ—সবুজ বলিয়া গর্ব করিবার সময়ে এই কথাটিও মনে রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ তরুণ বলিয়া বা সবুজ বলিয়া প্রবীণদের সঙ্গে ঝগড়া করিলেই সাহিত্যের উপকার হইবে না।

(সাহিত্য ও যুগধর্ম)

০

সাহিত্য মুখ্যভাবে আলোচনার জিনিস নয়, উপভোগের জিনিস—এ কথা মনে রাখিলে সাহিত্যকে লইয়া দল বাঁধা, অথবা বারোয়ারী-যাত্রার মত যখন তখন যেখানে সেখানে আসর বসাইবার জন্য মণ্ডপ তুলিবার উৎসাহ হইবে না।

(সাহিত্যের আসর : কবি ও কাব্য)

০

বড় বড় সাহিত্যিকেরা যখন তাঁহাদের বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে ভাব ভাষা তথ্য ও তত্ত্বের চরকিবাজি করিতে থাকেন, এবং আপন আপন কৃতিত্বের ক্রমিক উন্মাদনায়

দেশ কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া শেষে ঘর্মাক্তকলেবরে আত্মসংবরণ করেন—তখন শ্রোতৃবর্গ এই ভাবিয়া রোমাঞ্চ কলেবর হন যে, এই মরুভূমিতেও শীতল উৎসের দর্শন মিলিবে—এখানেও নৃত্য ও গীতের প্রচুর ব্যবস্থা আছে।

(সাহিত্যের আসর : কবি ও কাব্য)

০

বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যিক আবহাওয়ায় সুন্দরের প্রতি যে একটা আক্রোশের ভাব আছে, তাহার মূলে আছে অশিক্ষার বর্বরতা। ইহাকে ভর্ৎসনা করা চলে, মাষ্টারী করা ছাড়া ইহার সম্বন্ধে আর কোনও ব্যবস্থা নাই।

(রডোডেনড্রন গুচ্ছ)

[জীবন-জিজ্ঞাসা]

সেকালে কি প্রেম ছিল না?—পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গীর কালো কোঁকড়া চুল, জোড়া ভুরু—এসব বিফলে যাইত? বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয়—সেকালে পরকীয়া-প্রীতি একটু বেশী ছিল—হায়, সেকাল! (মন-মর্মর)

০

মেয়েমানুষ একটা বাঁশির মত, যে যেমন বাজাতে জানে, সে তেমন সুর আদায় করতে পারবে; যে ওস্তাদ, সেই সবচেয়ে ভাল বাজাতে পারে—প্রাণের ফুঁ দিয়ে। যারা আনাড়ি, তারা বাঁশিখানাকে নানারকমে বেসুরো ক'রে তোলে, এমন কি, ভেঙে নষ্ট করেও ফেলে। (মন-মর্মর)

০

আজকালকার দিনে কবিমাত্রকেই দ্বিপত্নীক হতে হবে—একপত্নী-ব্রত এখন অসম্ভব; যে তা না পারবে, কোনও পত্নীই তার ঘরে থাকবে না। বিষয়বুদ্ধি ও কবিকল্পনা, এই দুয়ের মিলন না হলে কবিজীবন দুর্বহ হয় বলেই আজকালকার কবিতার রস অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে— কাব্যেও এই বণিক-কন্যাকে রাণীর আসনে বসাবার জন্যে আধুনিক কবিকুল কল্পনাকে কেটে-ছেঁটে বেনে-বৌ সাজিয়ে এত ঘটা

করে Realism-এর গৌরব কীর্তন করছেন। নিছক কাব্য আর চলবে না যে কেন, তার আসল কারণটি এই। (রস-রহস্য)

০

রসের 'রসুই' করতে যে জানে, তার হাতে কচুর ডাঁটাও রসনা তৃপ্তিকর হয়—যে তা জানে না, সে ও জিনিষকে এমন করে তুলবে যে, খেতে গেলেই গাল গলা ফুলে উঠবে। (রস-রহস্য)

০

বুদ্ধি বাড়িয়াছে বলিয়া মানুষের দুঃখ কখনও ঘুচে নাই, সমস্যা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গিয়াছে, এবং থাকিবে। তোমার বিজ্ঞানও থাকিবে, পক্কবুদ্ধি তন্ত্র-মন্ত্রের কুসংস্কারও থাকিবে; গাঁজাখোর উদাসীনও থাকিবে, D. Sc, F. R. S-ও থাকিবে। তথাপি মানুষের দুঃখ ঘুচিবে না। দশজন ভোগ করিবে, কোটিজন চাহিয়া থাকিবে, বুদ্ধিমান নির্বোধের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইবে, শক্তিমান দুর্বলকে পীড়ন করিবে—জড় প্রকৃতির যে নীতি—Survival of the Fittest—তাহাই জয়যুক্ত হইবে। কথা সেই এক—অতি পুরাতন।

(অতি পুরাতন কথা)

[হেমন্ত গোধূলী]

জীবনের হাটে বেসাতি করিয়া কারো লাভ হয়, কারো বা ক্ষতি,
কারো খোয়া যায় শেষ কড়িটিও, কেউ সহজেই লক্ষপতি।
বুদ্ধিরে তবু দেয় নাক' দোষ—লক্ষ্মী যখন ছাড়িয়া যায়,
বলে, ভাগ্যের প্রতারণা সে যে, মানুষের হাত কি আছে তায়?

(বুদ্ধিমান)

০

কবিতা গিয়াছে মরি, বাণীর শ্মশানে
দগ্ধ অস্থি-কঙ্কালের কুৎসিত কলহ
করিছে শ্মশান-চর! (মধু-উদ্বোধন)

হেমেন্দ্রকুমার রায়

[পসরা]

কেরাণী-জীবন, এই বাঙ্গালী-জীবন—ক্ষণে সুখ, ক্ষণে দুঃখ, তুচ্ছ প্রেম, তুচ্ছ বিরহ—জীবনটা শুধু তাড়াতাড়ি, আর দীর্ঘশ্বাস, আর কিছু না! বাঙলার ঘরে ঘরে এই ছবি। (কেরাণী)

০

মানুষ যে কত হীন কত কপট হইতে পারে, বুকে তুষানল জ্বালিয়া মুখে কত যে হাসিতে পারে, তা যদি দেখিতে চাও, সওদাগরী অফিসের কেরাণীদের দেখ। এমন ফটো আর কোথাও পাইবে না। বুকে তুষানল, মুখে হাসির কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইও না। খাঁচার পাখী কি গান গায় না? (কেরাণী)

০

স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শেখালে তাঁরা গৃহস্থালীর দিকে আর ফিরে চাইবেন না—খালি নবেলই পড়বেন, নবেলই পড়বেন! তাই এদেশের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকই স্বামীর শয্যা-সঙ্গিণী মাত্র—সহধর্মিণী নন। (স্মৃতির শ্মশানে)

০

তাগাদার জন্য, সাইলকেরা ঋণীর পিছনে উলুবেড়ে হইতে হনোলুলুতে গিয়াও হাজির হইতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে স্তব্ধ এবং জব্দ করিবার প্রধান উপায় হইতেছে, স্বর্গগমন। (জীবনযুদ্ধে)

০

এই পৃথিবী তৈরী করাটা মস্ত একটা তামাসা! এখানে গরীবের ঠাঁই নেই বাবা,—তাকে থেৎলে বড় মানুষের হাতী হামেসাই চলে যচ্ছে। গরীবের মা-বাপ নেই। সে বাঁচল কি মরল কেউ দেখবে না। (জীবন-যুদ্ধে)

০

অবস্থাভেদে মানব পশুমাত্র। চারিদিকে যার অভাব, তার সৎস্বভাব জলের

আলপনার মত পুঁছিয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে মনের জ্ঞান-প্রদীপও নিবিয়া যায়।

(

[রসকলি]

পুরুষকে ভোলাবার জন্যেই ভগবান রমণীর রমণীয় রূপ সৃষ্টি করেছেন।

০

ভগবান রাত্রিকালটা সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রিয়তমার কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে আপনার সর্বাঙ্গ এলাইয়া নিরাপদে ঘুমাইয়া আরাম করিবার জন্য।

০

কে বলচে, পদ্য লেখা শক্ত? বাংলা দেশে এখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সবাই কবি—মায় ইস্কুলের আঁকের মাষ্টার পর্যন্ত।

০

প্রথম যৌবন হচ্ছে সহস্র ভ্রমের নিজস্ব বাসা।

[ঝড়ের যাত্রী]

ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রের বুলি আওড়ে ছোটলোকদের কাণে মন্ত্র দিয়েছেন যে—খবর্দার, সর্বদা আমাদের কাছ থেকে তফাতে তফাতে থাকবি, নইলে আমাদের জাত যাবে। আর আমাদের জাত গেলে তোদের মহাপাপ হবে। সে পাপের ফল, অনন্ত নরক ভোগ।

০

আপনি মাথায় একহাত লম্বা টিকিও রাখবেন, অথচ নিজেকে সেকেলে বলে মানতেও রাজি হবেন না! আমাদের একেলে গানের চেয়েও কি এ ব্যাপারটা বেশী দুর্বোধ নয়?

০

শুধু প্রেমিক হলে ভগবানও নিশ্চয় দুনিয়ার সিংহাসনে টিকতে পারতেন না। ভগবানকে না মানলে পঙ্গু হতে হয়, কাঙাল হতে হয়, দুঃখ-শোক পেতে হয়, নরকে

যেতে হয়,—এই ভয়েই লোকেদের অধিকাংশ ভগবানের গোলাম।

০

নিজেদের কল্পনাতেও যে সব দেব দেবী গড়েছেন, তাঁদেরও প্রেমিক ক'রে গড়তে পারেন নি। তাঁরা পূজো পাচ্ছেন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, ভীষণ মূর্তি ধ'রে কিংবা রকম বেরকমের অস্ত্র উঁচিয়ে, কিংবা বসন্ত ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের সাংঘাতিক জীবাণু পোষ মানিয়ে।

০

ভারি তো তোমার জাত, তার আবার বিচার। ও সব গোবর ছড়িয়ে আর গরুর মুত্ খেয়ে বামুন কায়েতরাই জাত্ বাঁচাবার চেষ্টা করুক,—আমরা খামোকা ও সব ছাই জিনিষ ঘেঁটে মরি কেন?

০

যে বিপুল দেশে প্রতি ক্রোশের মধ্যেই এক একটি নতুন জাতির সৃষ্টি হয়েচে, নতুন ভাষার গড়ন হয়েচে, নতুন সামাজিক বিধি তৈরি হয়েচে, সেখানে কি করে জাতীয়তার জন্ম হবে?

০

মানুষের প্রাণ বধ করার শাস্তি—ফাঁসী। কিন্তু মানুষের আত্মাকে হত্যা করার শাস্তি কি?

০

বামুন-কায়েতে তফাৎ কোথায়? ভেদ তো কেবল ঐ গাছ-কতক সুতো নিয়ে—যে তুচ্ছ সুতো সুধু মনের জাঁক বাড়ায়, কিন্তু অমানুষকে মানুষ করতে পারে না।

[মধুপর্ক]

একেলে বিয়ের বাজারে রোজগারা উকীল-বর ভারি আক্রা—এক রাশ পুঁটি মাছের ভিতরে দশসেরী একটি কাত্লার মত। (অগ্র)

[ঝড়ের দোলা]

আমাদের মনোভাবগুলি ঢাকা আছে বলিয়াই পারিবারিক সুখ-শান্তি পৃথিবীতে এখনও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় নাই।

[পরীর প্রেম]

আসল মানুষের চেয়ে যন্ত্র-মানুষ সবদিক দিয়েই ভালো। তারা খেতে-শুতে-ঘুমুতে চায় না, অন্যমনস্ক হয় না, প্রেম কি অন্য কোন রকম রোগে ভোগে না, রাগে না, মারামারি করে না, চ্যাঁচায় না, কল টিপে দিলেই কাজ—খালি কাজ ক'রে যায়।

০

কলকাতা হচ্ছে আধুনিক সহর; আর আধুনিক সহর হচ্ছে সভ্যতার লীলাক্ষেত্র; আর সভ্যতার লীলাক্ষেত্র হচ্ছে মিথ্যা আর ছদ্মবেশের রাজ্য। এখানে বড় বড় রাজনৈতিকরা জাতির পূজা পান, কারণ আর সকলের চেয়ে গুছিয়ে ভালো ভালো মিথ্যাকথা বলতে পারেন। এখানে বড় বড় 'সাধু'রা সন্ন্যাস-ব্রত নিয়ে মঠে মঠে টাকার গদীতে বসে সমস্ত দেশের প্রণাম কুড়োন, কারণ ছদ্মবেশ ধারণ করতে তাঁদের পটুতা খুব বেশী! এখানে পথে পথে দেখবে অনেক বাঘ, অনেক শেয়াল, অনেক গাধা, কুকুর, ভেড়া চ'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দেখলে তুমি তাদের চিনতে পারবে না - কারণ তাদের গায়ে আছে মনুষ্য-চর্ম!

০

অসতী যে, মুখে ঘোমটা দিয়ে সে নিজের ক্ষুধিত কটাক্ষ গোপন রাখে।

০

নেশা খুব খারাপ জিনিষ হলেও অভ্যাস করলে আর ছাড়ান পাওয়া যায় না। স্ত্রীর কাছে স্বামীও যে ঠিক নেশার মত; অভ্যাস হয়ে গেলে আর তাকে ছাড়া চলে না।

০

নারী! যতই আধুনিক হও, জুতো-জামা পরো আর বি-এ এম-এ পাশ দাও, তোমরা কিন্তু কিছুই বদলাও নি! ঝগড়া করতে কোমর বেঁধে দাঁড়ালেই

তোমাদের ভিতর থেকে যা বেরিয়ে পড়ে তা হার্বার্ট স্পেন্‌সারের দার্শনিকতা, সেক্সপীয়ারের বচন বা বার্কের লেকচার নয়, তা হচ্ছে একেবারে সেই আদি-কালের পাড়াগেঁয়ে কামার-বৌ আর কুমোর-ঝির পাড়া-মাতানো বুক্‌নি।

০

বিংশ শতাব্দীর মুখোশ-বিক্রেতা সভ্যতা আত্মগোপনতার আর্টকে খুব ভালো রকমেই দখল করতে পেরেছে।

[মালাচন্দন]

বাঙলা দেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা আর মাসিকপত্রের সম্পাদকরা নারীজাতির কাছে এক বিষয়ে সমান-ঋণী;—অন্তঃপুরের নির্বিচার উদারতার গুণেই আজ পর্যন্ত এঁরা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে-বর্তে আছেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

[দুই রাত্রি]

ভদ্রলোকের মেয়ে যদি অসতী হোতে পারে, তা হোলে বেশ্যার মেয়েও সতী হতে পারে।

[মহাস্থবির জাতক]

আমরা ছেলেবেলায় শুনতুম, রাত্রে দরজা জানলা খুলে শুলে সান্নিপাতিক হয়, আমার সন্তানেরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে, আর বইয়ে পড়ছে, দরজা জানলা না খুলে শুলে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ হবার সম্ভাবনা। ফলে আমার ঘরে রাত্রে দুয়ার-জানলা বন্ধ আর তাদের খোলা, অথচ উভয় পক্ষই বেশ সুস্থ।

০

আমিও আমার জীবনে অনেক খাণ্ডারবানী শাশুড়ী, কোকেন আড্ডার কর্ত্রী, মহল্লার চৌধুরায়েন প্রভৃতি দেখেছি, কিন্তু মেয়ে ইস্কুলের কড়া শিক্ষয়িত্রীর

সংস্পর্শে আসবার দুর্ভাগ্য যাঁর হয় নি, নারীর প্রতাপ কতখানি হতে পারে এবং সে প্রতাপ কিরূপ অখণ্ড, সে ধারণা তাঁর হতে পারে না।

০

বাল্যকাল মোটেই সুখের কাল নয়।

০

ছেলেদের জগতে ইহকাল বলে যে একটা বড জিনিস আছে এবং সেটি বাঁচাতে না পারলে পরকালটির ঝরঝরানি যে অনিবার্য, সে সত্য তখনকার দিনের অনেক অভিভাবকই স্বীকার করতেন না।

০

বাবার পেছনে আর একজন বডবাবা অদৃশ্যে বসে সকল বাবারই যে জীবন নিয়ন্ত্রণ করছেন, শাসন করবার সময় অনেক বাবারই সেকথা স্মরণ থাকে না।

০

দ্বাপর যুগের সে-সব অস্ত্র এ যুগে অচল হয়ে পড়েছে। আমরা আপনাকে এ যুগের প্রধান অস্ত্র বাক্যবাণ ছাড়বার কৌশল শিখিয়ে দেব। তাক বুঝে প্রয়োগ করতে পারলে ইতরবিশেষ সকলেই এতে ঘায়েল হয়। অথচ শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন থাকে না। আপনি বোধহয় জানেন না। জাতি হিসাবে আমরা এই অস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছি।

০

বাংলা দেশের বাইরের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বলে থাকেন, এ দেশ পাণ্ডব-বর্জিত, অর্থাৎ পাণ্ডবেরা নাকি এ দেশে কখনও আসেন নি। অবশ্য পাণ্ডবদের মত অসভ্যরা যদি এদেশে না এসে থাকেন, তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হয় নি। যে দেশে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, সেখানে ভাদ্দর বউকে নিয়ে পাড়া জানিয়ে ঘরে খিল লাগানোর প্রতিক্রিয়া যে কি হত, তা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না।

০

কবি বলেছেন, সুখ দুখ দুটি ভাই। কি রকম ভাই? মায়ের পেটের ভাই, কি চোরে চোরে মাসতুতো ভাই— সে বিষয়ে তিনি নীরব!

প্রেম করেছ কি খেশারত দিতে হয়েছে। দেখলে না, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে সম্রাট শাজাহানকে ন'কোটি সতেরো লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল।

[বিচিত্রলোক]

চণ্ডীদাস বলেছেন, রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়। ভাল ক'রে কান পেতে শোন। কথাটা কি ওকালতির মতন শোনাচ্ছে না? অতি-আধুনিকভাবে যদি এই লাইনটিকে প্রকাশ করা যায়, তাহলে লিখতে হবে—বারো বছর ধরে ছিপ চাগিয়ে বগলে বিচি তুলে যে মাছটি ধরেছি—হে জগদ্বাসী, তোমরা বিশ্বাস কর তাতে আমিষের গন্ধমাত্র নেই। (পঞ্চম পক্ষ)

•

ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে সময় বিশেষে অনেক কুকুরকেই আজকাল 'বাবু' বলতে হয় এবং বদমাইসকে ঘুষ না দিলে সংসার-যাত্রা সুগম হয় না।

(কেলো কামড়ায়)

•

রাজনীতি, ডিমোক্র্যাসির দিকে সন্ন্যাসীদের সচেতন ক'রে তোলবার জন্য ভারতসরকার তাঁদের ভোটের অধিকার দান করেছেন; হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই পার্লামেণ্টে নাগা-সন্ন্যাসী সদস্যকে বক্তৃতা দিতে দেখতে পাওয়া যাবে। অবিশ্যি, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সন্ন্যাসী না হ'য়েও অনেকের পক্ষে নাগা হয়ে পার্লামেণ্টে হাজির হওয়া বিচিত্র নয়। (ব্র্যাকে বন্ধন)

•

গত যুদ্ধের সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কালো-বাজার তৈরী হয়েছিল। যুদ্ধের পর অন্য দেশে কালো-বাজার আর নেই বললেই চলে, কিন্তু ভারতের কালো-বাজার সেই সময় থেকেই নানা অনুকূল অবস্থা পেয়ে মিশ-কালোয় পরিণত হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[সিরাজদ্দৌলা]

কোন নারীকেই কোন পুরুষ কখনো চেনে না।

০

অযাচিত দান পেলে ভিখারীর লোভও বেড়ে যায়।

[জননী]

প্রজাপতি নিজেই কি ছিলেন, জান ত? তিনি নিজেই ছিলেন শোয়াপোকা। সখ হল, ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াবেন—অমনি হয়ে গেলেন প্রজাপতি।

০

স্বাধীনতার নামে যিনি স্বেচ্ছাচার করেন, শিক্ষা যাঁর মনের কলুষ নাশ করে নাই, দেহের সৌন্দর্যকে যিনি ব্যবসায়ের পণ্য করে ভবের হাটে পসার জমিয়ে তুলেছেন, তাকেও কি আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে?

[সংগ্রাম ও শান্তি]

মনে রেখো কেঁচোর অন্তরে বিদ্বেষের বিষ ঢেলে দিতে পারলেও তাকে সাপের হিংসা দেওয়া যায় না। কেঁচো বুকে হেঁটেই চলবে, গায়ে পা পড়লে কোন দিন ফণা তুলে ফোঁস করে উঠবে না।

০

একদিকে মরণের আর্তনাদ, আর এক দিকে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা; একদিকে ক্ষুধিতের হাহাকার, আর একদিকে ভোজের উৎসব; একদিকে বুকফাটা কান্না, আর একদিকে অট্টহাসি। এই নিয়েই তো পৃথিবীর রূপ।

০

অন্যায় তারাই করে, যারা পরধর্মাশ্রয়ী হয়ে শোনা কথায় বিশ্বাস ক'রে পরিবারের শান্তি ভঙ্গ করে।

বাংলার চাষী মরুক, বাংলার জমিন্দার জাহান্নামে যাক্, হামরা টাকা দিয়ে বাংলা জয় করব, Sindh থেকে, পাঞ্জাব থেকে, দিল্লী থেকে, ইউ পি থেকে, বিহার থেকে, বেরার থেকে, উৎকল থেকে, মাদ্রাজ থেকে শ্রমিক এনে, Clerk এনে, merchants এনে, বরকন্দাজ এনে বাংলাদেশ হামরা ছেয়ে দেব। পারে বাংলা রুখুক।

গোকুলচন্দ্র নাগ

(১৮৯৩-১৯২৫)

[পথিক]

সিল্কের পাঞ্জাবীর তলায় ময়লা ফুটো গেঞ্জির খবর যদি কেউ রাখে, তার সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে চলা মুস্কিলের নয় কি?

০

ছোট বোনেরা যখন বড ভাইদের উপর সর্দারি করে কিংবা স্কুলের মাষ্টার যখন ছাত্রদের মারিতে উঠে, তখন তাহাদের মুখের ভাবটা যে-রকম হয়, তাহা যদি কোনদিন তাহারা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে হয়ত অত সহজে মাষ্টারি এবং সর্দারি তাহারা করিতে চাহিত না।

০

মুখে বল্‌বে সংসারটা পদ্মপত্রে জলবিন্দু, কিন্তু যদি কেউ তার পাল্টা জবাবে বলে—ঐ জলবিন্দুটা ফেলে দিয়ে তুমি সরে পড় না বাপু, তখন আবার 'আমাদের দেশের মাটি' ব'লে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না হয়!

০

আমরা যে-সব জিনিষ খাই তাতে আমাদের পেট ভরে কিন্তু মন ভরে না। মন না ভরলে পেট ভরাটা একেবারেই বাজে হয়ে যায়। মন ভরাবার জন্যেও কিছু খাওয়ার দরকার।

আপামর সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে, চুমা আর চুরুট জীবন-ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐ তুটিই ঠোঁটের খাওয়া এবং উচ্চাঙ্গের খাওয়াও বটে।

০

সমাজটা তখনই সভ্য হয়েছে বলে স্বীকার করি, যখন সব বিষয়ে ভণ্ডামি আর ফাঁকিতে সে নিজের যথার্থ ভাবটিকে চাপা দিতে শিখেছে।

০

আর্টিষ্ট বা বেহালাবাদক হইলেই যেমন লম্বা চুল থাকিবে, সাহিত্যিক হইলেই তেমনি স্মরণশক্তির অল্পতা হওয়া চাই। বিশেষত উড্ডীয়মান, অর্থাৎ— উদীয়মান সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে সাহিত্য-রথিগণকেও হার মানান।

০

কথায় বলে—'কুটুম্ ঠকাতে চাও?—সন্দেশ ফেলে মাছ পাঠাও।' কথাটাকে একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, মাছ ভেট্ দিবার ভিতর দিয়া যে কোন পরিবারের তৈলের ভাঁড়টি খালি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং সন্দেশ প্রভৃতির মত বিনা খরচে এবং পরিশ্রমে ভোজনানন্দ লাভ করা যায় না। এইরূপ ভেটের দ্বারা আক্রান্ত এবং বিপন্ন পরিবারের স্বার্থত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই; মাছটি পাইবামাত্র কাটিয়া উত্তমাংশের কিছু প্রয়োজন মত রাখিয়া প্রতিবেশী মহলে তাঁহারা বিতরণ করিয়া ফেলেন।

০

নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কি সহজ কথা? বিশেষত নারীর পক্ষে। সর্ব বিষয়ে তাহাদের অশান্তি, পোষাক নির্বাচন করিতে অশান্তি, পরিতে অশান্তি, পরিয়া অধিকক্ষণ গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে অশান্তি, এমন কি নিমন্ত্রণে গিয়া কোন মহিলার নির্বাচনী শক্তির শ্রেষ্ঠতা, দৈহিক লাবণ্যের শ্রেষ্ঠতা, বাকচাতুর্য, ভঙ্গিমা, Gait বা মনোহারিণী শক্তির প্রাচুর্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্যবতীর মনে যে অশান্তির ঝড় তুলিয়া দেয় তাহার নির্বাণ করিতে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থকিতে হয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১৮৯৪—?)

[আমরা ও তাঁহারা]

দুঃখের বিষয় এই, কুঁড়েমি যে মহাপাপ তা আজকালকার অধ্যাপকেরাও স্বীকার করে নিয়েছেন—তাঁরা সব বই লিখতে ও বই পড়াতে ব্যস্ত, লেখাপড়া করবার ফুরসৎ তাঁদের নেই। (সুরের কথা)

০

ভুল বিশ্বাস সমাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সকলে যদি সত্য খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে তা হলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে, জগৎ আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, দেবদ্বিজ-সম্প্রদায়ের—অর্থাৎ যাঁরা সমাজের রক্ষক, তাঁদের খানাপিনা মারা যায়! (সঙ্গীতের কথা)

০

ভয়েতেই খেয়েছে আপনাদের। সত্য আচার, সত্যনিষ্ঠা, সত্যকথন, সত্যচিন্তা, সত্যজীবন আমাদের যুবকদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছে কেন? ঐ ভয়ের জন্যে। কেবল ভয়, কেবল ভয়, কেবল ভয়—নিজেকে ভয়, পরকে ভয়। (দেশের কথা)

০

পাশ মানেটা কী? না, বিশ্ববিদ্যালয় ও গুরুজনের নাগপাশ থেকে মুক্তি। তার জোরই বা কত? অথচ সেজন্যে পরীক্ষার ঠিক আগে দিনে দশ ঘণ্টা খাটুনি। (বিপ্লবের কথা)

০

বাঙলাদেশ এখন জরাগ্রস্ত; তার সুখ একটু vicarious হতে বাধ্য। তার নিজের অসুবিধা এখন তাকে ভুলতেই হবে, হিংসা-দ্বেষ-অভিমান তাকে ছাড়তেই হবে, খুঁতখুঁতনি আর তার শোভা পায় না, তার খিটখিটেনি এখন অসহ্য। (সাহিত্যের কথা : মানদণ্ড)

আজকালকার বাপেরা মেয়ের প্রতি নজর দিচ্ছেন, লেখাপড়া গানবাজনা শেখাচ্ছেন। তাকে শিক্ষা বলা যায় না, সে বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যার চেয়েও নিম্নস্তরের। খানিকটা শিখিয়ে তাঁরা মেয়েকে জামাই-বাড়ি ছেড়ে দিলেন—চরে খাক গে—তাঁদের কর্তব্যের সমাপ্তি হলো, তা সে ঘুঘুই চরাক আর গোরুই চরাক! (স্ত্রী-পুরুষের কথা)

০

পিতৃভক্ত কন্যা কখনও স্ত্রী হবার উপযুক্ত নয়। এই কথা প্রত্যেক স্বামী জানে—কোন পিতাই জানেন না। (স্ত্রী-পুরুষের কথা)

০

বিবাহের পূর্বে বার তিন-চার প্রেমে পড়লে খানিকটা শিক্ষালাভ হয়। একটু পোড় খেয়ে বিবাহ করলে চরিত্রের দৃঢ়তা আসে, অর্থাৎ বুদ্ধির মেরুদণ্ড একটু শক্ত হয়। (স্ত্রী-পুরুষের কথা)

[মনে এলো]

অল্প কয়েকদিন হলো বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিজ্ঞদের কিছু খাতির হচ্ছে সরকারের কাছে। অনেকেই দিল্লী ছুটেছেন। কিন্তু আমি জানি ভেতরকার কথা। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কীর্তন।

০

গ্রামের মাষ্টারমশাই সরকারী পিওনদের চেয়ে অনেকক্ষেত্রে কম পান। পিওনগিরিও দরকারী কাজ এদেশে—কারণ 'অফ্‌সার' সাহেবরা ফাইল বইতে পারেন না, তাঁদের গৃহিণীরা তরকারি কিনতে বাজারে যেতে পারেন না।

০

আমলাতন্ত্রের দোষ আমরা সকলেই জানি, কিন্তু দপ্তরখানার বিভাগীয় মনোবৃত্তি আরও ভয়ঙ্কর!

০

আমরা পড়াবো এমন সব থিওরী, দেবো এমন সব দৃষ্টান্ত, যার সঙ্গে আমাদের, অতএব ছাত্রদের জীবনের ঐ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার কোনো যোগ নেই; আর আমরা তৈরী করবো শত-সহস্র পি-এইচ-ডি! এ হয় না।

কী মিষ্টি, কী মধুর কণ্ঠ, বাঙালী মেয়েদের! গান শুনলে বিশ্বাসই হয় না যে, এঁরা স্বামী, ছোট ভাইবোন, ঝি-চাকরদের খিঁচুতে পারেন।

০

বাংলা ছোট থাকতে আপত্তি নেই আমার। আকারে ছোট্ট হলে তেজ বাড়ে—প্যারিসের নেপোলিয়ন, মস্কোর লেনিন, মোহনবাগানের রাজেন সেন, অজ্ঞাত ভারতবাসী তথা স্টেট্‌স্‌ম্যানের নীরদ চৌধুরী—সব আকারে ছোট্ট খাট্টো, কিন্তু কত বিস্ফোরণ শক্তি!

০

আমাদের দেশে হাসি নেই, বক্তৃতা আছে, বই লেখা আছে, সভা-সমিতি করা আছে।

০

যাঁরা বলছেন ছেলে ছোকরারা গোল্লায় গেল তাঁদের নিজেদের স্ট্যাণ্ডার্ড কি গৌরীশৃঙ্গ? যাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের গলদ খোঁজেন, তাঁরা নিজেদেরই গলদ ঢাকতে চাইছেন না তো?

০

হাওয়া জাহাজের জানলার পাশে বসবার জন্য মিংক—সেবল কোটপরা মহিলাদেরও ছুটতে দেখেছি, অসভ্যতা করতে দেখেছি। মনে হয় যেন মাটি ছাড়লেই অভদ্রতা এসে জোটে; আর গতিতে সেটা বাড়ে। জেট প্লেনের কালে ভদ্রতা একেবারেই লোপ পাবে।

০

বিবাহ হলো মেয়েদের মেনিফেস্ট ডেস্টিনি। বিবাহটাই রিপু, কাম নয়। একটি ছাত্রী বলতো, ও-সব আমার দ্বারা হবে না, অর্থাৎ বিবাহ সংসার ইত্যাদি। অবশ্য বিয়ে হলো—বিয়ের সময় সে কি কান্না! ওমা, দু'বছর না ঘুরতে ঘুরতে দেখি কি না স্বামীকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

০

নব্য ধনীরা উৎসাহী হয়ে কালচারের সর্বনাশ করছেন দেখেছি। এইসব

হস্তি-হস্তিনীদের কাছ থেকে কালচারের সহস্র হস্ত দূরে থাকাই ভালো। 'ইণ্টারেস্টেড' 'ইণ্টারেস্টিং' কথাগুলি নিতান্ত ভুয়ো, ছেঁদো, অন্তঃসারশূন্য, এমন কি ডাহা মিথ্যা। বক্তৃতা দেবার পর ঢুলুঢুলু চোখে ভি-চোলী আর চকচকে শাড়ি রঙিন ঠোঁটে শীৎকার করে উঠলেন 'হাউ ইণ্টারেস্টিং'! একবর্ণ বোঝেননি, আর ছে···লী করছেন।

০

আমাদের বণিক সম্প্রদায়ের মুখ বড মিষ্টি, কিন্তু তাঁরা সামাজিক প্রগতির শত্রু। এঁদের শক্তি কত বেশী এঁরা আমাদের বুঝতে দেন না সব সময় কিন্তু যখন বোঝান তখন হাডে হাডে বুঝি। প্রতি পরিবারে এঁদের পঞ্চমবাহিনী আছে—বাড়ির গৃহিণীরা। আত্মাশক্তি ও বণিকশক্তি একত্রিত হলে কোনো প্ল্যানেরই এমন পৈতৃক শক্তি নেই যার আশীর্বাদে সেটি সার্থক হতে পারে।

০

এ-দেশে কোনো চালাক হাতুডে যদি মাত্র পেটেণ্ট ওষুধের মোডকগুলি পডেন তা হলেই তিনি এক্সপার্ট নাম কিনে বত্রিশ টাকা ফী আদায় করতে পারেন।

০

Fussiness-এর একটা সামাজিক মূল্য আছে। নতুন বৌকে নিয়ে fuss না করলে বেচারীর অভিমান হয় না? বুড়ি ঠাকুমা মারা যাচ্ছেন, অর্থাৎ গিয়েও যাচ্ছেন না—এক্ষেত্রে নাতী নাত-বৌদের fuss করা ছাড়া আর কি কর্তব্য বুঝি না। বড গিন্নীর চাবি হারিয়েছে, ছোট গিন্নীর নেল-পলিশ পাওয়া যাচ্ছে না, ওধারে মেজগিন্নীর চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আর সেজগিন্নীর অম্লশূল চাগাবো চাগাবো করছে। নাতির জন্য মাগুর মাছ আসেনি, এ সব নিয়ে চেঁচামেচি না হলে সংসার কিসের?

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

(দিবাকর শর্মা)

(১৮৯৬-১৯৩৩)

[বাস্তবিকা]

শিশু হাত বাড়িয়ে চাঁদ চায়, সে কি মিছে? হৃদয়-খোকন যে আজ চারিদিকে হাত বাড়িয়ে পাড়ার সমস্ত বাড়ীর জানালার শিক ধরে টানতে চাইছে, এ চাওয়া কি মিছে? নয়, নয়! (হরিকুমার সংসার)

০

হৃদয়ের বয়স কি আছে? তা নেই বলেই তো সব মধুর লাগে আমাদের। তা নেই বলেই ত আমাদের পাঁচী পানওয়ালীর শীর্ণ দেহকেও ঘৃণা করতে পারিনে; তাকে দেখেই মন ফিরে যায় ত্রিশ বছর আগে তার জীবনের সবুজ দিনগুলির মধ্যে। (হরিকুমার সংসার)

০

হাঁসের মা বিয়োয় কিন্তু পালে না। তার জমাট বাঁধা শুভ্র স্নেহ-ডিমগুলি যায় চেরাগ চাচার সরাইখানায়। সেথায় পেঁয়াজ বাটার সোহাগ মেখে সানকি ভরে গড়ায় তারা। (দরবেশ)

[দিবাকরী]

প্রাণ কাঁদে কিনা তাহা বলিতে পারি না, কারণ, প্রাণ দেখি নাই! তবে অবকাশ মত তোমরা গোলদীঘিতে কাঁদিয়া থাক দেখিয়াছি। কাঁদিতে অবশ্য তোমাদের কসুর নাই, তোমরা কাউন্সিলের জন্য কাঁদিয়া থাক, কর্পোরেশনের জন্য কাঁদিয়া থাক তাহা আমি জানি। কলের মজুরের জন্যও তোমাদিগকে কাঁদিতে দেখিলাম আর তাহাদের মাথায় লাঠি মারিতেও দেখিলাম। কাজেই তোমরা যে কথা মুখে বল, আমি মাঝে মাঝে মনে করি, বুঝি তাহা বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছ। (স্বাধীনতার পালা)

জলধর চট্টোপাধ্যায়

(১৮৯৬— ?)

[সিঁথির সিঁদুর]

যে মাছের কাঁটা খুব শক্ত তা চিবুতে গেলে বেড়ালকেও জব্দ হতে হয়।

০

মেয়েদের আপনারা কি করে রেখেছেন জানেন? বাক্স বিছানার মতই Stationery goods!

০

যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, তার আবার জাতিবিচার কি?

০

ভদ্দরলোকের গলা শুকিয়ে গেলে, প্রথমেই চায় এক কাপ চা।

০

একদল মূর্খ পুরুষ আছে, যারা বাইরের রূপসজ্জা দেখেই ভোলে—মনটা তাদের আগে নয়। বাইরের রূপ-রসে আকৃষ্ট না হলে, বৌকে তারা সইতেই পারে না।

[রীতিমত নাটক]

অসতী স্ত্রীও তার স্বামীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা করি, লোক দেখানো পতিভক্তিটাই কি স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীপনার একমাত্র নিদর্শন!

০

আমার অশ্রদ্ধার বিষয় হচ্ছে ঠাকুর দেবতা নিয়ে তোমাদের এই ব্যবসাদারীটা। আমি কিছু দিলে, তবে তিনি আমাকে কিছু দেবেন—ওই নিশ্চল প্রস্তরখণ্ডের উপর তোমরা যে মাড়োয়ারীত্ব আরোপ করছ, তাতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।

[পি-ডাবলিউ-ডি]

রক্তমাংসের উত্তেজনা যার নেই শুধু নিবৃত্তি ছাড়া, প্রবৃত্তির প্রেরণাকে যে অস্বীকার করে, সে তো dead ! তাকে remove করলে যদি কোন পাপ হয়, তাহলে dead body গুলো পুড়িয়ে ফেলাও পাপ ।

০

বিচারকের একটু বুদ্ধি থাকা চাই বৈকি !

০

ফুটপাতে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারাই তো সহ্য করে মানুষের নির্দয় সমালোচনা আর বিদ্রূপের হাসি। মোটর হাঁকিয়ে চলাফেরা করতে পারলে আর কেউ কিছু বলবে না।

০

বাঙালী ছেলে মেয়েদের জীবনে কোন adventure নেই, romance নেই। আছে শুধু একটা বিয়ে হওয়া আর একপাল ছেলেপিলের মা-বাপ হওয়া। তারপর অনাহার ও মৃত্যু। ব্যাস Finish !

জ্যোতির্ময় ঘোষ

(ভাস্কর)

[ভজহরি]

ভগবান, কেন বেকার করলে ? বেকারই যদি করলে তবে বাঙালী করলে কেন ? বাঙালীই যদি করলে তবে একটু বুদ্ধি দিলে না কেন ?

[কলের গরু]

তাড়াতাড়ি অর্থসঞ্চয়ের জন্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, আর তার সঙ্গে অসংখ্যপ্রকার ভেজালের অর্থাৎ প্রতারণার কৌশলও শিখিয়েছে বিজ্ঞান !

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিলেতের পালিশটা দরকার।

০

মাখন খাইলে ভুঁড়ি হয়, ভুঁড়ি হইলে মানুষ অকর্মণ্য হইয়া যায়। সুতরাং দুধের মধ্যে মাখন না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

[শুভশ্রী]

পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র সকলের সহিত ভদ্রতা কখনই করিবে না। কন্যার সহিত ভদ্রতা করা যাইতে পারে, কিন্তু জামাতার সহিত অনাবশ্যক। কন্যার শ্বশুরের সহিত যথাসাধ্য ভদ্রতা করিবে, কিন্তু পুত্রের শ্বশুরের সহিত অভদ্রতাই বিধেয়। থার্ডক্লাসের কামরায় উঠিয়া কোন উড়িয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার সহিত ভদ্রতা করা কর্তব্য নহে, কিন্তু যদি একটি কাবুলিওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে ভদ্রতাই বাঞ্ছনীয়। উপরিতন কর্মচারীর সহিত ভদ্রতা বিধেয়, কিন্তু সহকর্মী বা অধস্তন কর্মচারীর সহিত ভদ্রতা অবিধেয়। (চী)

[মজলিস]

প্রেম দুই প্রকার—আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক।

[পূর্ণিমা]

মিথ্যা কথা বলব, জুয়াচুরি করব, নারীসঙ্গ করব, অথচ কিছুই গায়ে লাগবে না, এটা অসম্ভব। এটাকে সম্ভব মনে করলে কর্মযোগ শুধু কর্মভোগে এসে ঠেকবে।

০

বন্ধুত্বের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে কথা বলা একটা বড সহায়। সত্য, অর্ধসত্য, অতিরঞ্জিত নানাপ্রকার কথার প্রবাহ, গায়ে পড়িয়া 'দাদা' বলিয়া, মিষ্ট চাটু বাক্য প্রভৃতি সামাজিক বন্ধুত্বের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

০

নীচ হীন, পরশ্রীকাতর মানুষের আত্মতৃপ্তির সর্বাপেক্ষা সুলভ এবং সহজ উপায় কুৎসাপ্রচার। জগতের মহাপুরুষরাও এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

[লেখা]

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও ক্রমাগত আমরা খিচুড়ীর দিকেই চলিয়াছি, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা যে পোষাক পরি, তাহা বাঙ্গালী, পারশী, পাঞ্জাবী, ভারতীয় ও অভারতীয় পোষাকের খিচুড়ী। আমরা সকালে উঠিয়া গুড় দিয়া বিস্কুট এবং জ্যাম দিয়া আটার রুটি খাইয়া থাকি। ঝাল, চচ্চড়ি ও অম্বলে আমাদের যেরূপ তৃপ্তি হয়, চপ কাটলেট ও কোর্মা-কোপ্তাতে তাহা অপেক্ষা কম হয় না।

(পরিভাষা-প্রসঙ্গে)

০

একই ব্যক্তির জীবনে একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের খিচুড়ী বিরল নহে। মাছ খান, মাংস খান না; কালী পূজা করেন, বলিদান করেন না; পৈতা আছে টিকি নাই; টিকি আছে পৈতা নাই; সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, জুয়াচুরিও করেন; সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না, জুয়াচুরিও করেন না; ইত্যাদি নানাপ্রকার মনোভাবের খিচুড়ী সর্বত্র। (পরিভাষা-প্রসঙ্গে)

০

মফস্বলেও শহরের সভ্যতা যেরূপ দ্রুত বিস্তৃত হইতেছে, তাহাতে সেখানেও 'কাট্‌সি' (কাট্‌লেট + সিনেমা) ধর্মপালনে বিশেষ বাধা আর থাকিবে না।

(কলিকাতার মোহ)

০

বেশি হাসাটা ছেলেমানুষি মনে করি, অথবা হাসির উৎস আমাদের মনে এত ক্ষুদ্র যে সহজে বেশি হাসি সেখান হইতে উত্থিত হয় না। (হাসির বাধা)

০

যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র মনটাকে পাকাইয়া তুলিয়া গুরুগম্ভীর হইয়া বসিতে আমাদের গভীর আগ্রহ। (হাসির বাধা)

০

মেয়েদের পক্ষে হাসি আরও বেশি নিষিদ্ধ। তাহারা চীৎকার করিয়া ঠাকুর চাকরকে ডাকিতে পারে, উচ্চৈঃস্বরে সন্তানকে শাসন করিতে পারে,

স্বামীকে ধমকাইতে পারে, ননদ ও শাশুড়ীর সহিত তুমুল ঝগড়া করিতে পারে, প্রতিবেশীকে প্রয়োজন হইলে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিতে পারে, কিন্তু হাসিতে পারিবে না। (হাসির বাধা)

০

আমরা মনে করি, হিমালয় উল্লঙ্ঘন এমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু কার্যত বেলেঘাটার পুল পার হইবার সময়ে রিক্‌শা ভাড়া করি। (প্রাণ ও চাঁদা)

০

কয়েক সহস্র বাঙালীকে প্রবাসে ডোমিসাইল আইনে উৎপীড়িত হইতে দেখিয়া আমাদের উৎকণ্ঠার অন্ত নাই, কিন্তু নিজদেশে নিজনগরে হ্যারিসন রোড, ক্লাইভ স্ট্রীট, সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ, চৌরঙ্গী হইতে এবং ক্রমশ ভবানীপুর কালীঘাট হইতে যে অলিখিত আইনে লক্ষ লক্ষ লোক বিতাড়িত হইয়া বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, বেহালা প্রভৃতি স্থানে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অতি করুণ ও অতি অক্ষম প্রচেষ্টা করিতেছে, তাহার জন্য আমাদের কয়জনে চিন্তা করিতেছে? (প্রাণ ও চাঁদা)

০

আমরা মনকে বুঝাই, পাশ্চাত্য দেশে গিয়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা নাগরিক সুখসুবিধা-বিধানে অত্যন্ত তৎপর হইয়া উঠিয়াছি, অথচ কর্মব্যস্ত অসংখ্য নরনারীর জন্য কলিকাতার পথে পথে যে প্রচুরসংখ্যক শৌচাগারের আবশ্যকতা থাকিতে পারে, তাহা সহজে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না, অথবা যে কয়টি শৌচাগার আছে, সেগুলি যে নরকেরই ভারতীয় সংস্করণ, সে দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজন মনে করি না। (প্রাণ ও চাঁদা)

০

আমরা মনকে বুঝাইয়াছি, আমরা কাল্‌চার্ড, মারোয়াড়ী বা ভাটিয়াদের মত অসভ্য নই, সেইজন্যই আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি না, বিশ্বাস করি না, পরিচিত ব্যক্তির সাফল্যে আনন্দ বা গৌরব বোধ করি না, গোপনে কুৎসা রটাইতে দ্বিধা করি না। (প্রাণ ও চাঁদা)

রাম, শ্যাম ও যদু তিন বন্ধু। রাম এবং শ্যাম একত্র হইলে বলিবে, যদু একটা ক্যাড্; রাম এবং যদু একত্র হইলে বলিবে, শ্যামটা একটা গাধা; শ্যাম এবং যদু একত্র হইলে বলিবে, রাম একটা ইডিয়ট্। পরোক্ষে এইরূপ কুৎসা-কীর্তনই বন্ধুত্বের সিমেণ্ট। (অনৃত-সংহিতা)

০

এক পয়সায় ফ্রী পান বা একটি ফ্রী সিগারেট খাইয়া মুগ্ধ হইয়া একশত টাকার বেনারসী শাড়ী দেড়শত টাকায় কিনিয়া ফেলা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

(ফ্রী)

০

কুটুমবাড়ীর তত্ত্ব যে এত লোভনীয় এবং উহা লইয়া যে এত মান-অভিমান, তাহার একমাত্র কারণ এই যে উহা ফ্রী। দোকান হইতে কোন নিকৃষ্ট দ্রব্য আনীত হইলে, তজ্জন্য একটু বিরক্তি বা দুঃখ হইতে পারে; কারণ তাহা কিনিয়া আনা হইয়াছে; কিন্তু তত্ত্বের ত্রুটি অমার্জনীয় এবং অসহনীয়, কারণ উহা ফ্রী। আহার ও বাসস্থান ফ্রী না হইলে, অন্য কোন কারণেই শ্বশুরালয় এতটা পপুলার হইতে পারিত না। (ফ্রী)

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[পল্লী-ব্যথা]

বাড়ীর মধ্যে ঝি রাঁধুনী বাইরে বেয়ারা চাকর আছে
দু'চার বছর মাইনে যদি বাকী পড়ে আমার কাছে,
অমনি তাঁরা খাপ্পা হয়ে বলেন 'দেব চাকরি ছেড়ে'
গিন্নী শোনান মিষ্টি বুলি অমনি তখন নথটি নেড়ে
'এত বড় জমিদারী চাকর বাকর পায় না টাকা
কেন তবে ভড়ং করে গরীব বেচারীদের রাখা?' (জুলুমদার)

পুরুষ তোমরা হও না যতই কালো
নারীর কাছে সে 'আহা মরি!' 'খুব ভালো!'
রূপ নিয়ে যত তোমরা যাচাই কর
রূপের বাজারে ততই ঠকিয়া মর!
দেহটার মাঝে কিছু কি থাকে না আর?
তোমাদের সেথা নজর চলা যে ভার!
তোমরা চাও যে 'কাগজের ফুল' 'রঙমশালের আলো',
তোমরা কেন গো যাচিয়া লইবে রঙ যাহাদের কালো!

(অকেজো-নারী)

[মধুমালতী]

ভারি চোটপাট—খুব কড়াকড়া বুলি
—না হয় আজকে দিয়েছ দু'গাছা রুলী!
চুল ওঠে তাই দিয়েছ যে তেল কিনে
তাতে তো তোমারো গরজ কম দেখিনে!
কপালের টিপ? দু'খানা আলতা পাতা?
ওঃ! ছাতা দিয়ে তাই কিনে ফেলেছেন মাথা!
হলুদ রঙের সুতো এক ফেটি কই?
এদিকে বলন,—'তুমি ছাড়া কারো নই!' (প্রেমের পাল্লা)

[রক্ত রেখা]

আপন স্বার্থেরে যারা বড় বলে জানে
মৃত তারা মনে প্রাণে;
তারা বলে বেঁচে আছি দরিদ্রের জীবন নাশিয়া
পরান্ন গ্রাসিয়া

আজীবন স্ফীতোদর ছলে বলে অথবা কৌশলে
তারাই ত দলে দলে
তুচ্ছ কপর্দক লাগি
অজানিত অন্ধকারে রহিয়াছে অস্ত্র নিয়ে জাগি ! (স্বাগতম্

[মডার্ণ কবিতা]

এক ছাঁচে গড়া প্রগতি-প্রয়াসী এই তো মর্ডার্ণ গার্ল,
'ফ্যাসানে' 'কশনে' পোক্ত 'মোশনে' অতি গুরুগম্ভীর,
'ইমোশন'-হীন, 'প্যাশান'-বিহীন, 'কমোশন-মঞ্জার'
পুরুষের কাছে ইঁহারাই নাকি শক্তি সঞ্চারিণী !
চায়ের পেয়ালা ধরিতে যাদের 'সখী-ধর-ধর' ভাব।
তারা যে মাথায় নেবে সংসার সে আশা রাখি না মনে।
(মডার্ণ গার্ল)

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯০০—?)

[একুশটা মেয়ে]

স্ত্রী যদি বলেন কিছু,
চোখ আধো নিচু করে,
বেশ করে নেড়ো মাথা—
নেড়ো, হাঁ বলার তরে।
হাঁ হাঁ বলে ঘুরো ভার্যার পিছু,
মাথে ধরে থেকো ছাতা। (হাঁ করা)

জলের গেলাস নেড়ে নেড়ে যদি শরবত বলে খাই,
টাইম টেবল বই খানা খুলে যদি আমেরিকা যাই ;
স্বকীয়াকে যদি পরকীয়া ভাবি,
চল্লিশে করি সতেরোকে দাবি ;
খাবি খেতে খেতে যদি মৃগনাভি
পেটে পেকে ওঠে ভাই—
কেন রাগ করো, হাততালি দিয়ে, বলো তাই, তাই, তাই ॥
(আমার কবিতা)

সজনীকান্ত দাস

[অঙ্গুষ্ঠ]

না জানিয়া শিশু আলোকের মোহে আগুন ধরিতে যায় ,
পুড়াইয়া হাত জ্ঞান হোক তার কোন পিতা নাহি চায় ।
(চাবুক)

○

দুষ্টবুদ্ধি থাকে যদি কেহ, খড়ের ঘরেতে কারো,
আগুন লাগাতে চাহে যদি কভু, ছাড়িয়া কি দিতে পারো ?
গাল দিয়ে আর মার দিয়ে তারে বুঝাইয়া দেওয়া চাই—
পাড়ার আগুনে তার ঘরটাও পুড়িয়া হইবে ছাই ।
(চাবুক)

○

পিটুলি গোলাকে দুগ্ধ বলিয়া চালাইতে যারা চায়—
আঁস্তাকুড়ের ঢিবিতে চড়িয়া সরা মানে ধরাটায়—

কল্পনা করে বিরাট বিশ্ব সুবৃহৎ তাড়িখানা—
নাক কান কাট, চোখে খোঁচা মেরে কর তাহাদের কানা।

(চাবুক)

০

উলু দিও নাকো আমি মরে গেলে সুড়সুড়ি দিও কানে,
পচারে বলিও সে যেন তিনটে লাল বাতি জ্বেলে আনে।
পাড়া মাতাইয়া বিনিয়ে কেঁদো না, রুমালে মুছিও চোখ,
কাছে যেন মোর নাই আসে সখি খোঁড়া নুলো হাবা লোক।
শিয়রে আমার অ্যাশট্রে রাখিও চরণে আলতা দিও,
এক ঠ্যাঙ্গে যেন দাঁড়াইয়া থাকে মোর যত আত্মীয়।

তুমি শুধু কাছে বসে,

সেলেটের পরে ভগ্নাংশের অঙ্ক যতনে ক'সে—
ফলটি তাহার লিখিয়া রাখিও আমার বুকের পরে—
বাসর রাত্রে গোপনে সেইটি শুনায়ো নূতন বরে।

(অন্তিম বাসনা)

০

মেয়েদের কেন বড় হয় চুল
আম পেকে কেন করে তুল তুল
কাঠ পুড়ে গেলে কেন শুধু থাকে কয়লা এবং ছাই!
একি বিরাট ব্যাপার ভাই!...
লোক ম'লে কেন বলে হরি বোল
চোর এলে কেন মিছে করে গোল
ছেলে হলে কেন ঢোল কাঁসি বাজে বিয়েতে বাজে সানাই
একি বিরাট ব্যাপার ভাই!...
গোলদিঘী কেন চৌকোণা হ'ল
দশ শালে কেন টেকো রাজা ম'ল

সাপ্তাহিকটা চালাতে গেলেই ট্যাঁক ভারী হওয়া চাই
একি বিরাট ব্যাপার ভাই !
(বিরাট ব্যাপার)

০

খাতাপাতা শুরু বটে,
রস আছে মোহর্দিয় ঘটে—
উপচে সে রস কলম বেয়ে গড়িয়ে ছড়ায়
কালির্সনে ! (গান)

০

কাব্যি-হাওয়া ঘুমিয়ে আছে,
পাকুক্না তায় কেউ-বা যাচে ?
প্রিয়ে তোমার কুলোর্বাতাস দখিণ হাওয়া আমার কাছে !
(গান)

০

কমল নিয়ে খেলতে গিয়ে ফুটল হাতে কাঁটা,
দেখনু শুধু মৃণাল বাহু দেখিনি হায় ঝাঁটা।
ছুটল কখন মুখের আগল
বাহির হল 'গাল' হলাহল,
বললে, আমি আস্ত পাগল,
নয় ত দুকান কাটা ;
গালও খেলাম ফুলেও দেখি উঠেচে মোর গা'টা।
(কাঁটা ফোটা)

০

আমরা রাত্রি জাগিয়া লিখিয়া মরি
মাসিকে ছাপিয়া তোমরা পয়সা পাও ;
অনেক যতনে প্রকাশ করিলে বহি
হেলাফেলা করি শুধু গালাগালি দাও।

বিজ্ঞাপনের বহরে থাক যে ভুলে,
লেখকের দিকে নাহি দেখ চোখ তুলে ;
অর্থ দিও না, নাহি তাহে তত ক্ষতি,
প্রীতি রেখো শুধু লেখক-জনের প্রতি। (আমরা ও তোমরা)

•

কবিতা লিখিয়া গরবে নিজেরে ভাব—
শেলী-বাইরণ-গ্যেটে-ব্রাউনিং রবি,
গদ্য পদ্য যদিচ না যায় বোঝা—
হুইটম্যান হয়ে হও যে গদ্য কবি !
দিস্তঃ দিস্তা লিখে আন ছাই পাঁশ—
কাছে এলে তাই মনে মনে জাগে ত্রাস !
ওজন দরেতে বেচিয়া ফেলিব তাও
টিকিট পাঠায়ে সে সুবিধা নাহি দাও ! (তোমরা ও আমরা)

•

অলকে কলপ না দিয়ো—খোঁপার ফাঁদ না ফাঁদিয়ো,—
দন্তবিহীন শুষ্ক বদনে ফোক্‌লা কান্না কাঁদিয়ো !
সাড়ীর আঁচলে দোক্তা ও চূণ সযতনে প্রিয়ে বাঁধিয়ো।
পাকা রোহিতের ফুলকোটি দিয়া শাক-চচ্চড়ি রাঁধিও।
এস এস বিনা ভূষণেই, হাঁড়িতে কি সখি ভূষো নেই,
তাই দিয়ে চুল কালো করে প্রিয়া নাতির চক্ষু ধাঁধিও।
কুঁজো হয়ে পথে চ'লো চ'লো সখি, লাঠি দিয়ে দোরে ঘা দিয়ো !

(পত্র)

[মনোদর্পণ]

শ্রোষ না শ্রোষ, শ্রীম না শ্রোষ, ট্রোষ না ট্রোষ দিঙ না সি।
ভালোরে ভাল এই ত ভালো কালো ত কালো তোর তা কি ?
আছে যা আছে আমার আছে বাঁচে না বাঁচে আমার স্ত্রী,
তোর তা কি ?

বাসি কি বাসি ভাল না বাসি খাই কি না খাই তাহার চুম্,
ওরেরে ওরে বল্ না ওরে নইলে যে কাল মারব ডুম !

হয় না ঘুম ?
(কামস্কাটকীয় ছন্দ)

০

আমি বেদুয়ীন, আমি মহম্মদ ঘোরী,
আমি কিশোরী মেয়ের নাকের নোলক
ঢাকীদের আমি সখের ঢোলক
সৌখীন যত মডার্ণ ছেলের West End হাতঘড়ি।
আমি বেন্দা কলুর ঘানি,
আমি খোদার ষণ্ড, নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি'—
গলা 'ধাক্কার ধমক' আমি যে 'ঝরণার কুলকুচি'
'দাড়িম ফাটা'র অসহ্য 'ক্ষুধা' পুঁটি মোদকের লুচি।
আমি 'ঝড়' আমি 'কড় কড় কড়' K, M. Das এর চটি,
মেমসাহেবের Cero Pearls আমি মেছুনীর আঁশ বটি,
আমি যুবতী মেয়ের গলার পুষ্পহার,
আমি বাসর ঘরের মশক, আমি বাসক-তোয়কে ছার,
আমি নবীন, আমি যে কাঁচা,
আমি বাহির হয়েছি ভাঙিয়া ফেলিয়া খাঁচা। (কামস্কাটকীয় ছন্দ)

০

কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
বাঁশী সোহাগে ভিরমি লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের কনে।...
কুকুর-বালা অনেক রাতে দেয় না ক' মুখ এঁটো পাতে,
বিড়াল-বধূ দুধ ও ভাতে তেয়াগি, কাঁদে হেঁসেল-কোণে !
সাবল হাতে সিঁধেল চোরে—ভাসে সে সুরে নয়ন-লোরে,
দোহাই তোরে আর বেঘোরে মারিও না ক' গরীব জনে। (জলসা

তেপায়ার ট্যাঁকঘড়ি তুই টিকটিকিয়ে ক'স কি নিশিদিন!
কচি সব পাড়ার ছুঁড়ি—ওই যা থুরি, বালিকা I mean।
তারা সব হয়নি বড়, জলদি কর, বাড়াও বয়স ভাই
এখনও বুঝতে নারে ঠারে-ঠোরে চোখের আলাপিন্।
আজো যে ফ্রক প'রে হায়, ঘুরে বেড়ায় চায় না আঁখি তু'লে,
কবে যে ঘোমটা চিরি আসবে ধীরি, বাজবে আঁখি-বীণ!
ঘড়ি তুই চল ছুটিয়া টিকটিকিয়া বাড়িয়ে গতি ক্ষীণ!
তে'রে যে ফী বছরে অয়েল ক'রে যতন করি কত
সময়ে পারিস নাকি দিতে ফাঁকি ওরে সুইস-জীন! (জলসা)

০

চোর ও ছ্যাঁচোড় ছিঁচকে সিঁধেলে ভুনিয়া চমৎকার—
তল্পি-তল্পা, তহবিল নিয়ে ভাণ্ডারী হুঁসিয়ার!
বাজার করিয়া চাকর বাবাজী ভারী করে ফেরে ট্যাঁক—
ঘি-তেল চুরিতে বামুন ভায়ার হয়েছে বিষম 'ন্যাক'—
ভাত নিয়ে যবে বাড়ি যায় দাসী আঁচল তাহার ত্যাখ—
মজাদার ভারী এ-তুনিয়াদারী, সামলিয়ে চলা ভার। (জলসা)

[পথ চলতে ঘাসের ফুল]

মহাকাব্য লেখবার কি আর সময় পাবে? সময়ের অভাবে আজকালকার কবিরা তো সব ড্যাশ আর ফুটকি দিয়েই কাজ সারে।

০

ফ্যাক্টরী Fat করি দিতেছে বণিকে,
ডাক্তার ডাক্ তার এদিকে-ওদিকে।
টীচার বিচার করে, জুরী-রূপ ধরে—
প্রীডার লীডার হ'ল জাতীয় সমরে।

[আত্মস্মৃতি]

আজকালকার মত তখন গৃহ-শিক্ষকের রেওয়াজ ছিল না; নিজের চরকায় নিজেকেই তেল দিতে হইত। আমাদের ক্ষেত্রে তাহাতে ফল যে মন্দ হইয়াছে বলিতে পারি না।

০

তরুণ হনুমান জননী অঞ্জনার স্নেহক্রোড় ছাড়িয়া নিদারুণ ক্ষুধার বশে পাকা ফল ভ্রমে রক্তবর্ণ সূর্যকে করায়ত্ত করিবার জন্য মহাশূন্যে লম্ফ প্রদান করিয়াছিল। ভ্রম তাহার তারুণ্যের; বস্তু ও মানুষের যথাযথ মূল্যবোধ এই অবস্থায় থাকে না—ছোটকে বড় মনে হয়, বড়কে ছোট।

০

বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত কুরূপ-প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী-কটুভাষী বেকুব-বুদ্ধিমান ভাবুক-কর্মী সৎ-বদমাস বহুবিধ বিচিত্র মানুষকে লইয়া যিনি দুনিয়ায় আসর জমাইতে পারেন, তিনিই অবতাররূপে পূজিত হন। এরূপ একটি ছোটখাটো অবতার না হইলে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে কাগজ চালানো সম্ভব নয়।

০

শিশু-মৃত্যুর আবর্জনায় বাংলার সাময়িকপত্রের প্রাঙ্গন রুদ্ধ হইয়া আছে। সম্পাদক বা পরিচালকদের পরমুখাপেক্ষিতাই ইহার কারণ।

০

পত্রিকা-আপিসে ঢালাও আড্ডা অর্থাৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতি যথোপযুক্ত সমাদরের অভাবে আমাদের কালেই বহু জমজমাট পত্রিকার পতন হইয়াছে, অনেক গুলি বিলকুল মরিয়া গিয়াছে। সাহিত্যিকের আড্ডাই সাহিত্য-পত্রিকার প্রাণ; ঢিলাঢালা স্বাচ্ছন্দ্য, তক্তপোশ তাকিয়া তামাক তাম্বল, অবাধ রাজা-উজিরমারী গল্প অথবা তীক্ষ্ণ কথার তরবারিক্রীড়ার মধ্যেই সাহিত্যের আড্ডা স্ফূর্তি লাভ করে।

[বঙ্গ রণভূমে]

যেথা সাবু খেয়ে খেয়ে নিয়ত যাহারা চক্ষে দেখছে সর্ষে
সেথা স্বাধীনতাকামী বীরেরা সভায় ফিরছে অশ্রু বর্ষে'—

আর দেশের জন্য যে তুলিছে চাঁদা, টিপে দেখ, পাকা চোর সে।...
হেথা অবাক হইবে দেখ যদি, যত ঝুটা-মেকীদের কাণ্ড,
করে বুজরুকী আর চালাকীতে এরা নস্যাৎ ব্রহ্মাণ্ড,
ঠিক যেমন মন্ত হেথাকার লোক তাহারা যোগ্য ভাণ্ড।...
অহো সোনার বাংলা সোনার বাংলা, জয় মা হলুদ-বর্ণে,
তবে এ যে জণ্ডিস্-হলুদ, জননী, নহ হরিদ্রা স্বর্ণে,
আর সবাই হেথায় গুরু কে-বা কার মন্ত্র লইবে কর্ণে !

(সোনার বাঙলা)

০

হায়রে !
'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা',—
বারি নাই এক বিন্দু তবু পূর্ণ ঘড়া।
মন নাই মনস্তত্ত্ব যায় গড়াগড়ি,
মাথা নাই মগজের বহরতে মরি।
পৌরুষ নাহিক তবু দর্প পুরুষের,
বিদ্যা নাই পেটে তবু ফোয়ারা বাক্যের ;
নিত্য উৎসারিত হয় হাটে মাঠে বাটে,
যে গরু দেয়না দুধ মরি তার চাটে,—
হায়রে।

(সোনার পাথরবাটি)

০

সমাজ-সংস্কার-নীতি ভাবে যারা কঠিন শৃঙ্খল,
দারিদ্র্যের গর্ব করে—অথচ কাঁদিছে নিশিদিন—
তাদের বীরত্ব খ্যাতি !—দেহে মনে যাহারা বিকল,
পথ-কুকুরের চেয়ে তারা সবে আরো দীন-হীন ! (মিথ্যাচার)

নহ পিতা, নহ পুত্র, নহ ভ্রাতা, নহ জ্যান্ত প্রাণী—
মসীজীবী, বঙ্গের কেরাণী।
দশ যবে ফস্ ক'রে বেজে যায় তব ঘটিকায়—
ছ্যাৎ করে ওঠে প্রাণ, অন্ন দুটি ঠেলে পেটটায়—
হাজিরায় 'লেট' আর সাহেবের খিঁচুনীর ভয়ে,
আঁটিতে আঁটিতে [illegible] দেওয়া ছাতাখানি [illegible]
ঊর্দ্ধশ্বাসী হ'য়ে—
চুপি চুপি [illegible] তীর্থসার আপিসের মাঝে
[illegible] নিজ কাজে! (কেরাণী)

[মানস-সরোবর]

এ যুগের কথা কহিবে সে কোন্ কবি,
এ যুগের কথা কয়জন বল জানে?
বিদেশী কেতাবী বুকনি প্রয়োগে অতীব 'ক্লেভার' যারা,
তাহারা কহিতে চাহিছে যুগের ভাষা।
কাগজের 'বেডে' ফোটে কাগজের ফুল—
কাগজের ফুলে রঙ শুধু আছে, নাহিক মাটির ভাষা—
রঙ সে নামিয়া আসে না আকাশ হতে,
ড্রয়িং-রুমের ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত সেই রঙ যে চমৎকার! (এই যুগ)

০

মোদের মুক্তি? আধখানা তার পীরদরগার এখনো সিন্নি মাঝে,
পদোদক আর তাবিজ মাদুলি, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে;
বাকি আধখানা গ্যানোর ফিজিক্স, চরক সংহিতায়। (এই যুগ)

[আলো-আঁধারি]

টাকা ধার নিয়ে শুধিতে কেহ বা ভোলে—
বাজার খরচে দু'আনা যে নাহি দেয়,

চার পাঁচ পেগ অনায়াসে স্ট্যাণ্ড করে ;
মানব-মনের বিচিত্রতম গতি। (অসহায়)

[কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল]

হেই ভগবান, শিন্নি মানছি মোরা—
কুচক্রীদের ঘুচাও গিন্নীপনা,
ভুলিয়ে মোদেরে খাওয়াইয়া গাদা গাদা,
বাড়াইয়া ভুঁড়ি করিয়া দিতেছে হাঁদা—
বাধা দিতে গেলে কেঁদে ও দিব্যি দিয়ে
ডবল গিলিলে তবে মানে সান্ত্বনা ;
হাতীর সামনে আরশি ধরিয়া ওরা
বলে, পাঁজরের হাড় হয়ে যেতেছে গনা ! (প্রার্থনা)

০

পড়াতে মন বসে না, বাড়া ভাত পড়েই থাকে,
হেজেলিন মনে ক'রে ভেসেলিন গণ্ডে মাখে।
মা বলেন, হ'ল কি তোর ? রতি কয়, কিছু না মা।
কিছু নয়, তথাপিও—খাটো হয় গায়ের জামা।
(কুমার-অসম্ভব কাব্য)

০

বরানগরের বাগান-বাড়িতে অপরূপ কত ব্যবসা চলে,
সভা বসিয়াছে ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে, বিচার চলিছে টাউন হলে।
লেজার ছাড়িয়া কেরাণীবাবুরা লিখিছে গল্প ক্লাইভ স্ট্রীটে,
টাইপিস্ট যত বিরহ-বিধুরা রচে প্রেমলিপি টাইপ-শীটে।
ব্যাংকে ব্যাংকে রূপকথা ছেড়ে রাজপুত্রেরা জটলা করে,
সবই বিপরীত, শিশু হ'ল দেড়ে, দহিল মদন মহেশ্বরে।
উর্বশী আর রম্ভা মেনকা ঘুরিয়া বেড়ায় গড়ের মাঠে,
দেখিয়া শুনিয়া বনিয়াছি বোকা, শুধু যাওয়া বাকী নিম-ঘাটে।
(এলোমেলো)

[কলিকাল]

যে মৎস্যটি পলায়ন করে, সেইটিই যে আকারে বৃহত্তর—এইটাই লোকে মনে মনে স্বীকার করিয়া লয়; কাঁদিতে না বসিলেও হাত ছাড়া মাছটিকে লইয়া হা-হুতাশ করিবার প্রলোভনটুকু কেহ ছাড়িতে পারে না। (সতীন-কাঁটা)

০

ঠিক ভাল করিয়া যে পা ধরিতে অথবা লাথি ছুঁড়িতে পারিল, এ সংসারে তাহারই জিত।...জাতি হিসাবে আমরা সমগ্রভাবে বহু কালাবধি পায়ের প্রতীক্ষায় আছি: একদল পা-জোড়া জাপটাইয়া ধরিয়া থাকিব, আর একদল লাথির দূরত্বে থাকিয়া লাথি খাইব—এই দুই পন্থা ছাড়া আমাদের মুক্তি নাই। (পা)

[মধু ও হুল]

ঠিক মত রাখিতে পারিলে পঞ্চাশ গিনির বই ভবিষ্যতে দুশো গিনি পর্যন্ত দাম উঠিতে পারে। কিন্তু যে কেনে তাহার ভাগ্যে ঐ দাম জোটে না, নাতিনাতিনীদের উপকার হয়। তাল গাছ লাগানোর মত ব্যবসা আর কি!

(সাহিত্য-প্রসঙ্গে টেকচাঁদ)

[রাজহংস]

জনহীন রসারোড—
চলে চারি জন ক্লান্ত চরণে, ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ—
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে।
সে ক্রূর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়—
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল। (কে জাগে?)

★

বিষয়-স্থচী

উদ্ধিতির বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রথম সংখ্যাটি বইয়ের পৃষ্ঠাঙ্ক এবং বন্ধনীর মধ্যের প্রথম অক্ষরটি লেখকের নামের আদ্যাক্ষর এবং তার পরের সংখ্যাটি বা সংখ্যাগুলি উক্ত পৃষ্ঠায় কত সংখ্যক উদ্ধৃতি, তাই বোঝানো হয়েছে।

[ম]